অবতারী ও অবতার

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ

শিশুচরণ দাস —

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গ্রন্থকারের নিবেদন

প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্ব্বের কথা, মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদকে 'বিশ্বকোষ'-সম্পাদক স্বধামগত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় তাঁহার দ্বিতীয়-সংস্করণ 'বিশ্বকোষে'র জন্য কতিপয় বিশেষ বিশেষ বৈষ্ণব-পরিভাষার মধ্যে 'অবতার'-শব্দ-সম্বন্ধে একটি সন্দর্ভ রচনা করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ সেই গুরু-কার্য্যের ভার তাঁহার একটি অযোগ্যতম ভৃত্যাভাসের উপর ন্যস্ত করেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আজ্ঞা ও কৃপা শিরোধার্য্য করিয়া শ্রীশ্রীগুরুবর্গের শ্রৌতবিচার-অবলম্বনে নানাশাস্ত্র এবং প্রামাণিক ও মৌলিক গ্রন্থ-সমূহ আলোচনার পর ঐ প্রবন্ধটি রচিত হয়। শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-ভাণ্ডারের সংরক্ষক গৌড়ীয়মিশনের বর্ত্তমান আচার্য্যবর্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদপুরী গোস্বামী মহারাজ কৃপাপূর্ব্বক তখন 'অবতার'-প্রবন্ধটি সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন। উহা ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে বাঙ্গালা 'বিশ্বকোষে'র দ্বিতীয়-সংস্করণে তৃতীয়ভাগের পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংখ্যায় ১৪৮ পৃষ্ঠা হইতে ১৫৬ পৃষ্ঠায় আংশিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে সেই প্রবন্ধটি আরও বিস্তৃতভাবে পরিবর্দ্ধিত করিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল।

অবতার-তত্ত্ব সর্ব্বাপেক্ষা গূঢ়। একমাত্র শুদ্ধ-ভক্ত ও ভগবানের কৃপা ব্যতীত তাহা কখনও উপলব্ধির বিষয় হয় না। জড়-পাণ্ডিত্য ও

শত শত গবেষণার দ্বারাও 'অবতার'-তত্ত্ব কেহ উপলব্ধি করিতে পারেন না বা পারেন নাই। বহুরূপিণী আধ্যক্ষিকতা হইতে অবতারতত্ত্ব-সম্বন্ধে যে-সকল বিচিত্র অসন্মতের উদয় হইয়াছে, এই গ্রন্থে শাস্ত্র-যুক্তি-মূলে তাহা খণ্ডন করিয়া প্রকৃত শ্রৌত-সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইয়াছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিচার ও তথ্যসমূহের তুলনামূলে প্রকৃত শ্রৌত-তথ্যের অনুসন্ধান করিয়া এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। অযোগ্য লেখকের কোন ব্যক্তিগত ত্রুটি-বিচ্যুতি গ্রন্থে ঘটিয়া থাকিলে তাহা সজ্জন পাঠকবৃন্দ কৃপাপূর্ব্বক সংশোধন করিয়া সার গ্রহণ করিলে কৃতকৃতার্থ হইব।

উপদেশক পণ্ডিতবর শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দদাস কাব্যপুরাণরাগতীর্থ মহাশয় কৃপাপূর্ব্বক এই গ্রন্থের প্রুফ্‌সংশোধন করিয়াছেন। এজন্য তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীশ্রীহরিজনকিঙ্করাভাস
শ্রীসুন্দরানন্দদাস বিদ্যাবিনোদ

বাগবাজার, কলিকাতা,
শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী,
১০ই ভাদ্র, ১৩৪৭, বঙ্গাব্দ,

সূচী-পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অবতারী ও অবতার

প্রথম অধ্যায়

অবতার কাহাকে বলে ?

প্রপঞ্চাতীত ধাম হইতে এই প্রপঞ্চে বা বিশ্বে অবতরণকে 'অবতার' বলে। সর্ব্বকারণ-কারণ পরাৎপর-তত্ত্ব ভগবান্ বিশ্ব-মঙ্গলের জন্য স্বয়ং অথবা দ্বারান্তরের দ্বারা নূতনের ন্যায় জগতে আবির্ভূত হইলে তাঁহাকে 'অবতার' বলে। নিত্য অস্তিত্ববান্ বা বাস্তব বস্তু যখন অবতরণ করেন, অর্থাৎ কৃপাপূর্ব্বক গোলোক হইতে ভূলোকে আগমন করেন, তখনই তাঁহাকে 'অবতার' বলা যায়। নিত্য সবিশেষ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহেরই অবতার হয়। ※

অবতারের সংজ্ঞা

※ "পূর্ব্বোক্তবিশ্বকার্য্যার্থম্ অপূর্ব্বা ইব চেৎ স্বয়ম্।
দ্বারান্তরেণ বাবিঃস্যুরবতারাস্তদা স্মৃতাঃ ॥"

—সংক্ষেপ ভাগবতামৃত, পূর্ব্বখণ্ড ২।১

"অবতারশ্চ প্রাকৃতবৈভবেঽবতরণমিতি"

---শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ২৯ সংখ্যা

"অপ্রপঞ্চাৎ প্রপঞ্চেঽবতরণং খল্ববতারঃ"

—শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ—সংক্ষেপ ভাগবতামৃত-টীকা, অবতার-প্রকরণ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার (৪।৭-৮) নিম্নলিখিত প্রসিদ্ধ শ্লোকদ্বয়ে অবতারের কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,—

অবতারের কারণ

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত !
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

অবতারের কারণ-নির্দ্দেশে শ্রীচৈতন্যভাগবতকার শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীগীতার ঐ শ্লোকদ্বয়ের পদ্যানুবাদে লিখিয়াছেন,—

ধর্ম্মপরাভব হয় যখনে যখনে ।
অধর্ম্মের প্রবলতা বাড়ে দিনে দিনে ॥
সাধুজন রক্ষা, দুষ্ট-বিনাশ-কারণে ।
ব্রহ্মাদি প্রভুর পা'য় করে বিজ্ঞাপনে ॥
তবে প্রভু যুগধর্ম্ম স্থাপন করিতে ।
সাঙ্গোপাঙ্গে অবতীর্ণ হন পৃথিবীতে ॥
(চৈঃ ভাঃ আ ২।১৯—২১)

ভগবান্ অপ্রপঞ্চ হইতে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন বলিয়া তিনি প্রপঞ্চের সহিত মিশ্রিত বা প্রাকৃত হইয়া পড়েন না। ভগবান্

অবতারের জন্ম ও লীলা অপ্রাকৃত

ও তাঁহার প্রতিভূস্বরূপ তৎপ্রেরিত ভক্তাবতার উভয়েই কর্ম্মফলবাধ্য জীবের ন্যায় জন্মপরিগ্রহ করেন না। ভগবান্ তাঁহার স্বরূপশক্তি-দ্বারাই আপনাকে জগতে প্রকাশ করেন। তাঁহার এই আবির্ভাব সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাপূর্ব্বিক হয়,—

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভাবাম্যাত্মমায়য়া ॥
জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন ॥
(গীঃ ৪।৬, ৯)

"স্বাং শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকাং প্রকৃতিমধিষ্ঠায় স্বীকৃত্য বিশুদ্ধোর্জ্জিত-সত্ত্বমূর্ত্ত্যা স্বেচ্ছয়াবতারামীত্যর্থঃ।"—(শ্রীধরঃ)

স্বীয়া শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া—স্বীকার করিয়া, বিশুদ্ধ অত্যুজ্জ্বল সত্ত্বমূর্ত্তি প্রকাশপূর্ব্বক স্বেচ্ছায় অবতীর্ণ হই, ইহাই অর্থ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বলেন,—মূঢ় ব্যক্তিগণই অবতারে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করিয়া তাঁহাকে অবজ্ঞা করে। সেই সকল মূঢ়লোক রাক্ষসী ও আসুরী প্রকৃতিতে মোহিত হওয়ায় তাহাদের আশা, কর্ম্ম ও জ্ঞান সকলই নিরর্থক হয়।

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥
মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥
(গীঃ ৯।১১-১২)

শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

"যস্যাবতারা জ্ঞায়ন্তে শরীরেষ্বশরীরিণঃ।
তৈস্তৈরতুল্যাতিশয়ৈর্বীর্য্যৈর্দেহিষ্বসঙ্গতৈঃ ॥
(ভাঃ ১০।১০।৩৪)

প্রাকৃত-শরীরে যে-সকল বীর্য্য অসম্ভব, সেই সকল অনুপম গুণযুক্ত বীর্য্য মৎস্য, কূর্ম্ম প্রভৃতি বিগ্রহধারী অবতারে দর্শন করিয়া লোক-সকল মৎস্য-কূর্ম্মাদি অবতার যে প্রাকৃত-শরীর-রহিত অপ্রাকৃত অবতার, তাহা জানিতে পারেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অবতারী

অন্যান্য অবতার যেরূপ তাঁহাদের নিত্যধাম হইতে প্রপঞ্চে প্রকটিত হন, শ্রীকৃষ্ণও তদ্রূপ শ্বেতবরাহ-কল্পের বৈবস্বত-মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুর্যুগস্থ দ্বাপরের শেষে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

অবতার ও অবতারী

অন্যান্য অবতারের সহিত প্রাকট্যাংশে কোনরূপ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না বলিয়া অবতারের অবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও অবতার-মধ্যে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণকে অবতারের মধ্যে গণনা করা হইলেও অন্যান্য অবতারের ন্যায় তিনি কোন জাগতিক কার্য্য অর্থাৎ ধর্ম্মের গ্লানি-বিনাশ বা অসুর-মারণাদির জন্য প্রপঞ্চে আবির্ভূত হন না।

অবতারী

পৃথিবীর ভারহরণাদি কার্য্য তাঁহার অংশের অংশ, কলা-বিকলা পুরুষাবতার-সমূহের দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া থাকে ; তবে যে গীতাদি-শাস্ত্রে 'তিনি পৃথিবীর ভার হরণ

করেন এবং ধর্ম্মের সংস্থাপন করেন' প্রভৃতি বলা হইয়াছে, কিংবা শ্রীকৃষ্ণ অঘ-বক-পূতনাদি অসুর বধ করিয়াছিলেন বলিয়া যে শুনা যায়, তাহা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কার্য্য নহে ; স্বয়ং ভগবান্ যখন অবতীর্ণ হন, তখন তাঁহাতে অংশাবতারগণও প্রবিষ্ট থাকেন ; তাঁহারাই পৃথিবীর ভার-হরণাদি কার্য্য করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের কৃত কার্য্য স্বয়ং ভগবানে আরোপ করিয়া ঐরূপ কথা বলা হয়।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র স্বরূপস্থ নিজ-পরিজন-সমূহের আনন্দ-বিশেষাত্মক চমৎকারিতা-বিধানের জন্য নিজ-জন্মাদি-লীলা-দ্বারা অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য পোষণ করিয়া স্বেচ্ছায় কখনও কখনও সকল লোকের নেত্রগোচর হন। শ্রীশ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু স্বয়ং ভগবানের অবতারের হেতু বলিয়াছেন,—

"ততশ্চাস্যাবতারেষু গণনাত্তু স্বয়ং ভগবানপ্যসৌ স্বরূপস্থ এব নিজ-পরিজনবৃন্দানামানন্দবিশেষচমৎকারায় কিমপি মাধুর্য্যং নিজ-জন্মাদি-লীলয়া পুষ্ণন্ কদাচিৎ সকললোকদৃশ্যো ভবতীত্যপেক্ষয়ৈ-বেত্যায়াতম্।"— (শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ২৮ সংখ্যা)

স্বয়ং ভগবানের কর্ম্ম নহে ভার-হরণ।
স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণু করেন জগৎপালন ॥
কিন্তু কৃষ্ণের যেই হয় অবতার-কাল।
ভারহরণ-কাল তা'তে হইল মিশাল ॥
পূর্ণ ভগবান্ অবতরে যেই কালে।
আর সব অবতার তাঁতে আসি' মিলে ॥

নারায়ণ, চতুর্ব্যূহ, মৎস্যাদ্যবতার।
যুগ-মন্বন্তরাবতার, যত আছে আর ॥

সবে আসি' কৃষ্ণ-অঙ্গে হয় অবতীর্ণ।
ঐছে অবতরে কৃষ্ণ ভগবান্ পূর্ণ ॥

অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে।
বিষ্ণুদ্বারে কৃষ্ণ করে অসুর-সংহারে ॥

আনুষঙ্গ-কর্ম্ম এই অসুর-মারণ।
যে লাগি অবতার, কহি সে মূল কারণ ॥

প্রেমরস-নির্য্যাস করিতে আস্বাদন।
রাগমার্গ ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ ॥

রসিক-শেখর কৃষ্ণ পরম করুণ।
এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদ্গম ॥

(চৈঃ চঃ আ ৪ ৮-১৬)

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও প্রপঞ্চে অবতরণ করিয়া থাকেন, ইহা তাঁহার প্রপঞ্চে অবস্থিত ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ-বিশেষ। ব্রহ্মসংহিতায় উক্ত হইয়াছে,—

রামাদিমূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্
নানাবতারমকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু।
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

(ব্রহ্মসংহিতা ৫।৩৯)

যে পরম-পুরুষ স্বাংশ-কলাদি-নিয়মে রামাদি-মূর্ত্তিতে স্থিত হইয়া ভুবনে নানা অবতার প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং কৃষ্ণ-রূপে প্রকট হইয়াছিলেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

ঋষয়ো মনবো দেবা মনুপুত্রা মহৌজসঃ।
কলাঃ সর্ব্বে হরেরেব সপ্রজাপতয়ঃ স্মৃতাঃ ॥

(ভাঃ ১।৩।২৭)

প্রজাপতিগণ, মহাবীর্য্যশালী মুনিগণ, মনুগণ, দেবতাবৃন্দ ও মানবগণ সকলেই শ্রীহরির অংশ-বিভূতি বলিয়া কথিত আছেন।

শ্রীকৃষ্ণই অবতারী

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥

(ভাঃ ১।৩।২৮)

উপরি-উক্ত অবতারগণের কেহ কেহ পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীহরির অংশ, কেহ কেহ অংশাবেশ-অবতার এবং অংশের অংশ-বিভূতির অবতার। এই সকল অবতার প্রতিযুগে যখনই জগৎ দৈত্যপীড়িত হয়, তখনই দৈত্যোপদ্রুত জগৎকে নিরুদ্বেগ করেন। কিন্তু, ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ সাক্ষাৎ স্বয়ংরূপ বিষ্ণুপরতত্ত্ব।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য বলিয়াছেন,—

"এতে প্রোক্তা অবতারা মূলরূপী কৃষ্ণঃ স্বয়মেব।"

(ভাগবত-তাৎপর্য্য ১।৩।২৮)

শ্রীচৈতন্যদেবও বলিয়াছেন,—

যাঁর ভগবত্তা হৈতে অন্যের ভগবত্তা।
'স্বয়ং ভগবান্'-শব্দের তাহাতেই সত্তা॥
দীপ হৈতে যৈছে বহু দীপের জ্বলন ;
মূল এক দীপ তাহা করিয়ে গণন॥
তৈছে সব অবতারের কৃষ্ণ সে কারণ।
আর এক শ্লোক শুন, কুব্যাখ্যা-খণ্ডন॥

(চৈঃ চঃ আ ২।৮৮-৯০)

সর্ব্ব-অবতারী কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাঁহার দ্বিতীয় দেহ শ্রীবলরাম॥
অংশের অংশ যেই, 'কলা' তাঁ'র নাম।
গোবিন্দের প্রতিমূর্ত্তি শ্রীবলরাম॥
তাঁ'র এক স্বরূপ—শ্রীমহাসঙ্কর্ষণ।
তাঁ'র অংশ 'পুরুষ' হয় কলাতে গণন॥
যাঁহাকে ত' কলা কহি, তিঁহো মহাবিষ্ণু।
মহাপুরুষাবতারী, সেহো সর্ব্বজিষ্ণু॥

* * *

যদ্যপি কহিয়ে তাঁরে কৃষ্ণের 'কলা' করি'।
মৎস্যকূর্ম্মাদ্যবতারের তিঁহো অবতারী॥

* * *

অথবা ভক্তের বাক্য মানি সত্য করি'।
সকল সম্ভবে তাঁ'তে, যাঁ'তে অবতারী॥

অবতার-অবতারী—অভেদ, যে জানে।
পূর্ব্বে যৈছে কৃষ্ণকে কেহো কাহো করি' মানে॥

*　　*　　*

কৃষ্ণ যবে অবতরে সর্ব্বাংশ-আশ্রয়।
সর্ব্বাংশ আসি' তবে কৃষ্ণেতে মিলয়॥

*　　*　　*

আপনাকে ভৃত্য করি' কৃষ্ণে প্রভু জানে।
কৃষ্ণের কলার কলা আপনাকে মানে॥

*　　*

একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য॥

(চৈঃ চঃ আ ৫।৪,৭৩-৭৫, ৭৮, ১২৭, ১২৮, ১৩১, ১৩৭, ১৪২)

তৃতীয় অধ্যায়
অবতারাবলী

শ্রীমদ্ভাগবতে বাইশটী অবতারের কথা বর্ণিত হইয়াছে। প্রাচীনকারিকাতে অবতারগণের সম্বন্ধে এইরূপ লিপিবদ্ধ আছে,----

১। নৃসিংহ, জামদগ্ন্য, কল্কি—ইঁহারা ঐশ্বর্য্যের প্রকাশক অবতার।

২। নারদ, ব্যাস ও বুদ্ধ—ইঁহারা ধর্ম্মসমূহের প্রকাশক অবতার।

৩। রাম, ধন্বন্তরি, যজ্ঞ, পৃথু, বলরাম, মোহিনী ও বামন—ইঁহারা শ্রী অর্থাৎ সৌন্দর্য্য-প্রধান অবতার।

৪। দত্তাত্রেয়, মৎস্য, চতুঃসন ও কপিল—ইঁহারা জ্ঞান-প্রদর্শক অবতার।

৫। নারায়ণ, নর ও ঋষভ—ইঁহারা বৈরাগ্য-প্রদর্শক অবতার।

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণষড়ৈশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের মহানিধি এবং তাঁহাতেই নিখিল অবতারাবলী ও শক্তিনিচয় অন্তর্ভুক্ত আছেন।

সর্ব্বাবতারী কৃষ্ণ—তৎপ্রতিমূর্ত্তি বা দ্বিতীয় দেহ বলরাম

(মূল সঙ্কর্ষণ)

পুরুষাবতারী মহাসঙ্কর্ষণ

কারণার্ণবশায়ী (১ম পুরুষ)

গর্ভোদকশায়ী (২য় পুরুষ)

ক্ষীরোদকশায়ী (৩য় পুরুষ)

লীলাবতার-সমূহ

অবতারী কৃষ্ণের অসংখ্যপ্রকার অবতার হইলেও তাহা প্রধানতঃ ছয়ভাগে বিভক্ত—(১) পুরুষাবতার, (২) গুণাবতার, (৩) লীলাবতার, (৪) মন্বন্তরাবতার, (৫) যুগাবতার (৬) শক্ত্যাবেশাবতার।

ষড়্‌বিধ-অবতার

অবতার হয় কৃষ্ণের ষড়্‌বিধ প্রকার।
পুরুষাবতার এক, লীলাবতার আর॥
গুণাবতার, আর মন্বন্তরাবতার।
যুগাবতার, আর শক্ত্যাবেশাবতার॥

(চৈঃ চঃ ম ২০।২৪৫, ২৪৬)
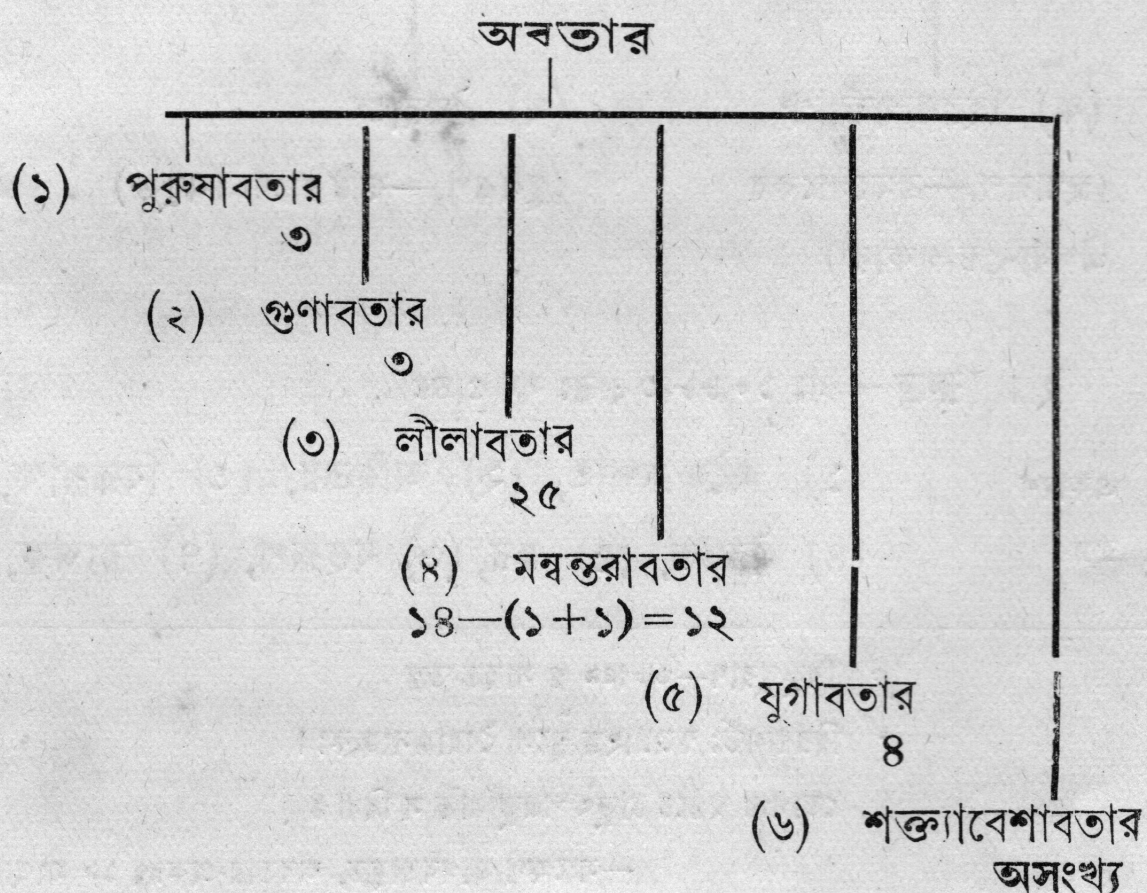
পুরুষাবতার *

(১) কারণার্ণবশায়ী (মহৎস্রষ্টা বা প্রকৃতির অন্তর্য্যামী)
(ভাঃ ২।৬।৪০, ১১।৪।৩, ব্রঃ সং ৫।১০-১৩)

(২) গর্ভোদশায়ী (সূক্ষ্মসমষ্টি বিরাটের অন্তর্য্যামী, ব্রহ্মার সৃষ্টিকর্ত্তা)।—(ভাঃ ১।৩।২-৩ ; ব্রঃ সং ৫।১৪)

(৩) ক্ষীরোদশায়ী (প্রত্যেক জীবের অন্তর্য্যামী পরমাত্মা বা অনিরুদ্ধ বিষ্ণু)।—(ভাঃ ২।২।৮ ; ব্রঃ সং ৫।১৫)

গুণাবতার

১। **ব্রহ্মা**—ভাঃ ১।৩।২ ; ব্রঃ সং ৫।৪৯

(ক) হিরণ্যগর্ভ † (সূক্ষ্মরূপ,—ব্রহ্মলোকের ঐশ্বর্য্য-ভোগকারী)

(খ) বৈরাজ (স্থূলরূপ,—সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত)

২। **রুদ্র**—ভাঃ ১০।৮৮।৩ ; ব্রঃ সং ৫।৪৫

একাদশ রুদ্র — (১) অজৈকপাৎ, (২) অহির্ব্রধ্ন, (৩) বিরূপাক্ষ, (৪) রৈবত, (৫) হর, (৬) বহুরূপ, (৭) ত্র্যম্বক,

---

* বিষ্ণুপুরাণ—৬।৮।৫৯ ও সাত্বত-তন্ত্র

† হিরণ্যগর্ভঃ সূক্ষ্মোঽত্র স্থূলো বৈরাজসংজ্ঞকঃ।
ভোগায় সৃষ্টয়ে চাভূৎ পদ্মভূরিতি স দ্বিধা ॥
—সংক্ষেপ-ভাগবতামৃত, অবতার-প্রকরণ ১৯ সংখ্যা

(৮) সাবিত্র, (৯) জয়ন্ত (১০) পিনাকী, (১১) অপরাজিত।

৩। **বিষ্ণু**—ভাঃ ১০।৮৮।৫ ; ব্রঃ সং ৫।৪৬
(ক্ষীরাব্ধিশায়ী নির্গুণ)

লীলাবতার

(১) **চতুঃসন**—সনৎকুমার, সনক, সনন্দন, সনাতন—এই চারিটীতে এক অবতার।—(ভাঃ ১।৩।৬ ; সং ভাঃ লীলা প্রঃ ১)

(২) **নারদ**—চতুঃসন ও নারদের ব্রাহ্মকল্পে আবির্ভাব ও অন্যান্য সকল কল্পে বিদ্যমানতা।—(ভাঃ ১।৩।৮ ; সং ভাঃ ঐ ১)

(৩) **বরাহ**—দুইবার আবির্ভাব—(ক) ব্রাহ্মকল্পের স্বায়ম্ভুব-মন্বন্তরে ব্রহ্মার নাসারন্ধ্র হইতে ; (খ) ঐ কল্পেরই চাক্ষুষ-মন্বন্তরে জল হইতে। প্রথমোক্ত বরাহ শ্যামবর্ণ ও চতুষ্পাৎ ; কার্য্য—পৃথিবী-উদ্ধার ; শেষোক্ত বরাহ শ্বেতবর্ণ ও নৃবরাহ ; কার্য্য—হিরণ্যাক্ষবধ ও পৃথিবী-উদ্ধার।—(ভাঃ ১।৩।৭, ২।৭।১, ৪।৩০।৪৯ ; সং ভাঃ ঐ ২-৮)

(৪) **মৎস্য**—দুইবার আবির্ভাব—(ক) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের আদিভাগে হয়গ্রীব-বধ ও বেদাহরণ ; (খ) চাক্ষুষ-মন্বন্তরের শেষে (প্রলয়) সত্যব্রতের প্রতি কৃপা। প্রতিমন্বন্তরেই মৎস্যদেবের আবির্ভাব হওয়ায় প্রতি-কল্পে ১৪বার আবির্ভাব।—(ভাঃ ১।৩।১৫, ২।৭।১২ ; সং ভাঃ ঐ ৯-১২) স্বায়ম্ভুব-মনুর-প্রতি-অগস্ত্য মুনির-শাপ হেতু-মন্বন্তরের-মধ্যেই-প্রলয়-হইয়াছিল। এইরূপ-কথা-মৎস্য পুরাণে বর্ণিত আছে। চাক্ষুষ-মন্বন্তরে [illegible]-অবস্থায় এই- [illegible] প্রলয় [illegible] হেতু উপস্থিত হইয়াছিল, ইহা বিষ্ণুধর্ম্মাদিতে-বর্ণিত-আছে। [illegible]

(৫) **যজ্ঞ**—রুচি হইতে আকূতিতে অবতীর্ণ, স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর-পালনকারী। মাতামহ মনুকর্ত্তৃক 'হরি'-নামে কথিত। (ভাঃ ১৷৩৷১২; সং ভাঃ লীলা প্রঃ ১৩)

(৬) **নরনারায়ণ**—ধর্ম্মের পত্নী মূর্ত্তিতে নর ও নারায়ণ-ঋষি-রূপে অবতীর্ণ; কার্য্য—মনের উপশান্তি শিক্ষা-দান। হরি ও কৃষ্ণ-নামে ইঁহাদের দুইটি সহোদর আছেন; এইজন্য ইঁহারা চতুঃসনের ন্যায় চারিটীতে একটি অবতার।—(ভাঃ ১৷৩৷৯ ; সং ভাঃ ঐ ১৪)

(৭) **কপিল**—দুই জন—(ক) **সেশ্বর কপিল**, কর্দ্দমঋষি ও দেবহূতির পুত্ররূপে অবতীর্ণ, কপিলবর্ণ বলিয়া কপিল নাম—**বাসুদেবের অবতার**; আসুরী নামক ব্রাহ্মণের প্রতি সেশ্বর-সাংখ্য-তত্ত্বের উপদেষ্টা; (খ) বেদবিরুদ্ধ কুতর্কপূর্ণ **নিরীশ্বর** সাংখ্যের উপদেষ্টা **অগ্নিবংশজ কপিল—জীব**; ইনি অন্য আসুরীর প্রতি নিরীশ্বর সাংখ্যের উপদেশক; ইনি লীলাবতারের মধ্যে নহেন।—(ভাঃ ১৷৩৷১০, মঃ ভাঃ বঃ প্রঃ ২২০৷২২)

(৮) **দত্ত বা দত্তাত্রেয়**—অত্রি ও অনসূয়ার পুত্ররূপে অবতীর্ণ ব্রাহ্মণবেশী; অলর্ক ও প্রহ্লাদ প্রভৃতির প্রতি আত্মবিদ্যার উপদেষ্টা।—(ভাঃ ১৷৩৷১১, ২৷৭৷৪ ; সং ভাঃ লীলা প্রঃ ১৬, ১৭)

(৯) **হয়শীর্ষা**—ব্রহ্মার যজ্ঞাগ্নি হইতে আবির্ভূত; মধু ও কৈটভ-দৈত্যের বিনাশ-সাধনপূর্ব্বক বেদের উদ্ধারকর্ত্তা, সুবর্ণবর্ণ; শ্বাসবায়ু পরিত্যাগ-কালে তাঁহার নাসাপুট হইতে বেদবাণীর আবির্ভাব।—(ভাঃ ২৷৭৷১১ ; সং ভাঃ ঐ ১৮)

(১০) **হংস**—জল হইতে রাজহংসরূপে প্রকাশিত ; নারদের প্রতি ভক্তিযোগ এবং ভগবান্ ও জীবের স্বরূপ-প্রকাশক জ্ঞানের উপদেষ্টা।—(ভাঃ ২।৭।১৯ ; সং ভাঃ লীলা প্রঃ ১৮)

(১১) **ধ্রুবপ্রিয় বা পৃশ্নিগর্ভ**—স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে অবতীর্ণ ; বিমাতার বাক্যবাণবিদ্ধ ধ্রুবের তপস্যা ও স্তুতিতে প্রসন্ন, ধ্রুবলোক-প্রদানকারী।—(ভাঃ ২।৭।৮, ১০।৩।৩২, ৪১ ; সং ভাঃ ঐ ১৯)

(১২) **ঋষভ**—অগ্নিধ্রের পুত্র নাভি ও মেরুদেবীর পুত্ররূপে অবতীর্ণ ; সর্ব্বগুণে গরিষ্ঠ হওয়ায় 'ঋষভ' নাম ; পরমহংসদিগের ধর্ম্মের উপদেষ্টা।—(ভাঃ ১।৩।১৩ ; সং ভাঃ ঐ ২০)

(১৩) **পৃথু** *—মুনিগণের দ্বারা মথ্যমান বেণের দক্ষিণ-বাহু হইতে আবির্ভূত ; স্বর্ণকান্তি। কার্য্য—অর্চ্চন বা পূজা-শিক্ষা-দান।—(ভাঃ ১।৩।১৪ ; সং ভাঃ ঐ ২০-২১)

(১৪) **নৃসিংহ**—ষষ্ঠ চাক্ষুষ-মন্বন্তরে সমুদ্র-মন্থনের পূর্ব্বে অবতার, হিরণ্যকশিপুর সভাস্তম্ভ হইতে আবির্ভাব ; কার্য্য—ভক্তবিদ্বেষী হিরণ্যকশিপুর হৃদয়-বিদারণ ও প্রহ্লাদের আহ্লাদ-বিধান।—(ভাঃ ১।৩।১৮ ; সং ভাঃ ঐ ২২)

(১৫) **কূর্ম্ম**—দেবাসুরের সমুদ্র-মন্থন-কালে পৃষ্ঠদেশে মন্দরাচলধারণকারী। পদ্মপুরাণের মতে যিনি মন্দরধৃক্, তিনিই ভূধারী

---

* চতুঃসন হইতে পৃথু পর্য্যন্ত ১৩টী অবতার স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে আবির্ভূত হন ; তন্মধ্যে বরাহদেবের চাক্ষুষীয় মন্বন্তরে পুনরায় আবির্ভাব। সাধারণ-দৃষ্টিতে চাক্ষুষীয় মন্বন্তরে পুনরায় মৎস্যদেবের অবতার ; কিন্তু বিশেষ-দৃষ্টিতে প্রতি-মন্বন্তরে আবির্ভাব।

—সংক্ষেপ-ভাগবতামৃত

হন ; কিন্তু বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাদির মতে ভূধারী কূর্ম্মেরই মন্দর-ধারণার্থ আবির্ভাব।—(ভাঃ ১।৩।৩৬ ; সং ভাঃ লীলা প্রঃ ২৩)

(১৬) **ধন্বন্তরি**—ধন্বন্তরির ষষ্ঠ চাক্ষুষীয় মন্বন্তরে ও সপ্তম বৈবস্বতীয় মন্বন্তরে দুই বার আবির্ভাব। প্রথম অবতারে সমুদ্র-মন্থন-সময়ে দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর-রূপে অমৃত-কমণ্ডলু-হস্তে সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়া আয়ুর্ব্বেদ-প্রবর্ত্তন ; দ্বিতীয়বার পূর্ব্বোক্তরূপে কাশীরাজের পুত্র হইয়া আয়ুর্ব্বেদ-প্রবর্ত্তন।—(ভাঃ ১।৩।১৭ ; সং ভাঃ ঐ ২৩)

(১৭) **মোহিনী** *—দুইবার আবির্ভাব—(১) দৈত্যমোহনার্থ, (২) দ্বিতীয়বার মহাদেবের প্রমোদার্থ।—(ভাঃ ১।৩।১৭ ; সং ভাঃ ঐ ২৩)

(১৮) **বামন**—ব্রাহ্মকল্পে ইঁহার তিনবার আবির্ভাব। ইনি ব্রাহ্মকল্পে স্বায়ম্ভুব-মন্বন্তরে বাস্কলি-দৈত্যের যজ্ঞে, তৎপরে বৈবস্বত-মন্বন্তরে ধুন্ধু অসুরের যজ্ঞে গমন করেন এবং তৃতীয় বারের বৈবস্বত মন্বন্তরে সপ্তম চতুর্যুগে কশ্যপ ও অদিতির পুত্ররূপে অবতীর্ণ হন ; অদিতিনন্দনরূপে বামনাকার প্রকাশ করিয়া স্বর্গের পুনর্গ্রহণ-মানসে বলির নিকট ত্রিপাদ ভূমি যাচ্ঞা করেন।—(ভাঃ ১।৩।১৯ ; সং ভাঃ ঐ ২৪)

(১৯) **পরশুরাম বা ভার্গব**—ব্রহ্মণ্যধর্ম্মবিদ্বেষী ক্ষাত্রনীতিকে নিরাস করিবার জন্য একুশবার পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়শূন্য-করণার্থ জমদগ্নি ও রেণুকার পুত্ররূপে গৌরবর্ণ পরশুরামের আবির্ভাব ;

* ষষ্ঠ চাক্ষুষীয় মন্বন্তরে নৃসিংহ, কূর্ম্ম, ধন্বন্তরি ও মোহিনী—এই চারি অবতার।

কাহারও মতে বৈবস্বত-মন্বন্তরের ১৭শ চতুর্যুগে, মতান্তরে ২২শ চতুর্যুগে আবির্ভাব।—(ভাঃ ১৷৩৷২০ ; সং ভাঃ লীলা প্রঃ ২৫)

(২০) **রাঘব রাম**—বৈবস্বত মন্বন্তরের ২৪শ চতুর্যুগের ত্রেতায় দশরথ-কৌশল্যার পুত্ররূপে নবদূর্ব্বাদল-কান্তি শ্রীরামের দেব-কার্য্য-সাধনার্থ আবির্ভাব ; কার্য্য—রাবণাদি অসুরবধ ও আদর্শ-রাজনীতি-প্রচার। —(ভাঃ ১৷৩৷২২ ; সং ভাঃ ঐ ২৬)

(২১) **ব্যাস**—মন্দবুদ্ধি মনুষ্যের মঙ্গলের জন্য পরাশর-সত্যবতীর পুত্ররূপে বেদকল্পবৃক্ষের শাখা-বিভাগার্থ অবতীর্ণ ; কোথায়ও সাক্ষাৎ ঈশ্বর, কোথায়ও আবেশাবতাররূপে গণিত। —(ভাঃ ১৷৩৷২১ ; বিঃ পুঃ ৩৷৪৷৫ ; মঃ ভাঃ শাঃ পঃ ৩৪৬৷১১ ; সং ভাঃ ঐ ২৭)

(২২) **বলরাম**—বসুদেব হইতে দেবকী ও রোহিণীতে আবির্ভূত, কর্পূরকান্তি নীলবসন পৃথিবীর ভার-অপহরণার্থ অবতীর্ণ।— (ভাঃ ১৷৩৷২৩ ; সং ভাঃ ঐ ২৮)

(২৩) **কৃষ্ণ**—বসুদেব-দেবকীর পুত্ররূপে নবমেঘদ্যুতিশ্যাম-কলেবররূপে অবতীর্ণ ; দ্বিভুজ হইয়াও কখনও কখনও চতুর্ভুজ প্রকাশ করেন।— (ভাঃ ১৷৩৷২৩ ; সং ভাঃ ঐ ২৮)

(২৪) **বুদ্ধ**—কলির দুই হাজার বৎসর অতীত হইলে অসুর-মোহার্থ গয়া-প্রদেশের ধর্ম্মারণ্য-গ্রামে অজিন-পুত্রের বুদ্ধনামে আবির্ভাব ; পাটলবর্ণ (শ্বেতরক্ত), দ্বিভুজ ও শিখা-বর্জ্জিত রূপ ; সূত যখন ভাগবত-কথা কীর্ত্তন করেন, তখন বুদ্ধ তাঁহার নিকট ভবিষ্যদ্ অবতার ; বর্ত্তমানে তিনি অতীত অবতার।—(ভাঃ ১৷৩৷২৪ ; সং ভাঃ ঐ ২৯-৩০)

(২৫) **কল্কি** *—কলিযুগের অবসান কালে নৃপতিগণ দস্যু-প্রকৃতি হইয়া উঠিলে বিষ্ণুযশাঃ ব্রাহ্মণ হইতে কল্কির আবির্ভাব হইবে। বৈবস্বত-মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ চতুর্যুগস্থ কলিতে কল্কি ও বুদ্ধের আবির্ভাব ; কোন কোন মতে প্রতিকলিতেই বুদ্ধ ও কল্কির আবির্ভাব।— (ভাঃ ১।৩।২৫ ; সং ভাঃ লীলা প্রঃ ৩১-৩২)

মন্বন্তরাবতার

(১) **যজ্ঞ**—পূর্ব্বে লীলাবতারের মধ্যেও গণিত হইয়াছেন।—(সং ভাঃ, মন্বন্তরাবতার প্রঃ ১)

(২) **বিভু**—স্বারোচিষীয় মন্বন্তরে বেদশিরা ও তুষিতার পুত্ররূপে আবির্ভূত। কুমার-ব্রহ্মচারী বিভুর নিকট ৮৮ হাজার মুনি ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত শিক্ষা করেন।— (ভাঃ ৮।১।২১-২২ ; সং ভাঃ, ঐ প্রঃ ২)

(৩) **সত্যসেন**—ঔত্তমীয় মন্বন্তরে ধর্ম্ম ও সুনৃতার পুত্র-রূপে আবির্ভূত। ইনি ইন্দ্রের সখা হইয়া মিথ্যাচারী দুষ্ট-যক্ষ, রাক্ষস ও প্রাণি-পীড়ক জীবগণকে বিনাশ করেন।— (ভাঃ ৮।১।২৫-২৬ ; সং ভাঃ ঐ ৩)

(৪) **হরি**—তামসীয় মন্বন্তরে হরিমেধা ও হরিণীর পুত্ররূপে আবির্ভূত ; কুম্ভীর-মুখ হইতে গজেন্দ্রের মুক্তি-দাতা।—(ভাঃ ৮।১। ৩০ ; সং ভাঃ ঐ ৪)

---

* বামন হইতে কল্কি পর্য্যন্ত আটটি অবতার ; বৈবস্বত-মন্বন্তরের চতুঃসন হইতে কল্কি পর্য্যন্ত পঁচিশটী অবতার প্রতিকল্পে প্রায়ই আবির্ভূত হন ; ইঁহারা কল্পাবতার-নামেও খ্যাত। (ব্রহ্মার একদিনের নাম কল্প)

(৫) **বৈকুণ্ঠ**—রৈবতীয় মন্বন্তরে শুভ্র ও বিকুণ্ঠার পুত্ররূপে আবির্ভূত; রমাদেবীর প্রার্থনানুসারে সত্যলোকের উপরিভাগে বৈকুণ্ঠলোক প্রকাশকারী।— (ভাঃ ৮।৫।৪-৫ ; সং ভাঃ মন্বন্তরাবতার প্রঃ ৫)

(৬) **অজিত**—চাক্ষুষীয় মন্বন্তরে বৈরাজ ও সম্ভূতির পুত্ররূপে আবির্ভূত; ইনি সমুদ্র মন্থন করিয়া দেবগণের জন্য অমৃত-আহরণ এবং কূর্ম্মরূপে মন্দরাচল পৃষ্ঠে ধারণ করেন।—(ভাঃ ৮।৫।৯-১০ ; সং ভাঃ ঐ ৬)

(৭) **বামন**—পূর্ব্বে লীলাবতার-প্রকরণে গণিত।—

(সং ভাঃ ঐ ৭)

(৮) **সার্ব্বভৌম** *—সাবর্ণীয় মন্বন্তরে দেবগুহ্য ও সরস্বতীর পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইবেন; পুরন্দর-নামা ইন্দ্র হইতে স্বর্গরাজ্য গ্রহণ করিয়া বলিরাজকে অর্পণ করিবেন।—(ভাঃ ৮।১৩।১৭ ; সং ভাঃ ঐ ৮)

(৯) **ঋষভ**—দক্ষ-সাবর্ণীয় মন্বন্তরে আয়ুষ্মান্ ও অম্বুধারার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইবেন; অদ্ভুত-নামা ইন্দ্র তাঁহার উপার্জ্জিত ত্রিলোক ভোগ করিবেন।—(ভাঃ ৮।১৩।২০ ; সং ভাঃ ঐ ৯)

(১০) **বিশ্বক্‌সেন**—ব্রহ্ম-সাবর্ণীয় মন্বন্তরে বিশ্বজিৎ ও বিষূচীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হইবেন; শম্ভু-নামা ইন্দ্রের সহিত সখ্য-বিধান করিবেন।—(ভাঃ ৮।১৩।২৩ ; সং ভাঃ ঐ ১০)

---

* সার্ব্বভৌম হইতে বৃহদ্ভানু পর্য্যন্ত সাত জন সাবর্ণি প্রভৃতি মন্বন্তরের ভাবী সপ্ত অবতার।

(১১) **ধর্ম্মসেতু**—ইনি ধর্ম্ম-সাবর্ণীয় মন্বন্তরে আর্য্যক ও বৈধৃতির পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইবেন এবং লোকত্রয় পালন করিবেন। (ভাঃ ৮।১৩।২৬ ; সং ভাঃ মন্বন্তরাবতার প্রঃ ১১)

(১২) **সুধামা**—ইনি রুদ্র-সাবর্ণীয় মন্বন্তরে সত্যসহ ও সুনৃতার পুত্ররূপে আবির্ভূত হইবেন এবং রুদ্র-সাবর্ণি-মন্বন্তর পালন করিবেন।—(ভাঃ ৮।১৩।২৯ ; সং ভাঃ ঐ ১২)

(১৩) **যোগেশ্বর**—ইনি দেব-সাবর্ণীয় মন্বন্তরে দেবহোত্র ও বৃহতীর পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া দেবরাজের কার্য্য সাধন করিবেন।—(ভাঃ ৮।১৩।৩২ ; সং ভাঃ ঐ ১৩)

(১৪) **বৃহদ্ভানু**—ইনি ইন্দ্র-সাবর্ণীয় মন্বন্তরে সত্রায়ণ ও বিনতার পুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়া কর্ম্মতন্ত্র বিস্তার করিবেন।—(ভাঃ ৮।১৩।৩৫ ; সং ভাঃ ঐ ১৪)
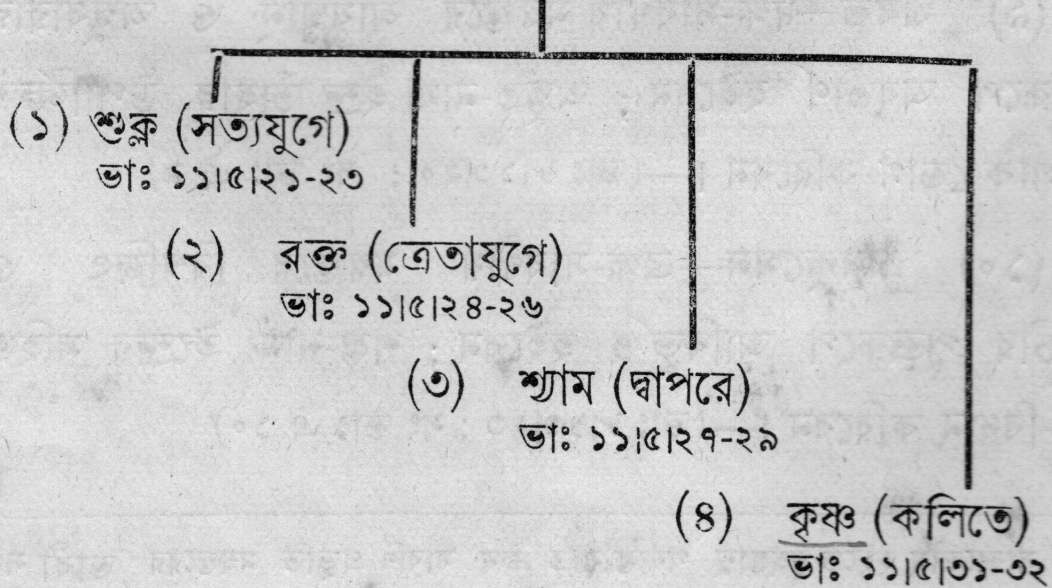
উপরি উক্ত বিচার সাধারণ যুগাবতার-সম্বন্ধে। যুগবিশেষে ইহার ব্যতিক্রম ঘটে। প্রতিযুগেই তত্তৎ মন্বন্তরাবতার যুগাবতার-রূপে প্রকটিত হইয়া যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করেন। যে দ্বাপরে স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ অবতীর্ণ হন, সেকালে যেমন সেই যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন, তদ্রূপ যে কলিতে পীতবর্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব অবতীর্ণ হন, সেকালে সেই-যুগের কৃষ্ণবর্ণ অবতারও গৌরবর্ণ শ্রীচৈতন্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন। যে বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হন, সেই দ্বাপরেরই অব্যবহিত কলিযুগের প্রারম্ভে শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। (ভাঃ ১১।৫।৩২ ; মঃ ভাঃ দানধর্ম্ম ১৪৯।৭৫।৯২,)
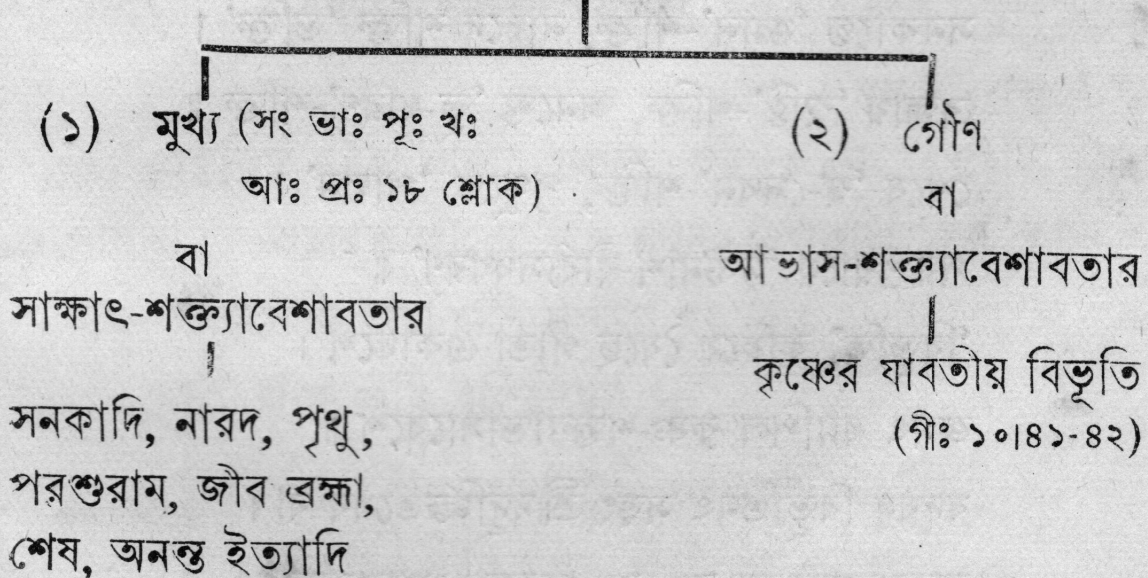
জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া যত্রাবিষ্টো জনার্দ্দনঃ।
ত আবেশা নিগদ্যন্তে জীবা এব মহত্তমাঃ ॥

(সং ভাঃ পূঃ খঃ আঃ প্র ১৮)

জ্ঞানশক্ত্যাদি বিভাগের দ্বারা জনার্দ্দন যে-সকল মহত্তম জীবে আবিষ্ট হইয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে "আবেশ" বলে।

শক্ত্যাবেশাবতার মুখ্য ও গৌণভেদে দুই প্রকার। যাঁহাতে সাক্ষাৎ শক্তির অবতার,—তিনি মুখ্য শক্ত্যাবেশাবতার এবং যে-স্থলে শক্তির আভাসমাত্র বিভূতি দেখা যায়, সে-স্থলে গৌণ শক্ত্যাবেশাবতার।

শক্ত্যাবেশ দুইরূপ—'মুখ্য', 'গৌণ' দেখি।
সাক্ষাৎ শক্ত্যে 'অবতার', আভাসে 'বিভূতি' লিখি॥
'সনকাদি', 'নারদ', 'পৃথু', 'পরশুরাম'।
জীবরূপ 'ব্রহ্মা'র আবেশাবতার-নাম॥
বৈকুণ্ঠে 'শেষ', ধরা ধরয়ে 'অনন্ত'।
এই মুখ্যাবেশাবতার, বিস্তারে নাহি অন্ত॥
সনকাদ্যে 'জ্ঞান'-শক্তি, নারদে শক্তি 'ভক্তি'।
ব্রহ্মায় 'সৃষ্টি'-শক্তি, অনন্তে 'ভূ-ধারণ'-শক্তি॥
শেষে 'স্ব-সেবন'-শক্তি, পৃথুতে 'পালন'।
পরশুরামে 'দুষ্টনাশ-বীর্য্যসঞ্চারণ'॥
'বিভূতি' কহিয়ে যৈছে গীতা একাদশে।
জগৎ ব্যাপিল কৃষ্ণ-শক্ত্যাভাসাবেশে॥
যদ্‌যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্॥

(চৈঃ চঃ ম ২০।৩৬৫-৩৭০, ৩৭২-৩৭৩)

যে সকল জীব—বিভূতিমান্ ও শ্রীমান্, তাঁহাদিগকে আমার তেজোংশ-সম্ভব বলিয়া জান।

অবতার আর একপ্রকারে চতুর্ব্বিধ

- (১) আবেশ — চতুঃসন, নারদ, পৃথু, মতান্তরে পরশুরাম, কল্কি প্রভৃতি
- (২) প্রাভব *
    - (ক) অল্পকাল প্রকাশিত — মোহিনী, হংস ও শুক্লাদি যুগাবতার
    - (খ) দীর্ঘকাল প্রকাশিত — শাস্ত্র-প্রণয়নকর্ত্তা ; ব্যাস, ধন্বন্তরি, ঋষভ, দত্ত ও কপিল
- (৩) বৈভব † — মৎস্য, কূর্ম্ম, নরনারায়ণ, বরাহ, হয়গ্রীব, পৃশ্নিগর্ভ, প্রলম্ববিনাশক বলদেব ও যজ্ঞাদি চতুর্দ্দশ মন্বন্তরাবতার—এই একুশ জন
- (৪) পরাবস্থ ‡ — নৃসিংহ, রাম ও কৃষ্ণ ; ইঁহাদের মধ্যে উত্তরোত্তর অধিক শক্তির অভিব্যক্তি

---

* যাঁহাদিগের রূপ হরিস্বরূপ ; কিন্তু যাঁহারা পরাবস্থা হইতে অপেক্ষাকৃত ন্যূন, তাঁহারা প্রাভব। † প্রাভবে যে পরিমাণ শক্তির প্রকাশ হয়, তদপেক্ষা বৈভবে অধিক পরিমাণ শক্তি প্রকাশিত হইয়া থাকে। ‡ শাস্ত্রে চরম বা পূর্ণবিকশিত অবস্থাকে পরাবস্থা বলে।

চতুর্থ অধ্যায়

অবতার-তত্ত্বের অচিন্ত্য-শক্তিমত্তা

অবতার-তত্ত্বের মূল-কথা বিস্মৃত হইলেই অতিমর্ত্ত্য অবতার বা বৈকুণ্ঠ-বস্তুকে কুণ্ঠধর্ম্মাশ্রিত মনুষ্য বা পশু-পক্ষীর সহিত সমজাতীয়ত্বে বিচার করিবার একটা দুর্ব্বুদ্ধি ও কুযুক্তি নিসর্গ-বহির্ম্মুখ মানব-মেধায় দৃষ্ট হয়। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার 'কৃষ্ণ-চরিত্রে' বলিয়াছেন,—"যিনি ইচ্ছাময় এবং সর্ব্বশক্তিমান্, তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তার সীমা নির্দ্দেশ কর কেন? তবে কি তাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান্ বলিতে চাও না?" কিন্তু কার্য্যকালে তিনি তাঁহার সেই পূর্ব্বের কথা ভুলিয়া কামলা-রোগগ্রস্ত ব্যক্তির সর্ব্বত্র পীতবর্ণ দর্শনের ন্যায় মৎস্য, কূর্ম্মাদি অপ্রাকৃত অবতারসমূহকে ঔপন্যাসিক কথা মনে করিয়াছেন! সর্ব্বশক্তিমান্ ও ইচ্ছাময় পুরুষ বিশেষ বিশেষ কার্য্যার্থ তাঁহার তত্তৎ নিত্যসিদ্ধ অপ্রাকৃত রূপ প্রকাশ করিতে পারেন না;—এইরূপ অতিকল্পনা করিবার কি যুক্তি আছে? বঙ্কিম বাবু কৃষ্ণকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার 'অলৌকিকতা'কে (?) বিশ্বাস করেন না। না-ই করিলেন, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না; কিন্তু সর্ব্বশক্তিমত্তায় যে অচিন্ত্যশক্তিমত্তা বলিয়া একটি ব্যাপার আছে, তাহা অলৌকিকতা হইতে স্বতন্ত্র। সর্ব্বশক্তিমানের অচিন্ত্য-শক্তি-বলেই পরমেশ্বর যে কোন নিত্যসিদ্ধরূপে জগতে প্রকাশিত

হইতে পারেন। সাত্বত-শাস্ত্র নিরাকার বা নির্গুণ-বস্তুর প্রাকৃত-সাকার-রূপ বা সগুণ-রূপ-গ্রহণকে অবতার বলেন না। সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ অদ্বয়তত্ত্ব ভগবান্ তাঁহার অচিন্ত্যশক্তি-বলে তাঁহার নিত্যধামে অপ্রাকৃত পশু-রূপ; অপ্রাকৃত অর্দ্ধপশু-রূপ, অর্দ্ধনর-রূপ; অপ্রাকৃত বামন-নর-রূপ, অপ্রাকৃত অসভ্য নর-রূপ, অপ্রাকৃত সভ্যদ্বিভুজনর-রূপ, আবার অপ্রাকৃত চতুর্ভুজাদি ঐশ্বর্য্যময়-রূপ প্রকাশ করিয়া অবস্থান করেন। সেই সকল নিত্য সচ্চিদানন্দরূপ যখন কৃপা-পূর্ব্বক জগতে প্রকটিত হন, তখন তাঁহাদিগকেই **'অবতার'** বলে। অপ্রাকৃত নিত্যজগতে যাহা আছে, তাহাই প্রপঞ্চে প্রকাশের নাম 'অবতরণ'। নিত্যধামের বস্তু এ-জগতে রূপান্তরিত হইয়া প্রকাশিত হইলে তাঁহাকে অবতার বলিবার পরিবর্ত্তে বিকার বলাই সঙ্গত। যাঁহারা বলেন,—'ভগবান্ মায়ার সহিত মিশিয়া মায়াময় জীবগণের সম্মুখে উপস্থিত না হইলে মায়িক জীব তাঁহাকে ধরিতে পারে না', তাঁহারা বস্তুতঃ অবতার স্বীকার না করিয়া বিকারেরই ভজনা করিয়া থাকেন।

ভগবানের অচিন্ত্যশক্তি

"মায়া মিশাইয়া এস প্রভু ভগবান্।

* * *

জ্ঞানাতীত মায়াতীত হ'য়ে ব'সে র'বে।

কি রূপেতে * * তোমার লাগ পা'বে ॥"

অবতার ও বিকার-কল্পনা

উপরি-উক্ত কথাগুলি প্রকৃতপক্ষে অবতার-বিশ্বাসের কথা নহে, বিকারে অবতার-ভ্রান্তির কথা। মৎস্য-বিষ্ণু, কূর্ম্ম-বিষ্ণু, বরাহ-

বিষ্ণু, নৃসিংহ-বিষ্ণু প্রভৃতি তাঁহাদের অপ্রকট-লীলায় স্ব-স্ব বৈকুণ্ঠ-ধামে বিরাজিত। অচিন্ত্যশক্তিক্রমে তত্তদ্-বৈকুণ্ঠে তাঁহাদের নিত্য-অধিষ্ঠান সংরক্ষণ করিয়া তাঁহারা যখন আবার বিশ্বমঙ্গলের জন্য তাঁহাদের সেই সকল নিত্যসিদ্ধ অপ্রাকৃত মৎস্য, কূর্ম্মাদি-রূপ জগতে অবতারণ করেন, তখনই তাঁহাদিগকে 'অবতার' বলে। ভগবান্ যখন জগতে অবতীর্ণ হন, তখন বৈকুণ্ঠে বা গোলোকে শূন্য-সিংহাসন পড়িয়া থাকে না। অচিন্ত্যশক্তিক্রমে তিনি যুগপৎ গোলোকে ও ভূলোকে, বৈকুণ্ঠে ও প্রপঞ্চে স্ব-স্ব ধাম ও পার্ষদসহ অবস্থিত হইয়া লীলা করিয়া থাকেন, —ইহাই অবতারের অবতারত্ব। গীতার "প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া", "জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যম্", "অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ" প্রভৃতি বাক্যগুলি ভুলিয়া অবতার-তত্ত্ব মুখে স্বীকার করা কেবল আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা-মাত্র।

গোলোক-বৈকুণ্ঠস্থ নিত্য-রূপেরই অবতার

বৈকুণ্ঠ ও প্রপঞ্চে যুগপৎ অবস্থিতি

কেহ কেহ বলিয়াছেন,—"ভগবানের মানুষী তনু-ধারণে আমরা বিশ্বাস করি ; কিন্তু মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহাদি উপন্যাসের বিষয়ীভূত জন্তু।" এখানে জিজ্ঞাস্য এই,—ভগবান্ কি কেবল মানুষকেই কৃপা করিবেন ? পশুকে বা পশূচিত চিত্তবৃত্তি-বিশিষ্ট বা পশ্বধম অনেক মনুষ্যকে কি কৃপা করিবেন না ? পরমেশ্বর কেবল মনুষ্যরূপে প্রপঞ্চে আসিতে পারেন, পশুরূপে আসিতে পারেন না, নর-জাতির মনীষা হইতে এইরূপ কল্পনা কি অযৌক্তিক অপস্বার্থপরতা

অবতার কি কাল্পনিক বা রূপক ?

ও অসৎ-সাম্প্রদায়িকতা নহে ? আমাদের চিত্তবৃত্তি যখন পশু-ভাবে বিভাবিত থাকে, তখন আমাদিগকে সেইরূপ চিত্তবৃত্তি হইতে উত্তোলন করিবার জন্য করুণাময় ভগবান্ তত্তৎ-উপযোগী নিত্য-সিদ্ধ অপ্রাকৃত রূপে এদেশে অবতীর্ণ হন। তিনি প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াও প্রপঞ্চের সহিত মিশ্রিত হন না, তিনি অপ্রাকৃত **পশুরূপে অবতীর্ণ হইয়াও প্রাকৃত-পশুজাতি-সামান্যে পরিগণিত হন না,—ইহাই তাঁহার পরমেশ্বরত্ব।** পরমেশ্বরের কথা দূরে থাকুক, পরমেশ্বরের ভক্ত হনুমান্ পশুকুলে, গরুড়াদি পক্ষিকুলে, বিভীষণাদি রাক্ষসকুলে অবতীর্ণ হইয়াও প্রাকৃত-পশু, প্রাকৃত-পক্ষী বা প্রাকৃত-রাক্ষসের সহিত সমজাতীয় নহেন।

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া॥

(ভাঃ ১।১১।৩৮)

প্রকৃতিস্থ হইয়া তাহার গুণের বশীভূত না হওয়াই ঈশ্বরের ঈশিতা। মায়াবদ্ধ জীবের বুদ্ধি যখন ঈশাশ্রয়া হয়, তখন তাহা মায়া-সন্নিকর্ষে ও মায়া-গুণে সংযুক্ত হয় না।

আলবন্দারু ঋষি বলিয়াছেন,—

ত্বাং শীলরূপচরিতৈঃ পরমপ্রকৃষ্টৈঃ
সত্ত্বেন সাত্ত্বিকতয়া প্রবলৈশ্চ শাস্ত্রৈঃ।
প্রখ্যাতদৈব-পরমার্থবিদাং মতৈশ্চ
নৈবাসুরপ্রকৃতয়ঃ প্রভবন্তি বোদ্ধুম্॥

(আলবন্দারুকৃত-স্তোত্রে ১৫শ শ্লোক)

হে ভগবন্, তোমার অবতার-তত্ত্বজ্ঞ পরমার্থবিৎ ব্যাসাদি ভক্তগণ প্রবল সাত্ত্বিকশাস্ত্র-দ্বারা তোমার শীল, রূপ, চরিত্র ও পরম সাত্ত্বিকভাব লক্ষ্য করিয়া তোমাকে জানিতে পারেন ; কিন্তু রাজস ও তামস গুণ-বিশিষ্ট অসুর-প্রকৃতি জীবগণ তোমাকে জানিতে সমর্থ হয় না।

যাঁহারা মায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া অবতারতত্ত্বের প্রকৃত রহস্য উপলব্ধি করিতে পারেন না, তাঁহারাই অর্চ্চাবতার শালগ্রামকে মিউনিসিপ্যাল্-রাস্তার 'খোয়া'র সহিত সমান, বার্ক্ষার্চ্চাবতার তুলসীকে সাধারণ বৃক্ষের সহিত সমান বা ম্যালেরিয়া-নাশক উদ্ভিদবিশেষ মনে করার ন্যায় মৎস্য, কূর্ম্মাদি অবতারকে উপন্যাস বা নবন্যাসের পশুশ্রেণীর অন্তর্গত মনে করিয়া গীতার (৪।৯ ; ৯।১২) বাক্যানুসারে সত্য হইতে বঞ্চিত হন।

প্রত্যক্ষবাদি-গণের বিবর্ত্ত

পাশ্চাত্য প্রত্যক্ষবাদিগণও সাত্বত অবতারতত্ত্বের রহস্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তাঁহাকে Anthropomorphism, Zoo-morphism, Phytomorphism প্রভৃতির সহিত সমান মনে করেন। বঙ্কিম বাবু বা তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতি কিংবা দয়ানন্দাদি আধ্যক্ষিক সম্প্রদায়ের নেতৃগণ নিজের দেশের গৌরব গান করিবার জন্য ব্যস্ত থাকিয়াও ন্যূনাধিক পাশ্চাত্য বহির্ম্মুখ প্রত্যক্ষবাদেই প্রভাবান্বিত হইয়াছেন। তাঁহাদের মনীষা উপন্যাস, নবন্যাস, প্রাকৃত সাহিত্য, প্রাকৃত সামাজিকতা প্রভৃতি বিষয়ে ব্যাপৃত

পাশ্চাত্য প্রত্যক্ষবাদ

থাকিলেই তাঁহারা অধিকার-লঙ্ঘনদোষে দোষী হইতেন না। পরমেশ্বরের সৃষ্ট জীব, জগতে যত বড়ই মনীষী হউন না কেন, পরমেশ্বরকে মাপিয়া লইতে পারেন না। মাতা না চিনাইয়া দিলে যেরূপ সন্তান পিতাকে বিশ্বাস করিতে পারে না, তদ্রূপ ভগবৎ-কৃপারূপ মাতা পরিচয় করাইয়া না দিলে অবতারতত্ত্বকে কখনও বুঝা যায় না।

খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যেও যাঁহারা প্রকৃতপ্রস্তাবে অবতার-তত্ত্ব স্বীকার করেন, তাঁহারাও পরমেশ্বরের অচিন্ত্যশক্তিমত্তা সুযুক্তিদ্বারা বিচার করিয়াছেন,—

অবতারতত্ত্বে অচিন্ত্য-শক্তি-মত্তা-সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্য ধর্ম্ম-যাজকের অভিমত

"This most wonderful mystery, were it not a fact and revealed to us, might well be deemed an impossibility. How could the Godhead so descend? How could such contradictory terms be brought together in one person? The imagination of man, in its wildest flights, could not devise such a thing; and the more we know of God and of man, the morer emote would such a possibility seem. We might well ask, 'How shall this be done?' And the only answer is the angel's, "No word shall be impossible with God." (Luke i, 34, 37). The Almighty is not limited in His works to such things as we can understand. His action does not need to be seen and approved by us in advance. His wisdom is infinite to devise such a thing, His power is infinite to accomplish it, His goodness and love are infinite to decree it for our advantage. (Meditation on

Christian Dogma by Right Rev. James Bellord D. D. 3rd Edition. Vol. I. P. 228).

তাৎপর্য্য—যদি এই বিস্ময়জনক রহস্য আমাদের নিকট আত্ম-প্রকাশ না করিতেন, তাহা হইলে ইহার বাস্তবতা একটি অসম্ভব ব্যাপার বলিয়াই বোধ হইত। স্বয়ং ভগবান্ কি করিয়া ঐরূপে অবতীর্ণ হইতে পারেন? দুইটি বিরুদ্ধ ভাবের সমাবেশ একই ব্যক্তিতে কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে? মনুষ্যের চিন্তা-শক্তি যত উৰ্দ্ধেই আরোহণ করুক না কেন, তাহা-দ্বারা ইহার মীমাংসা করিতে পারিবে না; ভগবানের স্বরূপ এবং মনুষ্যের স্বরূপ-সম্বন্ধে আমরা যতই জ্ঞান লাভ করিব, একই বস্তুতে এই দুই ভাবের সমাবেশের সম্ভাবনা ততই আমাদের নিকট সুদূর বলিয়া মনে হইবে। বাস্তবিকই আমাদের মনে জিজ্ঞাসার উদয় হইতে পারে যে, ইহা কিরূপে সম্ভবে? ইহার একটি মাত্র উত্তর আছে, যাহা আমরা (লুক্ ১ম অ, ৩৪, ৩৭) (তদ্‌ধামস্থ) দূতের বাণী হইতে অবগত হই; তাহা এই—'ভগবানের নিকট কিছুই অসম্ভব নহে।' সর্ব্বশক্তিমানের কার্য্যাবলী আমাদের বুদ্ধির সীমাদ্বারা আবদ্ধ নহে। আমরা অনুমোদন করিলে অথবা আমরা প্রত্যক্ষ করিলে তাঁহার কোন কার্য্য সম্ভব হইতে পারিবে, তাহা না হইলে হইবে না;—এইরূপ নহে। তিনি অনন্ত-জ্ঞান এবং অনন্ত-শক্তির আধার, তাঁহার করুণা অসীম এবং তিনি সকল মঙ্গলের নিদান। সুতরাং তাঁহার পক্ষে আমাদের মঙ্গলের জন্য তাঁহার এইরূপ আবির্ভাব অসম্ভব নহে।

পঞ্চম অধ্যায়

অবতার-তত্ত্বের ক্রম-বিকাশ

অবতার-তত্ত্বের আলোচনা-প্রসঙ্গে দশটী লীলাবতারের **চিদ্‌বৈজ্ঞানিক** ক্রমবিকাশ-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া শ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"সারগ্রাহিগণ বলেন,—শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বাংশী। তাঁহার শক্তি ব্যতীত কাহারও প্রকাশ নাই, অতএব তিনি সর্ব্বরূপী। সমস্ত ভগবদাবির্ভাবই তাঁহা হইতে; অতএব তিনি সর্ব্বাবতার-বীজ।

অবতারাবলীর চিদ্‌বৈজ্ঞানিক ক্রমবিকাশ

শ্রীকৃষ্ণই সাক্ষাৎ ভগবান্, তাঁহা অপেক্ষা আর পরতত্ত্ব নাই। সেই কৃষ্ণ অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন ও করুণাময়। স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়া যে-সকল জীব মায়াবদ্ধ হইয়াছে, তাহাদের মঙ্গলসাধনে তিনি সর্ব্বদা যত্নবান্। মায়াবদ্ধ জীব যে যে ভাব-প্রাপ্ত হইয়া যে যে স্বরূপ-প্রাপ্ত হইতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রাপ্ত ভাব স্বীকার করত নিজ অচিন্ত্য-শক্তির দ্বারা তাহার সহিত আধ্যাত্মিকরূপে অবতীর্ণ হইয়া লীলা করেন। জীব যখন মৎস্যাবস্থা-প্রাপ্ত, ভগবান্ তখন মৎস্যাবতার। মৎস্য নির্দ্দণ্ড, নির্দ্দণ্ডতা ক্রমশঃ বজ্রদণ্ডাবস্থ হইলে কূর্ম্মাবতার, বজ্রদণ্ড ক্রমশঃ মেরুদণ্ড হইলে বরাহ-অবতার হন। নরপশুভাবগত জীবে নৃসিংহাবতার, ক্ষুদ্রমানবে বামনাবতার,

মানবের অসভ্যাবস্থায় পরশুরাম, সভ্যাবস্থায় রামচন্দ্র। মানবের সর্ব্ববিজ্ঞান-সম্পত্তি হইলে স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র আবির্ভূত হন। মানব তর্কনিষ্ঠ হইলে ভগবদ্ভাব বুদ্ধ এবং নাস্তিক হইলে কল্কি, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। জীবের ক্রমোন্নত হৃদয়ে যে-সকল ভগবদ্ভাবের উদয় কালে-কালে দৃষ্ট হইয়াছে, সে-সকলই অবতার; সেই-সকল ভাবের উৎপত্তি ও কার্য্যসকলে প্রাপঞ্চিকত্ব নাই। ঋষিরা জীবগণের উন্নতির ইতিহাস আলোচনা করত ঐতিহাসিক কালকে দশভাগে বিভাগ করিয়াছেন। যে যে সময়ে একটি একটি অবস্থান্তর-লক্ষণ রূঢ়রূপে লক্ষিত হইয়াছে, সেই সেই কালের উন্নত ভাবকে অবতার বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। কোন কোন পণ্ডিতেরা কালকে চব্বিশ-ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, কেহ কেহ অষ্টাদশ ভাগ করিয়া তৎসংখ্যক অবতার নিরূপণ করিয়াছেন।

কেহ কেহ বলেন যে, পরমেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্; অতএব অচিন্ত্যশক্তিক্রমে মায়িক দেহ ধারণ করত সময়ে সময়ে অবতার হইতে পারেন। অতএব অবতার-সকলকে ঐতিহাসিক সত্য বলিতে পারা যায়। সারগ্রাহী বৈষ্ণবমতে ইহা নিতান্ত অযুক্ত,। চিৎস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের মায়া-রমণ অর্থাৎ মায়িক শরীর-গ্রহণ ও তদ্দ্বারা মায়িক কার্য্য-সম্পাদন নিতান্ত অসম্ভব, যেহেতু ইহা তাঁহার পক্ষে তুচ্ছ ও হেয়। তবে চিৎকণস্বরূপ জীবের তত্ত্ববিজ্ঞান-বিভাগে তাঁহার আবির্ভাব ও লীলা সাধুদিগের ও কৃষ্ণের সম্মত। যেরূপ ছায়ার সহিত সূর্য্যের সম্ভোগ হয় না, তদ্রূপ মায়ার সহিত কৃষ্ণের সম্ভোগ নাই। সাক্ষাৎ মায়ার সহিত সম্ভোগ দূরে থাকুক,

মায়াশ্রিত জীবের পক্ষেও কৃষ্ণ-সাক্ষাৎকার অত্যন্ত দুর্লভ। কেবল কৃষ্ণকৃপাবশতঃই সমাধিযোগে ভগবৎসাক্ষাৎকার জীবের পক্ষে সুলভ হইয়াছে। নির্ম্মল কৃষ্ণচরিত্র ব্যাসাদি সারগ্রাহি-জনগণের সমাধিতে পরিদৃষ্ট হইয়াছে। জড়াশ্রিত মানব-চরিত্রের ন্যায় উহা ঐতিহাসিক নয় অর্থাৎ কোন দেশে বা কালে পরিচ্ছেদ্যরূপে লক্ষিত হয় নাই। অথবা নরচরিত্র হইতে কোন কোন ঘটনা সংযোগপূর্ব্বক উহা কল্পিত হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ সকল অবতারের বীজস্বরূপ মূলতত্ত্ব, তিনি জীবশক্তিগত পরমাত্মরূপে জীবাত্মার সহিত নিয়ত ক্রীড়া করেন। জীবাত্মা কর্ম্মমার্গে ভ্রমণ করিতে করিতে যে যে অবস্থা প্রাপ্ত হন, সেই সেই অবস্থায় পরমাত্মা তত্তদ্ভাবগত হইয়া জীবের বিজ্ঞানবিভাগে লীলা করেন; কিন্তু যে পর্য্যন্ত চিদ্বিলাস-রতি জীবের হৃদয়ে উদিত না হয়, সেই পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়াবির্ভাব হয় না। অতএব অন্য সকল অবতার পরমপুরুষ পরমাত্মা হইতে নিঃসৃত হন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ঐ পরমপুরুষের বীজস্বরূপ।"— (শ্রীল ভক্তিবিনোদ-কৃতা 'শ্রীকৃষ্ণ-সংহিতা' ,অবতারলীলাবর্ণন, তৃতীয়াধ্যায়)

ষষ্ঠ অধ্যায়

অবতার-তত্ত্বের প্রামাণিকতা

আধুনিক কালের প্রত্যক্ষবাদি-সম্প্রদায় হইতে কেহ কেহ বলেন, * "অবতারবাদের কথা বেদে নাই, গীতায়ই প্রথম দেখা যায়। জয়দেব ও শঙ্করাচার্য্যের স্তোত্রে দশাবতারের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের নাম নাই।" যাঁহারা এইরূপ বলেন,—তাঁহাদের অজ্ঞতাই দোষী। নিম্নলিখিত কএকটি বিচারে তাঁহাদের অজ্ঞতা লক্ষিত হয়—

বেদে অবতার-তত্ত্ব আছে কি?

১। 'বেদ' বলিতে তাঁহারা বর্ত্তমানে গ্রন্থভাণ্ডারে প্রকাশিত কএকটি পুঁথিমাত্রকেই মনে করেন। অসংখ্য-শাখাবিশিষ্ট বেদের অধিকাংশই লুপ্ত, এমন কি, শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব প্রভৃতি মধ্যযুগীয় আচার্য্য-গণ যে-সকল শ্রুতি ও বেদশাখার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাও বর্ত্তমানের সংগৃহীত গ্রন্থভাণ্ডারে বা প্রচারিত পুস্তকাদির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। বেদের অতি অল্পসংখ্যক কএকটি পুঁথিকে অবলম্বন করিয়া "বেদে কোন নির্দ্দিষ্ট কথা নাই" প্রমাণ করিতে যাওয়া একদেশদর্শিতা মাত্র।

বেদ কি?

---

* ১৩৪২ বঙ্গাব্দ, আশ্বিন, 'প্রবাসী' পত্রিকা "শ্রীকৃষ্ণ—সারথি ও শিক্ষাগুরু" প্রবন্ধ।

২। প্রাগ্‌বৈদিকযুগে অর্থাৎ বৈদিকযুগের পূর্ব্বে যে সকল আকরগ্রন্থ ছিল, তাহা হইতেই পরবর্ত্তি-কালের যুগোপযোগী ভাষায় পুরাণ, ইতিহাসাদি রচিত হইয়াছে। প্রাগ্‌বৈদিক যুগের পুরাণাদির আকর গ্রন্থগুলি অপ্রচলিত ও লুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া পুরাণাদি শাস্ত্রের অভিমত বেদমত নহে,—কল্পনা করা অসমীচীন।

পুরাণের আকরগ্রন্থ

৩। বেদেই উক্ত হইয়াছে যে, পুরাণ ও ইতিহাস পঞ্চমবেদ ; অতএব পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতিকে 'অবেদ' বলা বেদবাণী-লঙ্ঘন। সামবেদের কৌথুমীয় শাখার ছান্দোগ্য উপনিষদে (৩।১৫।৭) উক্ত হইয়াছে—"ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্ব্বেদং সামবেদমাথর্ব্বণং চতুর্থমিতিহাসং পুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদম্"—অর্থাৎ হে ভগবন্, আমি ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, চতুর্থ—অথর্ব্ববেদ, বেদের মধ্যে "পঞ্চম" বলিয়া বিখ্যাত—ইতিহাস ও পুরাণ অধ্যয়ন করিতেছি। অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে,—"পুরাণং পঞ্চমো বেদঃ—ইতিহাসঃ পুরাণঞ্চ পঞ্চমো বেদ উচ্যতে। বেদানধ্যাপয়ামাস মহাভারতপঞ্চমান্॥ ইত্যাদৌ। অন্যথা—"বেদান্" ইত্যাদাবপি পঞ্চমত্বং নাবকল্পেত, সমানজাতীয়-নিবেশিতত্বাৎ সংখ্যায়াঃ।" ভবিষ্যপুরাণে,—

পুরাণাদি পঞ্চমবেদ

"কার্ষ্ণঞ্চ পঞ্চমং বেদং যন্মহাভারতং স্মৃতম্॥"

অর্থাৎ পুরাণই পঞ্চমবেদ। ইতিহাস এবং পুরাণ পঞ্চমবেদ বলিয়া কথিত হয়। মহাভারত যাহার পঞ্চম—এরূপ বেদসকল অধ্যাপন করাইয়াছিলেন—ইত্যাদি অনেকস্থলে পুরাণেতিহাসকে

লক্ষ্য করিয়াই বেদশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। তাহা না হইলে মহাভারত যাহার পঞ্চম এমন বেদসকল—ইত্যাদিস্থলে মহাভারতের পঞ্চমত্বের নির্দ্দেশ হইত না। পরস্পর সমান-জাতীয়ের মধ্যেই সংখ্যা বিন্যস্ত হইয়া থাকে। অতএব পঞ্চমবেদ মহাভারতের অন্তর্গত গীতাতে যে অবতারের কথা স্পষ্টভাবে আছে, তাহা বেদে নাই বলা, বেদাজ্ঞা-লঙ্ঘন নহে কি? শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে পুষ্পিকার মধ্যে "শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু"—এইরূপ আছে। অতএব গীতা যে উপনিষৎ তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি? জগদ্‌গুরু শ্রীধরস্বামী, শ্রীযামুনাচার্য্য, শ্রীরামানুজাচার্য্য, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব প্রভৃতি ঈশতত্ত্ব, আচার্য্য ও মহাপুরুষগণ যে গীতাশাস্ত্রকে উপনিষদ্রূপেই গণন করিয়াছেন, সেই গীতার প্রতিপাদ্য বিষয় 'বেদোক্ত বিষয় নহে' মনে করা অর্ব্বাচীনতা নহে কি?

বেদের পূরণ হয় বলিয়াই 'পুরাণ' নাম; অথবা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম শাস্ত্র বলিয়াই তাহার নাম পুরাণ—"ইতিহাস-পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ" (মঃ ভাঃ আঃ ১।২৬৭) ইতি। "পূরণাৎ পুরাণম্" ইতি চান্যত্র। "ন চাবেদেন বেদস্য বৃংহণং সম্ভবতি।"—(তত্ত্বসন্দর্ভঃ)। অর্থাৎ মহাভারত ও মনুস্মৃতিতে কথিত আছে,—ইতিহাস ও পুরাণের দ্বারা বেদকে পূরণ করিবে, অন্যত্র আছে—বেদের পূরণ হয় বলিয়া ইহার নাম পুরাণ। যাহা বেদ নয়, তাহাদ্বারা বেদের পূরণ অসম্ভব। তবে পুরাণের কথা গ্রহণ করিতে এই সতর্কতা

'পুরাণ' নামের কারণ

অবলম্বন করা উচিত যে, সাত্ত্বিক পুরাণ এবং নির্গুণ অমলপুরাণ-শ্রেণীর অন্তর্গত মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবতাদির প্রামাণিকতাই গ্রাহ্য। রাজসিক ও তামসিক পুরাণ-সমূহ সাত্ত্বিক ও নির্ম্মল পুরাণের যতটুকু অনুগমন করিবে, ততটুকুই গ্রাহ্য। আমাদের প্রত্যক্ষজ্ঞান এবং ভোগের অনুকূল যাহা নহে, পুরাণ ও বেদের মধ্যে তাহাকে প্রক্ষিপ্ত বলাও একটা প্রবল অজ্ঞতা।

৪। বেদ মানব-সভ্যতার অতি আদিম অবস্থায় তদ্‌যুগোপ-যোগী অস্ফুট ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছিল। সাত্ত্বিক পুরাণ ও সাত্বততন্ত্র সেই অস্ফুট কথারই পূরণ ও বিস্তার করিয়াছে (তন্ত্র—'তন্' ধাতু বিস্তারে)। ইতিহাসের দিক্ দিয়াও আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, বেদ আদিমযুগের গ্রন্থ বলিয়া তাহাতে অনেক কথাই অস্ফুট। সিদ্ধান্ত ও তত্ত্বের দিক্ দিয়াও আলোচনা করিলে জানা যায়;—বেদ, উপনিষৎ, মহাভারত, গীতা প্রভৃতি শাস্ত্র পারমার্থিক রাজ্যের প্রাথমিক পাঠ; শ্রীমদ্ভাগবত—চরম পাঠ। সেই শ্রীমদ্ভাগবতে মৎস্য, কূর্ম্মাদি লীলাবতারের কথা বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতকে গরুড়পুরাণাদি শাস্ত্র এবং শ্রীধরস্বামী, শ্রীমধ্বাচার্য্য, শ্রীচৈতন্যদেব-প্রমুখ লোক-হিতকামী মহাপুরুষগণ বেদান্তের অকৃত্রিমভাষ্য বলিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত স্বয়ং ভগবদবতারস্বরূপ, বেদ-পুরাণাদিও শাস্ত্রাবতার। ভগবান্ শাস্ত্ররূপেও অবতীর্ণ হন।

বেদ প্রথম পারমার্থিক পাঠ

কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌ নষ্টদৃশামেষঃ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ॥ (ভাঃ ১।৩।৪৩)

গ্রন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণ-অবতার ॥

(চৈঃ ভাঃ ম ২১।১৪)

৫। শ্রীমধ্বাচার্য্য তাঁহার বেদান্তভাষ্যে (২।৩।৪৮-৪৯) দেখাইয়াছেন যে, মৎস্য, কূর্ম্মাদি অবতারের কথা বেদে স্পষ্ট-ভাবেই আছে এবং তাঁহারা সকলেই অপ্রাকৃত-তত্ত্ব।

অসংখ্য বৈদিক প্রমাণাবলী

শতপথ ব্রাহ্মণ (১।৮।১।২-১০) মৎস্যাবতার; তৈত্তিরীয় আরণ্যক (১।২৩।১) ও শতপথ ব্রাহ্মণ (৭।৪।৩।৫) কূর্ম্মাবতার; তৈত্তিরীয় সংহিতা (৭।১।৫।১), তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (১।১।৩।৫) ও শতপথ ব্রাহ্মণ (১৪।১। ২।১১) বরাহাবতার; ঋক্ সংহিতা (১।২২।১৭) ও শতপথ ব্রাহ্মণ (১।২।৫।১-৭) বামনাবতার; ঐতরেয় ব্রাহ্মণ রামভার্গবেয়; তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (১০।১।৬) বাসুদেব কৃষ্ণের বিবরণ পাওয়া যায়।

'শতপথ ব্রাহ্মণে' মৎস্যাবতারের এইরূপ আখ্যায়িকা শ্রুত হয়,—

"মনবে হ বৈ প্রাতঃ। তস্য অবনেনিজানস্য মৎস্যঃ পাণী আপেদে। স হাস্মৈ বাচমুবাদ। বিভৃহি মা পারয়িষ্যামি ত্বেতি। কস্মান্মাং পারয়িষ্যসি ইতি। ঔঘ ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজা নির্বোঢ়া, ততস্ত্বা পারয়িতাস্মি। শশ্বদ্ হ ঘস আস। স হি জ্যেষ্ঠং বর্দ্ধতে। অথেতিথীং সমাং তদা ঔঘ আগন্তা। তন্মাং নাবমুপকল্প্য উপাসাসৈ স ঔঘ উত্থিতে নাবমাপদ্যাসৈ ততস্ত্বা পারয়িতাস্মি ইতি। * * * তমেবং ভৃত্বা সমুদ্রম্ অভ্যবজহার স যতিথীং

তৎসমাং পরিদিদেশ ততিথীং সমাং নাবমুপকল্প্য উপাসাং চক্রে। স ঔঘ উত্থিতে নাবমাপেদে। তং স মৎস্য উপন্যাপুপ্লুবে। তস্য শৃঙ্গে নাবঃ পাশং প্রতিমুমোচ তেনৈতম্ উত্তরং গিরিম্ অতিদুদ্রাব।”

তাৎপর্য্য—একদিন প্রাতঃকালে বৈবস্বত মনু হস্ত-মুখাদি প্রক্ষালন করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার হস্তের সন্নিকটে একটি অপূর্ব্ব মৎস্য উপস্থিত হইল। মৎস্য বলিল,—“তুমি আমাকে রক্ষা কর, আমিও তোমাকে রক্ষা করিব।” মনু মৎস্যটিকে তুলিয়া একটি জলের জালায় রাখিলেন। মৎস্য ক্রমে বড় হইল। জালায় যখন ধরিল না, তখন মৎস্যকে একটি খালে ফেলিলেন। খালেও যখন মৎস্য ধরিল না, তখন তাহাকে সমুদ্রে ফেলিলেন। কিছুকাল পরে পৃথিবীতে এক জলপ্লাবন উপস্থিত হইল। মৎস্যের উপদেশে মনু নৌকার আশ্রয় লইলেন। মৎস্য নৌকার নিকট ভাসিতেছিলেন। তাহারই শৃঙ্গে তিনি নৌকা বাঁধিলেন। মৎস্য নৌকা লইয়া উত্তরগিরিতে উপস্থিত হইল। জলপ্রবাহে সমস্ত প্রজা নষ্ট হইল; একমাত্র মনুই জীবিত রহিলেন।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (১।২৩।১) কূর্ম্মাবতারের সম্বন্ধে এইরূপ প্রসঙ্গ আছে—

“অন্তরতঃ কূর্ম্মং ভূতং সর্পন্তম্। তম্ অব্রবীৎ, মম বৈ ত্বন্মাংসা সমভূৎ। নেতি অব্রবীৎ, পূর্ব্বম্, এবাহম্ ইহাসম্ ইতি। তৎ পুরুষস্য পুরুষত্বম্। স সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ ভূত্বা উদতিষ্ঠৎ।”

তাৎপর্য্য—প্রজাপতি জলের মধ্যে কূর্ম্মরূপী কাহাকেও বিচরণ করিতে দেখিয়া বলিলেন,—'কূর্ম্ম ! তুমি আমার ত্বক্ ও মাংস হইতে জন্মিয়াছ।' কূর্ম্ম বলিলেন,—'তাহা নহে ; আমি পূর্ব্ব হইতেই আছি।' এ-জন্যই সেই পুরুষের নাম—'পুরুষ' (পুরা + আস) ইহা বলিয়া কূর্ম্মরূপী ভগবান্ সহস্রশীর্ষা সহস্রাক্ষ সহস্রপাৎ পুরুষমূর্ত্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন।

কূর্ম্মাবতারের কথা 'শতপথ ব্রাহ্মণে' ও (৭।৫।১।৫) এইরূপ উল্লিখিত আছে,—

"স যৎ কূর্ম্ম নাম, এতদ্বৈ রূপম্ কৃত্বা প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজৎ। যৎ অসৃজতাকরোৎ তৎ যদকরোৎ তস্মাৎ কূর্ম্মঃ। কশ্যপো বৈ কূর্ম্মঃ, তস্মাদ্ আহুঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ কাশ্যপ্য ইতি।"

তাৎপর্য্য—প্রজাপতি কূর্ম্মরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম—'কূর্ম্ম'। কশ্যপই 'কূর্ম্ম' ; সেইজন্য প্রজাদিগের নাম—'কাশ্যপ্য'।

কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদের ব্রাহ্মণের নাম—'তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ' ; (১।১।৩৫)। তাহাতে বরাহাবতারের সম্বন্ধে এইরূপ প্রসঙ্গ আছে,—

"আপো বা ইদমগ্রে সলিলমাসীৎ। তেন প্রজাপতিরশ্রাম্যৎ। কথমিদম্ স্যাদ্ ইতি। স অপশ্যৎ পুষ্করপর্ণং তিষ্ঠৎ সোঽমন্যত অস্তি বৈ তৎ যস্মিন্নিদম্ অধিতিষ্ঠতীতি। স বরাহরূপং কৃত্বোপন্যমজ্জৎ। স পৃথিবীম্ অধঃ আর্চ্ছৎ। তস্যা উপহত্যোদমজ্জৎ। পুষ্করপর্ণে অপ্রথয়ৎ॥"

তাৎপর্য্য—এই পরিদৃশ্যমান জগৎ পূর্ব্বে জলরূপে ছিল; তজ্জন্য প্রজাপতি অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন,—"কিরূপে জগৎ হইবে?" তিনি ঐ জলের মধ্যে একটি পদ্মপত্র দেখিতে পাইলেন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন,—'তবে কিছু আছে, যাহার উপর ইহা অধিষ্ঠিত।' তখন তিনি বরাহরূপী হইয়া জলমগ্ন হইলেন এবং অধোদেশে পৃথিবীকে প্রাপ্ত হইলেন। উহাকে উদ্ধার করিয়া পদ্মপত্রে স্থাপন করিলেন।

'শতপথ ব্রাহ্মণে'ও (১৪।১।২।১১) এই বরাহাবতারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়,—

"ইয়তী অগ্র আসীদ্ ইতীয়তী হ বা ইয়ম্ অগ্রে পৃথিবী আস প্রাদেশমাত্রী। তাম্ এমূষ ইতি বরাহ উজ্জহান সঃ অস্যাঃ পতিঃ প্রজাপতিঃ তেনৈব এনম্ এতন্মিথুনেন প্রিয়েন ধাম্না সম্বর্দ্ধয়তি, কৃৎস্নং করোতি।"

তাৎপর্য্য—ইহা আদিতে এই পরিমাণ ছিল। পৃথিবী পূর্ব্বে প্রাদেশমাত্র অর্থাৎ এক বিঘৎ পরিমাণ ছিল। 'এমূষ' নামক বরাহ ঐ পৃথিবীকে উত্তোলন করিয়াছিলেন। ঐ বরাহ পৃথিবীর পতি,—প্রজাপতি। এই প্রিয়ধাম পৃথিবীর সহিত মিথুন হইয়া তিনি পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইলেন।

ঋগ্‌বেদের মন্ত্রে শ্রীবামনাবতার বা ত্রিবিক্রমাবতারের কথা এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

"ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং সমূঢ়মস্য পাংশুলে।"

"ত্রীণি পদাঃ বিচক্রমে বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্য অতো ধর্ম্মাণি ধার্য্যন্।"

'শতপথ ব্রাহ্মণে' (১।২।৫।১-৫) বামনাবতারের কথা এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

"দেবাশ্চ বা অসুরাশ্চ উভয়ে প্রাজাপত্যাঃ পস্পৃধিরে। ততো দেবা অনুব্যমিবাসু রথ হাসুরা মেনিরেঽস্মাকমেবেদং খলু ভুবন-মিতি।

তে হোচুর্হন্তেমাং পৃথিবীং বিভজাম হৈতাং বিভজ্যোপজীবা-মেতি। তামৌক্ষৈশ্চর্ম্মভিঃ পশ্চাৎ প্রাঞ্চো বিভজমানা অভীয়ুঃ।

তদ্বৈ দেবাঃ শুশ্রুবুর্বিভজন্তে হ বা ইমামসুরাঃ পৃথিবীং প্রেত তদেষ্যামো যত্রেমামসুরা বিভজন্তে। কে ততঃ স্যাম যদস্যৈ ন ভজেমহীতি। তে যজ্ঞমেব বিষ্ণুং পুরস্কৃত্যেয়ুঃ।

তে হোচুঃ অনুনোঽস্যাং পৃথিব্যামাভজতাস্ত্বেব নোঽপ্যস্যাং ভাগ ইতি। তেঽসুরা অসূয়ন্ত ইবোচুর্যাবদেবৈষ বিষ্ণুরভিশেতে তাবদ্বোঽদ্ম ইতি।

বামনো হি বিষ্ণুরাস। তদ্দেবা ন জিহীড়িরে মহদ্বৈ নোঽদুর্যে নো যজ্ঞসম্মিতমদুরিতি।"

তাৎপর্য্য—দেবতাগণ ও অসুরগণ উভয়েই প্রজাপতির সন্তান। তাঁহারা পরস্পর বিবাদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। দেবতারা পরাজিত হইয়াছিলেন। অসুরেরা মনে করিল,—'পৃথিবী নিশ্চয়ই আমাদের।' পরে তাহারা বলিল,—'আইস, এই পৃথিবী ভাগ করিয়া লইয়া আমরা জীবনধারণ করি।' তাহারা বৃষের চর্ম্মদ্বারা পূর্ব্ব ও পশ্চিমে বিভাগ করিতে লাগিল। ইহা শুনিয়া দেবতা-গণ বলিলেন,—'অসুরগণ পৃথিবী ভাগ করিতেছে; চল আমরাও

সেই স্থানে যাই। উহার অংশ না পাইলে আমাদের কি হইবে? দেবতাগণ যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুকে অগ্রণী করিয়া তথায় চলিলেন ও অসুরদিগকে বলিলেন,—"আমাদিগকেও পৃথিবীর অধিকারী কর; আমাদিগকেও ইহার অংশ প্রদান কর।" অসুরেরা অসূয়ার সহিত উত্তর করিল,—'বিষ্ণু যে পরিমাণ স্থান ব্যাপিয়া থাকিতে পারেন, আমরা সেই স্থান মাত্র দিব।' বিষ্ণু 'বামন' ছিলেন। দেবতাগণ অসুরগণের প্রস্তাব অস্বীকার করিলেন না।

চতুর্ব্বেদশিখায়াং—"বাসুদেবঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রদ্যুম্নোহনিরুদ্ধোহহং মৎস্যঃ কূর্ম্মো বরাহো নৃসিংহো বামনো রামো রামঃ কৃষ্ণো বুদ্ধঃ কল্কিরহং শতধাহং সহস্রধাহং ইতোহহমনন্তোহহং।

নৈবৈতে জায়ন্তে ন ম্রিয়ন্তে নৈতেষামজ্ঞানবন্ধো ন মুক্তিঃ। সর্ব্ব এষ হ্যেতে পূর্ণা অজরা অমৃতাঃ পরমাঃ পরমানন্দা ইতি।"

চতুর্ব্বেদশিখায়াং—"তস্য হ বা এতস্য পরমস্য ত্রীণি রূপাণি কৃষ্ণো রামঃ কপিল ইতি তস্য হ বা এতানি সর্ব্বাণি পূর্ণানি সর্ব্বাণ্য-মিতানি সর্ব্বাণ্যসংমিতান্যথাবরাঃ সর্ব্ব এবাপূর্ণাঃ সর্ব্ব এব বধ্যন্তে চাথ মুচ্যন্তে চ কেচনেতি।"

চতুর্ব্বেদশিখায় লিখিত আছে যে, বাসুদেব বলিয়াছেন—আমি সঙ্কর্ষণ, অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন, মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, শ্রীরাম, পরশুরাম, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কল্কি এবং আমি এইরূপে শতধা সহস্রধা হইয়াছি; আমি সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছি এবং আমি অনন্ত। ইঁহারা জন্মেন না বা মরেন না এবং ইঁহাদিগের অজ্ঞান-বন্ধ বা মুক্তি কিছুই নাই। ইঁহারা সকলেই অজর, অমর ও পরমানন্দস্বরূপ।

সেই পরমাত্মার তিনটী রূপ, যথা—কৃষ্ণ, রাম ও কপিল। আবার ভগবানের এই সকল রূপ পূর্ণ, অপরিমিত ও অসংমিত। আর, জীব-সকলই অপূর্ণ; তাহারা অজ্ঞানে আবদ্ধ হয় এবং জ্ঞানোদয়ে কেহ কেহ মুক্ত হইয়া থাকে।

ইঁহাদের সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন,—

মায়াতীত পরব্যোমে সবার অবস্থান।
বিশ্বে অবতরি' ধরে 'অবতার' নাম॥ (চৈঃ চঃ ম ২০।২৬৪)

সপ্তম অধ্যায়

অবতারাবলীর ভুবনমঙ্গল কার্য্য

যাহারা অবতারে বিশ্বাসী নহে, তাহাদিগকেই আরোহবাদী নাস্তিক বলা হয়। রাত্রিকালে কোটি কোটি বৈদ্যুতিক-শক্তি-প্রয়োগেও যেরূপ সূর্য্য-দর্শন অসম্ভব; কিন্তু প্রাতঃকালে স্বয়ং-প্রকাশ সূর্য্যের রশ্মিদ্বারাই সূর্য্যদর্শন সম্ভব, তদ্রূপ স্বপ্রকাশ অবতারের কৃপারশ্মিতেই অবতারের অভিজ্ঞান-লাভ সম্ভব। বিদ্যুতালোকে রাত্রিকালে সূর্য্য-দর্শনের চেষ্টার ন্যায় জীব তাহার বিপুল মনীষা ও প্রতিভা দ্বারা অবতার-সূর্য্যকে দর্শন করিতে পারে না।

অবতার ও আরোহবাদ

আধুনিক কেহ কেহ বলেন,—'মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ প্রভৃতিকে ভগবানের অবতার কেন বলা যাইবে ? তাঁহারা জগতের কি উপকার করিয়াছেন ? বামন কপটাচারে সরল বলিকে ছলনা করিয়া রসাতলে পাঠাইয়াছেন। পরশুরাম রক্তের স্রোতঃ প্রবাহিত করিয়াছেন ; সাধুগণকে পরিত্রাণ করিবার কোন পরিচয়ই তাঁহাতে পাওয়া যায় না। বলরামই বা জগতের কি মঙ্গল করিয়াছেন ? আর কৃষ্ণ ত' লম্পটাগ্রগণ্য, যত কিছু দুর্নীতি তাঁহার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় ; তিনিই বা জগতের কি মঙ্গল করিলেন ?'

প্রত্যক্ষবাদ হইতেই এইসকল যুক্তি উপস্থিত হইয়া অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে বিপথগামী করিয়া থাকে ; কিন্তু প্রত্যক্ষ-বাদের মস্তকে লগুড়াঘাত করিবার জন্যই অধোক্ষজ বস্তুর অবতার। কোন কোন বৈজ্ঞানিকের অভিমত এই যে, অন্যান্য ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মৎস্যে চক্ষুরিন্দ্রিয়-শক্তির অধিকতর প্রাবল্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রত্যক্ষ ও আরোহবাদের বিনাশ

যাহারা চক্ষুরিন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ-জ্ঞানকে বহুমানন করে, তাহা-দিগের ঐ ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের অকিঞ্চিৎকরতা প্রদর্শন ও তৎসঙ্গে শ্রৌতবিদ্যার বা বেদবাণীর একমাত্র উৎকর্ষ-প্রদর্শনের জন্যই ভগবান্ মৎস্যদেব স্বায়ম্ভুব ও চাক্ষুষ মন্বন্তরে জগতে অবতীর্ণ হন। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তরে শুকদেব গোস্বামী মৎস্যাবতারের ভুবনমঙ্গল কার্য্যের বর্ণন করিয়াছেন ?

মৎস্যাবতারের ভুবনমঙ্গলকার্য্য

গোবিপ্রসুর-সাধূনাং ছন্দসামপি চেশ্বরঃ।
রক্ষামিচ্ছংস্তনূর্ধত্তে ধর্ম্মস্যার্থস্য চৈব হি ॥
উচ্চাবচেষু ভূতেষু চরন্ বায়ুরিবেশ্বরঃ।
নোচ্চাবচত্বং ভজতে নির্গুণত্বাদ্ধিয়ো গুণৈঃ ॥

(ভাঃ ৮৷২৪৷৫-৬)

শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্! গো, ব্রাহ্মণ, দেবতা, সাধুজন, বেদ, ধর্ম্ম ও অর্থের রক্ষার অভিলাষে পরমেশ্বর অবতার-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকেন। ভগবান্ বায়ুর ন্যায় উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট ভূতগণের মধ্যে অবতীর্ণ হইয়াও সাধারণ-বুদ্ধি হইতে যে গুণগত উচ্চাবচত্ব নির্ণীত হয়, সেইরূপ উচ্চাবচত্ব প্রাপ্ত হন না; কেননা, তিনি নির্গুণ।

মৎস্যাবতার-প্রসঙ্গ

সত্যব্রত রাজা কৃতমালানদীতে তর্পণ করিতেছিলেন। তাঁহার হস্তে একটি ক্ষুদ্র মৎস্য আসিয়া উপস্থিত হইলে তিনি অপবিত্র-বোধে-মৎস্যকে ফেলিয়া দিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় মৎস্যরূপী বিষ্ণু বলিলেন, "আমি ক্ষুদ্র মৎস্য নই—আমি পরব্রহ্ম", সুতরাং সত্যব্রত মৎস্যকেই নিজ কমণ্ডলুতে রাখিলেন, তখন বিষ্ণু তাঁহার ব্যাপকতাধর্ম্ম দেখাইবার জন্য ক্রমে ক্রমে বৃহৎ হইতে লাগিলেন। সত্যব্রত সেই মৎস্যকে সমুদ্রে ছাড়িয়া দিলেন। ক্রমে বৃহৎ সমুদ্রেও মৎস্যের সঙ্কুলন না, তখন সত্যব্রত রাজা মৎস্যের প্রভাব দেখিয়া মৎস্যরূপে আবির্ভূত নারায়ণকে স্তব করিতে লাগিলেন। ভগবান্ মৎস্যদেব বলিলেন,—"আজ হইতে সপ্তম দিবসে স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল প্রলয়-

সমুদ্রে নিমগ্ন হইবে, তখন আমার প্রেরিত এক বিশাল নৌকা তোমার নিকট উপস্থিত হইবে, তুমি সমস্ত ওষধি, বীজরাশি, সপ্তর্ষি এবং সমস্ত প্রাণিগণের সহিত মিলিত হইয়া ঐ নৌকায় আরোহণ পূর্ব্বক প্রলয়-সমুদ্রে নির্ভয়ে বিচরণ করিবে। যখন প্রবল বায়ু-বেগে ঐ নৌকা অতিশয় কম্পিতা হইবে, তখন উহাকে আমার শৃঙ্গে বাঁধিয়া দিবে। আমি ব্রাহ্মী নিশার অবসান পর্য্যন্ত প্রলয়-সমুদ্রে বিচরণ করিব।"

ব্রাহ্মী নিশায় হয়গ্রীব অসুর বেদজ্ঞান হরণ করায় মৎস্যদেব তাঁহাকে বিনাশ করিয়া বেদ উদ্ধার পূর্ব্বক হয়গ্রীব নাম ধারণ করেন। ইহা স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে হইয়াছিল, আর সত্যব্রতের সঙ্গে লীলা চাক্ষুষ মন্বন্তরে হয়।—(ভাঃ ৮।২৪শ অধ্যায়)

মৎস্যাবতারে জুগুপ্সা বা বীভৎস-রতির অধিদেবত্বের এবং তাঁহার বিশুদ্ধ-সত্ত্বময়ত্ব ও উপাদেয়ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। বীভৎস রতি দুইপ্রকার,—একটি 'প্রায়িকী', আর একটি 'বিবেকজা'। বদ্ধজীব তামস-ভাবাপন্ন হইলে মৎস্য-যোনি লাভ করে ; ভার্গবীয় মনু বলেন,—

"মৎস্যাদঃ সর্ব্বমাংসাদস্তস্মান্মৎস্যান্ বিবর্জ্জয়েৎ।"

মৎস্য সকল বস্তুই আহার করে বলিয়া যাহারা মৎস্যভোজী, তাহারা সর্ব্বমাংসভোজী ; কিন্তু মৎস্যরূপী বিষ্ণু পাপজনিত কোন দেহ ধারণ করেন নাই। তিনি বিশুদ্ধ-সত্ত্বে অবতীর্ণ। (ব্রহ্মসূত্র মধ্বভাষ্য ২।৩।৪৮-৪৯ দ্রষ্টব্য) অধোক্ষজ বস্তুই মৎস্যরূপে অব-তীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহাকে ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে বুঝিতে পারা যায় না।

তিনি মৎস্যবৈকুণ্ঠে নিত্যলীলা করেন। সেখানে তাঁহার নিত্য-ভক্ত সত্যব্রত রাজাও আছেন। যাহারা ভগবদ্বস্তুকে অবজ্ঞা করিয়া প্রাকৃত মৎস্য মনে করে, তাহাদিগের নরকগমনের কথা সাত্বত শাস্ত্রে শ্রুত হয়।*

শ্রীমদ্ভাগবত এই মৎস্যবিষ্ণুর স্তবে বলিতেছেন,—

ন তেঽরবিন্দাক্ষ পদোপসর্পণং
মৃষা ভবেৎ সর্ব্বসুহৃৎপ্রিয়াত্মনঃ।
যথেতরেষাং পৃথগাত্মনাং সতা-
মদীদৃশো যদ্বপুরদ্ভুতং হি নঃ॥ (ভাঃ ৮।২৪।৩০)

হে পদ্মপলাশলোচন মৎস্যদেব! দেহ ও দেহীতে ভেদবিশিষ্ট অন্য দেবতার আরাধনা যেরূপ ব্যর্থ হয়, সর্ব্বভূতের সুহৃৎ ও অন্তরাত্মস্বরূপ আপনার শ্রীপাদপদ্মসেবা তদ্রূপ ব্যর্থ হয় না, যেহেতু আপনি আমাদিগকে বিচিত্র মৎস্যরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন।

ত্বং সর্ব্বলোকস্য সুহৃৎ প্রিয়েশ্বরো
হ্যাত্মা গুরুর্জ্ঞানমভীষ্টসিদ্ধিঃ।
তথাপি লোকো ন ভবন্তমন্ধধী-
র্জানাতি সন্তং হৃদি বদ্ধকামঃ॥ (ভাঃ ৮।২৪।৫২)

---

* অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমল-মথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দ-সামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥
—পদ্মপুরাণ

আপনি সর্ব্বলোকের সুহৃৎ, প্রিয়, নিয়ন্তা, আত্মা, হিতোপদেষ্টা, সত্যজ্ঞান-প্রবর্ত্তক ও বাঞ্ছিত-ফল-প্রদাতা। চিত্তে দুর্ব্বাসনা নিবদ্ধ থাকায় মূঢ়মতি লোক নিত্যবিরাজমান আপনাকে জানিতে পারে না।

শ্রুতিতেও এই মৎস্যাবতারের কথা—"যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং বেদাংশ্চ তস্মৈ প্রহিণোতি" প্রভৃতি মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতের বাণী হইতে আমরা জানিতে পারি,—যাহারা ভগবানের মৎস্য, কূর্ম্মাদি অবতারকে অতিমর্ত্ত্য নিত্যতত্ত্বরূপে দর্শন করিতে না পারে, তাহারা মূঢ়মতি এবং দুর্ব্বাসনায় নিবদ্ধ কামক্রোধাদি-তাড়িত আধ্যক্ষিক-মাত্র ; তাহাদের দুর্ব্বাসনাই ভগবানের অপ্রাকৃতস্বরূপ-দর্শনের পক্ষে যবনিকা। অতএব আমাদের যাহাতে সেই যবনিকা অপসারিত হয়, সেই জন্যই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। অপ্রাকৃতকে আবৃতদর্শনে প্রাকৃত প্রমাণ করা বুদ্ধিমত্তা বা সুযুক্তির পরিচয় নহে। অপ্রাকৃত বস্তুর কৃপাশক্তি-প্রভাবেই বস্তুতত্ত্বের উপলব্ধি হয়। অপ্রাকৃত বস্তুর নিকট সর্ব্বাত্মসমর্পণ করিলে তিনি আমাদিগকে আত্মসাৎ করিয়া দিব্য-নয়ন প্রদান করেন, সেই চক্ষে তৎস্বরূপ-দর্শন হয়।

অবতার-তত্ত্বোপলব্ধির অন্তরায় কি?

অপ্রাকৃত পরমপুরুষ কূর্ম্ম-ভগবানের কথা শ্রীমদ্ভাগবতের ৮ম স্কন্ধ, ৬ষ্ঠ হইতে ১২শ অধ্যায়ে দৃষ্ট হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের উপসংহারে শ্রীব্যাসদেব কূর্ম্ম-ভগবান্‌কে নমস্কার করিয়াই তাঁহার গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছেন,—

পৃষ্ঠে ভ্রাম্যদমন্দমন্দরগিরিগ্রাবাগ্রকণ্ডূয়না-
ন্নিদ্রালোঃ কমঠাকৃতের্ভগবতঃ শ্বাসানিলাঃ পান্তু বঃ।
যৎসংস্কারকলানুবর্ত্তনবশাদ্বেলানিভেনাম্ভসাং
যাতায়াতমতন্দ্রিতং জলনিধের্নাদ্যাপি বিশ্রাম্যতি ॥
(ভাঃ ১২।১৩।২)

কূর্ম্মাবতার-প্রসঙ্গ

পৃষ্ঠদেশে ভ্রমণশীল গুরুতর মন্দরগিরির প্রস্তরের অগ্রভাগ ঘর্ষণজনিত সুখহেতু নিদ্রালু কূর্ম্মরূপী ভগবানের শ্বাসবায়ুসমূহ আপনাদিগকে রক্ষা করুন। ঐ শ্বাসবায়ুরাশির সংস্কারলেশ অদ্যাপি অনুবর্ত্তনবশতঃ ক্ষোভচ্ছলে সমুদ্রজলরাশির যাতায়াত নিরন্তর প্রবর্ত্তমান রহিয়াছে, কখনও নিবৃত্ত হইতেছে না।

শ্রুতি-বাক্যেও কেহ কেহ এই কূর্ম্ম-ভগবানের এবং কেহ কেহ শ্রীহয়গ্রীবাবতারের করুণার কথা ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্‌যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণম্‌" (বৃঃ আঃ ২।৪।১০)—ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ এবং পুরাণ—এই সমস্তই পূর্ব্বসিদ্ধ বিভুরূপ এই পরমেশ্বরের নিশ্বাস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রুতিতে কূর্ম্ম অবতারের কথা

শ্রীকূর্ম্মদেবের চিন্ময় শ্বাস অচিৎপ্রতীতি হইতে জীবগণকে রক্ষা করেন। তদীয় শ্বাস-প্রশ্বাস-চিহ্নরূপে সমুদ্রের আগমাপায়ী স্রোতঃ অদ্যাপি স্তব্ধ হয় নাই। তাহাতে সমুদ্রস্থ রত্নসকল তীরস্থ হয়, আবার ফিরিয়া যায়। যখন মন্দর পতিত হইয়া যাইতেছিল, তখন ভগবান্ কূর্ম্মদেব তাঁহার কঠিন পৃষ্ঠদেশে তাহাকে রক্ষা করিয়া

জগৎকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিয়াছেন। অধোক্ষজ কূর্ম্মদেবের শ্বাসবায়ু সদয় হইলে তাঁহার নিশ্বাস ও প্রশ্বাস জীবকে ত্যাগ ও ভোগ-স্পৃহা হইতে রক্ষা করিয়া তাঁহার বাণীর সেবায় নিযুক্ত করে। মন্দরগিরির উপলখণ্ড কূর্ম্ম-ভগবানের পৃষ্ঠদেশকে ঘর্ষণ করিয়া যে কণ্ডূয়ন-সুখ উৎপাদন করে, তাহাতে তাঁহার নিদ্রালুতা উপস্থিত হয়, জীবও যখন ভগবানের অমন্দোদয়দয়ার নিদর্শন অবতারতত্ত্বকে তর্ক-চেষ্টা-দ্বারা ঘর্ষণ করিবার চেষ্টা করে, তখন জীবে কাম-কণ্ডূয়ন উপস্থিত হয় এবং জীব তমোভাবাপন্ন হইয়া নিদ্রালু হইয়া পড়ে। জীবকে ঐ প্রকার চিত্তবৃত্তি হইতে রক্ষা করিবার জন্যই কূর্ম্মদেবের অবতার; তাই শ্রীব্যাসদেব বলিয়াছেন,—"কূর্ম্মাবতারের প্রকাশ ও তাঁহার লীলা বদ্ধজীবের হৃদয়ের কাম-কণ্ডূয়ন ও তমোভাবকে শান্ত করুক।" আধ্যক্ষিকতার দ্বারা বৈদিকজ্ঞানের অপব্যবহার হইলে কূর্ম্মদেব তাহা হইতে রক্ষা করেন। কূর্ম্মদেবের লীলার বিচিত্রতা সকলের বুঝা কঠিন, তাই তাঁহার লীলার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়,—অসুরগণ তাঁহার লীলার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারে নাই, কারণ তাহারা ভোগরত। যে-সকল দেবতা ভগবৎসেবাকে মুখ্য জ্ঞান করিয়া যথাযোগ্য ভোগ স্বীকার করেন, তাঁহারাই সমুদ্রমন্থনে আবির্ভূত কূর্ম্মদেবের শক্তিরূপিণী লক্ষ্মীকে নারায়ণ-ভোগ্যা-জ্ঞানে নারায়ণকেই প্রদান করিয়াছিলেন। সমুদ্র-মন্থন-কালে হলাহল বিষ উত্থিত হইলে একমাত্র দেবাদিদেব সদাশিব সেই বিষ পান করিয়া নীলকণ্ঠনামে খ্যাত হইয়াছিলেন; কিন্তু অসুরগণ বারুণী-

সুরা পান করিয়া মদোন্মত্ত হইয়া পড়িয়াছিল। দেব ও দানবের মধ্যে অমৃত লইয়া কলহ উপস্থিত হইলে ভগবান্ মোহিনীরূপ ধারণপূর্ব্বক অসুরগণকে বঞ্চনা করিয়া দেবগণকে অমৃত প্রদান করিয়াছিলেন ; কেন না, ভগবানের অপ্রাকৃত অবতারে অবিশ্বাসী অসুরগণ অমৃতের অধিকারী নহে। কূর্ম্ম-ভগবানের এই সকল লীলা জগতের পক্ষে পরম মঙ্গলকর। এই জন্য কূর্ম্ম-ভগবানের লীলা কীর্ত্তন করিয়া শ্রীশুকদেব গোস্বামী প্রভু কূর্ম্মাবতারের দ্বারা জীবের মঙ্গলের কথা উপসংহারে কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

এতন্মুহুঃ কীর্ত্তয়তোঽনুশৃণ্বতো
ন রিষ্যতে জাতু সমুদ্যমঃ ক্বচিৎ।
যদুত্তমঃশ্লোকগুণানুবর্ণনং
সমস্তসংসারপরিশ্রমাপহম্ ॥

অসদবিষয়মঙ্ঘ্রীং ভাবগম্যং প্রপন্নান্
অথ তমমরবর্য্যানাশয়ৎ সিন্ধুমথ্যম্।
কপটযুবতিবেশো মোহয়ন্ যঃ সুরারীং-
স্তমহমুপসৃতানাং কামপূরং নতোঽস্মি ॥

(ভাঃ ৮।১২।৪৬-৪৭)

ভগবান্ কূর্ম্মদেবের অবতার-লীলা-কথা বারংবার কীর্ত্তন এবং শ্রবণকারী ব্যক্তিগণের সমুদ্যম কখনও ব্যর্থ হয় না ; কারণ, উত্তমঃশ্লোক শ্রীহরির গুণানুকীর্ত্তনই সমস্ত সাংসারিক ক্লেশের বিনাশক। যিনি ছলপূর্ব্বক যুবতীবেশে দানবদিগকে মোহিত

করিয়া সমুদ্রমন্থনোৎপন্ন অমৃত অসাধুগণের অপ্রাপ্য বলিয়া জানাইয়াছিলেন এবং উপাসনা-লভ্য স্বীয় চরণে শরণাপন্ন দেবতাগণকে তাহা পান করাইয়াছিলেন, ভক্তগণের প্রার্থনাপূরক সেই ভগবান্‌কে প্রণাম করি।

মৎস্য ও কূর্ম্মাদি অবতার সাধারণ মৎস্য-কূর্ম্মাদির ন্যায় তামসিক ও রাজসিক ব্যক্তিগণের আহার্য্য বা ভোগ্যসামগ্রী-জাতীয় হইলে কিংবা তামসিক ও রাজসিক ব্যক্তিগণের বহির্ম্মুখ শরীর-পোষণের ইন্ধন যোগাইবার প্রয়োজনীয়তা-মাত্র প্রদর্শন করিলে শ্রীশুকদেবের ন্যায় মহাপুরুষ কখনও মৎস্য-কূর্ম্মাদি অবতারের কথা-কীর্ত্তনকে সমস্তসংসার-ক্লেশ-নাশক ও পরম মঙ্গলপ্রদ নিত্য ভজনীয় ব্যাপার বলিয়া জানাইতেন না।

এই কূর্ম্মদেবতার অদ্ভূত-রসের অধিদেবত্ব এবং, তাঁহার বিশুদ্ধ সত্ত্বময়ত্ব ও উপাদেয়ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

বরাহ-অবতারের কথা শ্রীমদ্ভাগবতের ৩য় স্কন্ধে ১৮শ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। বরাহদেব হিরণ্যাক্ষকে বধ করিয়াছিলেন। হিরণ্যাক্ষ ছিল, হিরণ্যকশিপুরই ভ্রাতা। 'হিরণ্য' অর্থে স্বর্ণ, 'অক্ষ' শব্দের অর্থ—ইন্দ্রিয় অর্থাৎ যে ব্যক্তি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কেবল কাঞ্চনেরই অনুসন্ধান করে। যাহাকে ইংরাজী ভাষায় lucre-hunter বলে। আর হিরণ্যকশিপুর 'কশিপু' অর্থে শয্যা। হিরণ্যকশিপু—যে ব্যক্তি কনক ও কামিনী-সংগ্রহে ব্যস্ত। যাহারা কনক-সংগ্রহকেই জীবনের ধ্রুবতারা বিচার করিয়া রাখিয়াছে, তাহারা অপ্রাকৃত বরাহদেবকে সাধারণ শূকরমাত্র-জ্ঞানে অবজ্ঞা

এবং তাঁহার লীলা অপ্রয়োজনীয় ও ঔপন্যাসিক গল্প বলিয়া মনে করিয়া থাকে। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীমৈত্রেয় বলিতেছেন,—

দদর্শ তত্রাভিজিতং ধরাধরং
প্রোন্নীয়মানাবনিমগ্রদংষ্ট্রয়া।
মুষ্ণন্তমক্ষ্ণা স্বরুচোঽরুণশ্রিয়া
জহাস চাহো বনগোচরো মৃগঃ॥

(ভাঃ ৩।১৮।২)

রসাতলে সর্ব্বজয়ী ধরাধারী বরাহরূপী শ্রীহরি তাঁহার দংষ্ট্রাগ্রভাগ-দ্বারা পৃথিবীকে উত্তোলন করিতেছেন এবং আরক্ত-নেত্রের দ্বারা দৈত্যের তেজোরাশি হরণ করিতেছেন, দেখিয়া হিরণ্যাক্ষ-দৈত্য শ্রীবরাহরূপী ভগবান্‌কে উপহাস করিয়া বলিল,—ওহে! এটা যে একটা জলচর শূকর!

তখন ভগবান্ শ্রীবরাহদেব বলিয়াছিলেন,—

শ্রীবরাহাবতার-প্রসঙ্গ

সত্যং বয়ং ভো বনগোচরা মৃগা
যুষ্মাদ্বিধান্ মৃগয়ে গ্রামসিংহান্।
ন মৃত্যুপাশৈঃ প্রতিমুক্তস্য বীরা
বিকত্থনং তব গৃহ্ণন্ত্যভদ্র॥

(ভাঃ ৩।১৮।১০)

রে অভদ্র! আমি বনস্থ মৃগ সত্য; কিন্তু তোর ন্যায় কুক্কুরগণকেই অন্বেষণ করিতেছি। তুই ত' মৃত্যুপাশে আবদ্ধ হইয়াছিস্; বীর-পুরুষেরা কখনই তোর আত্মশ্লাঘার আদর করেন না।

ঐশ্বর্য্যমদমত্ত অধনে ধনজ্ঞানকারী ব্যক্তিগণের মঙ্গলের জন্য ভগবান্ বরাহদেবের অবতার। ভগবান্ বরাহদেব ঐরূপ ধনগর্ব্বিত এমন কি, তাঁহার বিদ্বেষী ব্যক্তিগণকে বিনাশ করিয়া তাহাদের মঙ্গলবিধান করেন। কিন্তু তাঁহার ভক্তলঙ্ঘনকারী ভক্তাপরাধীর কোনও দিনই মঙ্গল হয় না। এই বরাহাবতারে ভয়ানক রসের অধিদেবত্ব এবং তাঁহার বিশুদ্ধসত্ত্বময়ত্ব ও উপাদেয়ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

নৃসিংহাবতার-প্রসঙ্গ

হিরণ্যকশিপু অর্থাৎ কনক-কামিনীর ভোক্তৃত্বাভিমানী অসুর বিষ্ণুর অস্তিত্ব ও তাঁহার অবতার অস্বীকার করিয়া থাকে। কনক-কামিনীতে আসক্তব্যক্তিগণ দেহ ও দেহসম্পর্কিত বস্তুর পূজাকেই ধর্ম্ম বলিয়া জানে, এতদ্ব্যতীত তাহারা পরমেশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকারের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে না। সংসার-বৃদ্ধি ও রজোগুণের ঈশ্বর ব্রহ্মাই নানারূপে ও নামে তাহাদের নিকট পরমেশ্বর বলিয়া বিবেচিত হন। তাহারা অক্ষজজ্ঞানে ও জাগতিক উপায়-সমূহদ্বারা আপনাদিগকে নিরাপদ করিতে চাহে। এই শ্রেণীর আদর্শই হিরণ্যকশিপু। ঐ দৈত্য অজেয়তা, অজরতা, অমরতা ও প্রতিপক্ষহীন অদ্বিতীয় আধিপত্য-লাভের জন্য মন্দরপর্ব্বতের গুহায় অতি কঠোর তপস্যা করিয়াছিল। হিরণ্যকশিপু বর্ত্তমান বা ভবিষ্যতে সৃষ্ট কোন প্রাণী হইতে, আবৃত বা অনাবৃত কোনস্থানে, দিবসে অথবা রাত্রিতে, কোন অস্ত্রে, শস্ত্রে, ভূমণ্ডলে বা নভোমণ্ডলে, নর বা পশু, চেতন বা অচেতন, সুর বা অসুর ও মহোরগগণ হইতে নিজ-মৃত্যু-সম্বন্ধে

ভয়শূন্যতার বর প্রাপ্ত হইয়াছিল। অক্ষজজ্ঞানে যতটা নিরাপদ জীবনবীমা করিতে হয়, হিরণ্যকশিপু তাহা নিজ-তপস্যা-বল ও লোকপিতামহ ব্রহ্মার দ্বারা করাইয়া লইয়াছিল। কিন্তু তাহারই আত্মজ প্রহ্লাদ পিতার ঐ আরোহবাদের প্রতিবাদ করিয়া বিষ্ণুর অবতার-সিদ্ধান্ত ও তাঁহাতে নববিধা ভক্তির কথা অসুরবালকগণ ও পিতার নিকট প্রচার করায় নানাভাবে পিতার দ্বারা উপদ্রুত হইয়াছিলেন। ভগবান্ যে-কোন স্থানে, জীবের অচিন্ত্য যে-কোন নিত্য অপ্রাকৃত-মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইতে পারেন, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য ভগবান্ বিষ্ণু হিরণ্যকশিপুর পরিকল্পনার অতীত অর্দ্ধনর ও অর্দ্ধ-পশুরাজ-মূর্ত্তিতে দিবা ও রাত্রির সন্ধিক্ষণে হিরণ্যকশিপুর সভাস্তম্ভ হইতে অবতীর্ণ হইয়া কনক-কামিনী-ভোগের অফুরন্ত-লালসার প্রতীক হিরণ্যকশিপুকে ঊরুর উপর স্থাপন ও নখাঙ্কুরদ্বারা তাহার বক্ষঃ বিদীর্ণ করিয়া নিত্যসিদ্ধভক্ত প্রহ্লাদের প্রকৃষ্ট আহ্লাদ বিধান করিয়াছিলেন। হিরণ্যকশিপুর যাবতীয় রক্ষা-কবচ ও জীবন-বীমার বিপুল সৌধ শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাবে ধূলিসাৎ হইল। ভগবান্ যে কনককামিনী-লুব্ধ ব্যক্তিগণের চিন্তা ও ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের অতীত নিত্য নাম-রূপ-গুণ-লীলাবিশিষ্ট পুরুষোত্তম, তাহা প্রদর্শনের জন্যই নৃসিংহদেবের অবতার। তাই কনককামিনীলুব্ধ হিরণ্যকশিপুর চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের চিত্তে নৃসিংহদেবের অবতারের প্রয়োজনীয়তা ও পরমকারুণিকতা স্থান পায় না। প্রজাপতিগণ নৃসিংহ-অবতারকে স্তব করিয়া “জগন্মঙ্গলং সত্ত্বমূর্ত্তেঽবতারঃ” (ভাঃ ৭।৮।৪৯) অর্থাৎ ‘শ্রীনৃসিংহদেব সত্ত্বমূর্ত্তি

বিশ্বমঙ্গল অবতার'—বলিয়া জানাইয়াছিলেন। নৃসিংহদেব ভক্ত-বৎসল ও তিনি ভক্তের বিঘ্নবিনাশকারী অবতার। গণদেবতা—ভোগের বিঘ্নবিনাশক ; আর, নৃসিংহদেব ভক্তির বিঘ্নবিনাশক।

এই নৃসিংহদেবে বাৎসল্যরসের অধিদেবত্ব ও তাঁহার বিশুদ্ধ-সত্ত্বময়ত্ব ও উপাদেয়ত্বের পরিচয় পাই। প্রহ্লাদের প্রতি বাৎসল্য-রসে শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব।

বামনাবতার-প্রসঙ্গ

বামনদেব সরল দাতা বলিকে বঞ্চনা করিয়াছিলেন ; বঞ্চক কিরূপে মঙ্গলময় ভগবানের অবতার হইতে পারেন ?—ইহা কাহারও কাহারও নিকট সমস্যার বিষয় হইয়াছে। ভগবান্ বঞ্চকগণেরও বঞ্চক-শিরোমণি। এ-জগতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভোগ্যবস্তু বা কর্ম্মমার্গের বিচার লইয়া যাহারা জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে আত্মবঞ্চিত ও পরবঞ্চনাকারী তাহা-দিগকে পৃথিবীর খণ্ডবস্তু হইতে বঞ্চিত করিয়া আত্মসমর্পণকারীকে অখণ্ড নিত্যবস্তু প্রদানের আদর্শ-প্রদর্শনের জন্যই বামনদেবের অবতার। বামনদেব বলিরাজের নিকট ত্রিপাদভূমি প্রার্থনা করিয়া-ছিলেন। বলি আগে বুঝিতে পারে নাই যে, এই ভিক্ষুক সাধারণ ভিক্ষুক নহেন, তিনি স্বয়ং অপ্রাকৃত কামদেব। কিন্তু অসুরদিগের পুরোহিত শুক্রাচার্য্য অসুরগণের পুরের হিতের জন্য সর্ব্বস্বদানকারী বলিকে ঐরূপ দান করিতে নিষেধ করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"ত্রিভিঃ ক্রমৈরিমাল্লোঁকান্ বিশ্বকায়ঃ ক্রমিষ্যতি।
সর্ব্বস্বং বিষ্ণবে দত্ত্বা মূঢ় বর্ত্তিষ্যসে কথম্॥"

(ভাঃ ৮।১৯।৩৩)

হে মূঢ় ! তুমি বামন-মূর্ত্তিকে একটী ক্ষুদ্র নর মনে করিতেছ এবং ইনি ভিক্ষুক-সজ্জায় আসিয়াছেন বলিয়া ইঁহাকে বুঝিতে পারিতেছ না ; কিন্তু ইনি সামান্য ব্যক্তি নহেন, ইঁহাকে দান করিতে গেলে তোমার সম্পত্তিতে কুলাইবে না। ইনি যখন পদ বিস্তার করিবেন, তখন দুই পদে সমস্ত গ্রহণ করিয়া লইবেন ; তুমি তৃতীয় চরণের স্থান দিতে পারিবে না। তুমি বিষ্ণুকে সর্ব্বস্ব দিয়া কিরূপে থাকিবে ?

বৈকুণ্ঠে ত্রিপাদবিভূতি ; এখানে মাত্র একপাদ। আমার দৃষ্টি একপাদযুক্তা। বামনদেব বলিকে কেবলমাত্র স্বর্গ, মর্ত্ত্য দেখাইয়া সামান্য উপকার করিবেন না, বৈকুণ্ঠে পর্য্যন্ত লইয়া যাইবেন। এখানে একটী স্থূল শরীর, আর একটী সূক্ষ্ম শরীর। এই দুইটীর যে ব্যোম, তাহা অতিক্রম করিয়া তৃতীয় ব্যোম বা চেতনের ব্যোম। যিনি ভগবানে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করেন, তিনি এই ত্রিপাদবিভূতির রাজ্যের অধিকারী হন। সর্ব্বস্ব দান করা সত্ত্বেও মস্তক অর্থাৎ অহমিকা দান না করিলে, ভগবানের পাদপদ্মের অকপট বলি (উপহার) না হইলে ত্রি-পাদ বিভূতির সন্ধান পাওয়া যায় না ; ইহা প্রদর্শনের জন্যই আধ্যক্ষিকের নিকট যিনি ক্ষুদ্র নর বলিয়া প্রতিভাত, তিনি তাঁহার বিক্রম প্রকাশিত করিয়া দুই-পদের দ্বারাই বলির সমস্ত জাগতিক সম্পদ্ গ্রহণ করিলেন এবং বলির অবনত মস্তকে তৃতীয় পদ বিন্যাস করিলেন।

যাঁহারা বলিয়া থাকেন—“বামন যদি করুণাময় ভগবানের অবতারই হইবেন, তাহা হইলে অকাতরে ত্রিভুবনদানকারী বলিকে

বন্ধন দুঃখভোগী এবং সুতলে স্থান প্রদান করিলেন কেন ? তাহার উত্তর ভগবান্ বামনদেবই প্রদান করিয়াছেন,—

ব্রহ্মন্ যমনুগৃহ্ণামি তদ্বিশো বিধুনোম্যহম্।
যন্মদঃ পুরুষঃ স্তব্ধো লোকং মাঞ্চাবমন্যতে ॥

(ভাঃ ৮।২২।২৪)

বামনদেব ব্রহ্মাকে বলিলেন,—"হে ব্রহ্মন্ ! যে অর্থবশতঃ লোকে মত্ত ও জড়বুদ্ধি হইয়া ত্রিজগৎ, এমন কি জগৎপতি আমাকেও অবজ্ঞা করে, আমি যাহাদিগকে অনুগ্রহ করি তাহাদের সেই অর্থ ই অপহরণ করিয়া থাকি,—

এষ দানবদৈত্যানামগ্রণীঃ কীর্ত্তিবর্দ্ধনঃ।
অজৈষীদজয়াং মায়াং সীদন্নপি ন মুহ্যতি ॥
ক্ষীণরিক্থশ্চ্যুতঃ স্থানাৎ ক্ষিপ্তো বদ্ধশ্চ শত্রুভিঃ।
জ্ঞাতিভিশ্চ পরিত্যক্তো যাতনামনুযাপিতঃ ॥
গুরুণা ভর্ৎসিতঃ শপ্তো জহৌ সত্যং ন সুব্রতঃ।
ছলৈরুক্তো ময়া ধর্ম্মো নায়ং ত্যজতি সত্যবাক্ ॥

(ভাঃ ৮।২২।২৮-৩০)

দানবদৈত্যদিগের অগ্রণী যশস্বী বলিরাজ দুর্জ্জয়া মায়াকে জয় করিয়াছেন। অতএব তিনি ঐশ্বর্য্যাদিরহিত হইয়াও শ্রেয়োমার্গ হইতে চ্যুত হন নাই।

ধনশূন্য, স্বপদচ্যুত, শত্রুগণকর্ত্তৃক তিরস্কৃত ও বদ্ধ, জ্ঞাতিগণ-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত, বন্ধনাদি পীড়াগ্রস্ত, গুরুকর্ত্তৃক নিন্দিত ও অভি-শপ্ত হইয়াও বলি এই সুব্রত সত্য পরিত্যাগ করেন নাই। আমি

কপটতাপূর্ব্বকই ধর্ম্ম বলিয়াছিলাম, তথাপি সত্যপ্রতিজ্ঞ বলি তাহা পরিত্যাগ করেন নাই।

বলিকে সুতল-প্রদানের কারণও ভগবান্ বামনদেব বলিয়াছেন,—

এষ মে প্রাপিতঃ স্থানং দুষ্প্রাপমমরৈরপি।
সাবর্ণেরন্তরস্যায়ং ভবিতেন্দ্রো মদাশ্রয়ঃ॥
তাবৎ সুতলমধ্যাস্তাং বিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মিতম্।
যদাধয়ো ব্যাধয়শ্চ ক্লমস্তন্দ্রা পরাভবঃ।
নোপসর্গা নিবসতাং সম্ভবন্তি মমেক্ষয়া॥
ন ত্বামভিভবিষ্যন্তি লোকেশাঃ কিমুতাপরে।
ত্বচ্ছাসনাতিগান্ দৈত্যাংশ্চক্রং মে সূদয়িষ্যতি॥
রক্ষিষ্যে সর্ব্বতোঽহং ত্বাং সানুগং সপরিচ্ছদম্।
সদা সন্নিহিতং বীর তত্র মাং দ্রক্ষ্যতে ভবান্॥

(ভাঃ ৮।২২।৩১, ৩২, ৩৪, ৩৫)

অতএব এই বলিকে আমি দেবগণের দুর্লভ পদ প্রদান করিলাম। ইনি আমার আশ্রিত এই সাবর্ণি মনুর অধিকার-কালে ইন্দ্র হইবেন।

ঐ ইন্দ্রপদ-প্রাপ্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইনি আমার পর্য্যবেক্ষণে যে স্থলে আধি, ব্যাধি, ক্লান্তি, তন্দ্রা, পরাভব প্রভৃতি উপদ্রব বর্ত্তমান নাই, বিশ্বকর্ম্ম-বিরচিত সেই সুতল নামক লোকে অবস্থান করিবেন।

সেখানে লোকপালগণও আপনাকে পরাভূত করিতে পারিবেন না, অন্যের কথা আর কি বলিব ? সেখানে আমার সুদর্শনচক্র আপনার আজ্ঞা-লঙ্ঘনকারী দৈত্যগণকে বিনাশ করিবে।

হে বীর! আমি অনুচর ও উপকরণ-সমূহের সহিত আপনাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিব। আপনিও আমাকে তথায় সর্ব্বদা নিকটে দেখিতে পাইবেন।

ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর কথা জাগতিক পণ্ডিত, মনীষিগণ কেন বুঝিতে পারেন না, তাহার কারণও শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন,—

পারং মহিম্ন উরুবিক্রমতো গৃণানো
যঃ পার্থিবানি বিমমে স রজাংসি মর্ত্ত্যঃ।
কিং জায়মান উত জাত উপৈতি মর্ত্ত্য
ইত্যাহ মন্ত্রদৃগৃষিঃ পুরুষস্য যস্য ॥

(ভাঃ ৮।২৩।২৯)

যে মর্ত্ত্যজীব ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর মহিমার ইয়ত্তা কীর্ত্তন করিতে পারেন, তিনি পৃথিবীস্থ ধূলিকণা গণনা করিতে সমর্থ। ভবিষ্যতে উৎপন্ন কিংবা বর্ত্তমানে জাত কোন মনুষ্য তাঁহার মহিমার পারে গমন করিতে সমর্থ হইবেন বা হইয়াছেন কি ? মন্ত্রদ্রষ্টা বশিষ্ঠ ঋষি এইরূপ কীর্ত্তন করিয়াছেন।

এই বামনদেবের অবতারে সখ্যরসের অধিদেবত্বের এবং তাঁহার বিশুদ্ধ-সত্ত্বময়ত্ব ও উপাদেয়ত্বের পরিচয় পাই।

ঐল বংশে গাধির জন্ম। গাধির কন্যা সত্যবতীকে ঋচীক মুনি বিবাহ করেন। ঋচীক ও সত্যবতীর পুত্র জমদগ্নি। জমদগ্নির

পুত্রই পরশুরাম। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন জমদগ্নির কামধেনু অপহরণ করায় পরশুরাম কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে বিনষ্ট করেন। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের পুত্রগণ পরশুরাম-কর্ত্তৃক নিজ পিতার বধের প্রতিশোধার্থ ভগবদ্ধ্যাননিরত জমদগ্নিকে বিনষ্ট করায় পরশুরাম ক্ষত্রিয়কুল বিধ্বস্ত করিতে মনস্থ করেন এবং পরশু অর্থাৎ কুঠার গ্রহণ করিয়া কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের পুত্রগণকে বিনষ্ট করেন। ক্ষত্রিয়গণ অত্যাচারী হইলে পিতৃবধ হেতু করিয়া জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন। পরশুরাম অদ্যাপি মহেন্দ্র পর্ব্বতে বর্ত্তমান আছেন। আগামী মন্বন্তরে ইনি বেদ-প্রবর্ত্তক হইবেন।

পরশুরামাবতার-প্রসঙ্গ

গাধির বংশে বিশ্বামিত্র জন্মগ্রহণ করেন; তিনি বলিয়াছিলেন—'ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্য হওয়া উচিত।' ক্ষাত্রধর্ম্মের উপর ব্রহ্মণ্য-ধর্ম্ম প্রভাব বিস্তার করিবে; কিন্তু ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের উপর কখনও ক্ষাত্রধর্ম্ম বা রাজনীতি স্থাপিত হইতে পারে না। মস্তকহীন বাহুর কোন মূল্য নাই। বর্ত্তমান যুগে যেমন, সোভিয়েট্ রাশিয়া বলিতেছে—'ধর্ম্মমন্দির ভগ্ন করিয়া দাও, রাজনীতিই প্রবল হউক।' সেইরূপ নিরীশ্বর রাজনীতিকে বিনাশ করিয়া ব্রহ্মণ্যধর্ম্ম অর্থাৎ ভগবৎসেবানুকূল্যকারিণী রাষ্ট্রনীতির আবশ্যকতা-প্রচারের জন্যই পরশুরামের অবতার। বিষ্ণু স্বরাট্ বাস্তব বস্তু। তাঁহার নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাচারিতায় অহৈতুক আত্মসমর্পণই চিদ্বৈজ্ঞানিক রাষ্ট্রনীতি।

এই পরশুরামাবতারে ক্রোধরতিতে রৌদ্ররসের অধিদেবত্বের এবং শুদ্ধসত্ত্ব ও উপাদেয়ত্বের সাময়িক পরিচয় পাওয়া যায়।

যাহারা দশদিকে দর্শন ও তাহা ভোগ করিবার বাসনা করে, তাহাদিগের প্রতীক দশানন রাবণ। দশানন বিংশ হস্তে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, ও পাতাল ভোগ করিবার রাজনীতিতে নিপুণ; ত্রিলোক ভোগ করিয়াও তাহার পরিতৃপ্তি না হওয়ায় সে ভগবান্ বিষ্ণুর লক্ষ্মীকে হরণ (?) করিবার প্রবৃত্তিবিশিষ্ট হইয়া ভগবান্ হইবার দুরাশা পোষণ করে। দশরথ-নন্দন রামচন্দ্র সেই বিশ্বশ্রবা-তনয় দশাননকে বধ করিয়া বিষ্ণু-ভক্তিময় সুশাসিত রাজ্য পালন করিয়া থাকেন।

দাশরথি রামা-বতার-প্রসঙ্গ

কেহ কেহ এমনও বলিয়া থাকে,—"রামচন্দ্র কাপুরুষ ছিলেন; তাই নিজ-পত্নী সীতাদেবীকে অপহরণকারীর হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারেন নাই। এরূপ ব্যক্তি আবার কিরূপ ভগবানের অবতার? ভগবানের পত্নী আবার কিরূপে অপরের দ্বারা হৃত হয়?" এই আশঙ্কার উত্তর একদিন শ্রীচৈতন্যদেব মাদুরায় এক রামভক্ত ব্রাহ্মণকে প্রদান করিয়াছিলেন,—

ঈশ্বর-প্রেয়সী সীতা—চিদানন্দমূর্ত্তি।
প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়ের তাঁ'রে দেখিতে নাহি শক্তি॥
স্পর্শিবার কার্য্য আছুক, না পায় দর্শন।
সীতার আকৃতি মায়া হরিল রাবণ॥
রাবণ আসিতেই সীতা অন্তর্দ্ধান কৈল।
রাবণের আগে মায়া-সীতা পাঠাইল॥
অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর।
বেদ-পুরাণেতে এই কহে নিরন্তর॥

সীতয়ারাধিতো বহ্নিশ্ছায়াসীতামজীজনৎ।
তাং জহার দশগ্রীবঃ সীতা বহ্নিপুরং গতা ॥
পরীক্ষা-সময়ে বহ্নিং ছায়া-সীতা বিবেশ সা।
বহ্নিঃ সীতাং সমানীয় তৎপুরস্তাদনীনয়ৎ ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ৯।১৯২-১৯৫, ২১১, ২১২)

সীতাকর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া অগ্নি 'ছায়াসীতা' প্রস্তুত করিলেন। দশগ্রীব রাবণ সেই ছায়াসীতা হরণ করিয়াছিল ; মূলসীতা বহ্নিপুরে রহিলেন।

রামচন্দ্র যখন পরীক্ষা করেন, ছায়া-সীতা তখন বহ্নিমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অগ্নিদেব মূলসীতাকে আনিয়া রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত করিলেন।

ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র যদি ঐরূপ লীলা না করিতেন, তাহা হইলে লোক-শিক্ষার অনেক কিছু অসম্পূর্ণ থাকিত। ভোগী জীবের দুরাকাঙ্ক্ষা, আরোহবাদী রাবণের স্বর্গের সোপান-নির্ম্মাণের ব্যর্থতা ও ভোগিজীবের শেষ-পরিণতি সীতাহরণ-লীলায় প্রদর্শিত হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র লোকানুকরণ করিয়া ভোগী জীবকে স্ত্রীজিত হইবার পরিবর্ত্তে অধোক্ষজ ভগবদ্ভক্ত হইবার শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি জানাইয়াছেন,—একপত্নীব্রত হইয়াও স্ত্রৈণ হইলে অপর প্রবলতর ভোগী ব্যক্তি দুর্ব্বল ভোগীকে তাহার ভোগে বাধা দিয়া থাকে। বীর শের্ আফ্‌গানের পত্নী মিহিরুন্নিসা জাহাঙ্গীরের ভোগ্যা নূরজাহানরূপে পরিণত হইয়াছিল ; কিন্তু অপ্রাকৃত বীরকুলচূড়ামণি রঘুবীরের চিচ্ছক্তি সীতাদেবীকে কোন

রাবণ স্পর্শ করা দূরে থাকুক, দর্শন করিতেও পারে নাই। এখানেই ভগবানের অবতারের অচিন্ত্যত্ব ও অপ্রাকৃতত্ব।

রক্ষোঽধমেন বৃকবদ্বিপিনেঽসমক্ষং
বৈদেহরাজদুহিতর্য্যপযাপিতায়াম্।
ভ্রাত্রা বনে কৃপণবৎ প্রিয়য়া বিযুক্তঃ
স্ত্রীসঙ্গিনাং গতিমিতি প্রথয়ংশ্চচার ॥

বৃক যেরূপ পালকের অসাক্ষাতে মেষশাবক অপহরণ করিয়া পলায়ন করে, সেইরূপ রাক্ষসাধম রাবণ বনমধ্যে রামচন্দ্রের অসাক্ষাতে বৈদেহী সীতাদেবীকে অপহরণ (?) করিলে রামচন্দ্র প্রিয়া-বিরহে **স্ত্রীসঙ্গিগণের দুঃখময়ী গতি লোকসমাজে বিস্তার** করিতে করিতে ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত দীনবৎ বনে বনে বিচরণ করিয়াছিলেন।

এই শ্রীরাঘব বা রামচন্দ্রের অবতারে শোকরতিতে করুণরসের অধিদেবত্ব, বিশুদ্ধসত্ত্বময়ত্ব ও পরম উপদেয়ত্বের পরিচয় পাই।

কংস দেবকীর ছয়জন পুত্রকে বিনষ্ট করিলে ভগবান্ সঙ্কর্ষণ দেবকীর সপ্তমগর্ভরূপে প্রকটিত হইলেন। এদিকে স্বয়ং ভগবান্ দেবকীর গর্ভে প্রবিষ্ট অনন্তদেবকে আকর্ষণ করিয়া রোহিণীর গর্ভে স্থাপন করিবার জন্য যোগমায়াকে আদেশ করিলেন। যোগমায়া গর্ভ আকর্ষণ করিয়া রোহিণীতে স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া দেবকীর সপ্তমগর্ভ 'মূলসঙ্কর্ষণ', সেই বস্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রতি উৎপন্ন করেন বলিয়া 'রাম' এবং বলাধিক্য-হেতু 'বলদেব' নামে নিত্য অভিহিত হন।

সাত্বত-শাস্ত্রের বিচারানুসারে প্রলম্বারি বলরাম সকল অবতারের অবতারী। তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ-মূর্ত্তি বা দ্বিতীয় বিগ্রহ। বলদেব বা মূলসঙ্কর্ষণ হইতে বৈকুণ্ঠে মহাসঙ্কর্ষণ। মহাসঙ্কর্ষণের চিচ্ছক্তি হইতে বৈকুণ্ঠের সমস্ত শুদ্ধ-সত্ত্বের প্রকাশ। তাঁহার জীবশক্তি হইতে বৈকুণ্ঠে সমস্ত শুদ্ধজীবের অবস্থান। পরব্যোম বা বৈকুণ্ঠের বাহিরে জ্যোতির্ম্ময়ধাম ব্রহ্মলোক। তাহার বাহিরে চিন্ময়-জলবিশিষ্ট কারণসমুদ্র। কারণসমুদ্রে সঙ্কর্ষণের অংশরূপ আদি পুরুষাবতার কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু। তাঁহার ঈক্ষণই জড়রূপা প্রকৃতির মূলনিমিত্ত-কারণ,—

"স ঐক্ষত" (ঐতঃ ১।১)* "স ইমান্ লোকান্ অসৃজত" (ঐতঃ ১।১।২) † ইত্যাদি। "ময়াঽধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্" (গীঃ ৯।১০) ‡ ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যে কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুর ঈক্ষণকেই প্রকৃতির মূলকারণ বলা হইয়াছে। প্রকৃতি গৌণনিমিত্ত-কারণ মাত্র। সেই কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুই সমষ্টিজগতে প্রবিষ্ট-রূপে গর্ভোদশায়ী এবং প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে, প্রত্যেক-জীবে প্রবিষ্ট-রূপে ক্ষীরোদশায়ী। সঙ্কর্ষণ কারণার্ণবশায়িরূপে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ, গর্ভোদশায়িরূপে নানা অবতারের সূতিকাধাম এবং ক্ষীরোদ-শায়িরূপে পৃথিবীর পালন-কর্ত্তা। ঋক্‌সূক্তের,—"ওঁ সহস্রশীর্ষা

---

* সেই পুরুষ ঈক্ষণ করিয়াছিলেন।

† তিনি ঈক্ষণ করিয়া এই লোকসমূহ মহদাদিক্রমে সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

‡ আমার কটাক্ষ-চালিতা হইয়াই অর্থাৎ আমার নিয়ামকত্বে প্রকৃতি চরাচর জগৎ প্রসব করিয়া থাকে।

পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ” প্রভৃতি মন্ত্রে যিনি স্তুত হন, তিনিই গর্ভোদকশায়ী। (ভাঃ ১।৩।৪, ১১।৪।৪-৫ ; ব্রঃ সং ৫।১১ এবং চৈঃ চঃ আ ৫।৯৮—১০২ দ্রষ্টব্য)। মুণ্ডকোপনিষৎ (৩।১।১) ও শ্বেতাশ্বতর (৪।৬) “দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া” মন্ত্রে যিনি উদ্দিষ্ট, তিনি ক্ষীরোদশায়ী পরমাত্মা। বলরাম স্বয়ং কৃষ্ণলীলার সহায় থাকিয়া মহাসঙ্কর্ষণ, কারণাব্ধিশায়ী, গর্ভোদশায়ী ও পয়োব্ধিশায়ী—এই চারিরূপে সৃষ্টি-লীলাদি কার্য্য করেন। ‘শেষ’-সংজ্ঞক অনন্ত-রূপে সনকাদির নিকট ভাগবতকথা কীর্ত্তন এবং ছত্র, পাদুকা, শয্যা, উপাধান, বসন, আরাম, আবাস, যজ্ঞসূত্র ও সিংহাসন এই সকল মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়া কৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন।—(চৈঃ চঃ আ ৫।৮-১০ এবং ঐ ৫।১২১-১২৩)। শেষ দুই প্রকার—ভূধারী ও ভগবানের শয্যাদিরূপে অবতীর্ণ। ভূধারী শেষ সঙ্কর্ষণের আবেশাবতার এবং শয্যাদিরূপে শেষদেব দাস ও সখা-অভিমানকারী। (সং ভাঃ ১৯ সং ও ভাঃ ১০।৩।২৫ দ্রঃ)

প্রলম্বারি-বলদেবের বিবিধলীলা শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধে বিস্তৃত-রূপে বর্ণিত আছে। বলদেবের মুষ্টিক-বধ (ভাঃ ১০।১৪), প্রলম্ব-বধ (ভাঃ ১০।১৮), দ্বিবিদবধ (ভাঃ ১০।৬৭), লাঙ্গলাগ্রভাগে হস্তিনাপুরী-আকর্ষণ (ভাঃ ১০।৬৮), রোমহর্ষণ-বধ (ভাঃ ১০।৭৮), বল্বল-বধ (ভাঃ ১০।৭৯) প্রভৃতি লীলায় অনেক মহতী শিক্ষা পাওয়া যায়।

প্রলম্ব-নামক এক অসুর গোপরূপ ধারণ করিয়া বলরাম ও কৃষ্ণের হরণেচ্ছায় তাঁহাদের সহিত মিলিয়া খেলা করিতে লাগিল।

ভগবান্ কৃষ্ণ প্রলম্বের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য জানিতে পারিয়া ঐ কপট অসুরের বধেচ্ছায় তাহাকে বন্ধুভাবে স্বীকার করিয়া খেলা আরম্ভ করিলেন। সেই খেলায় জয়িগণকে পরাজিত ব্যক্তিগণ স্কন্ধে আরোহণ করাইতেন। ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার বাল্যলীলার চমৎকারিতা প্রদর্শনের জন্য পরাজিত হইবার অভিনয় প্রদর্শন করিয়া শ্রীদামকে এবং প্রলম্বাসুর বলদেবকে বহন করিতে থাকিলেন। প্রলম্বাসুরের দুরভিসন্ধি ছিল,—বলদেবকে কৃষ্ণের অগোচরে লইয়া গিয়া সংহার করিবে; কিন্তু বলদেব তাঁহার বজ্রমুষ্টির আঘাতে প্রলম্বের প্রাণ সংহার করিলেন। প্রলম্বাসুর কপটতার প্রতীক। যাহারা ধর্ম্মযাজন করিবার ছলনায় সাধুগণের সহিত বন্ধুভাবে মিশিয়া কনক, কামিনী বা প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহের জন্য গোপনে ব্যস্ত থাকে এবং আচার্য্যের সত্যকথাকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করে, তাহারাই প্রলম্বস্বরূপ। যাহারা শ্রীবলদেবাভিন্ন শ্রীগুরুদেবের শিষ্যাভিমানে তাঁহার বিরুদ্ধ অসৎশিক্ষা প্রচার করে, তাহারাও প্রলম্বের প্রতীক; বলদেবের কৃপায় সেই-সকল আসুরভাব বিনষ্ট হয়। যাঁহার অংশাংশ মৎস্যাদি অবতারসকল, সেই বলদেবকে যে-সকল কপটতাচ্ছন্ন ব্যক্তি জড়-জীব মনে করিয়া বিনাশ করিবার অভিসন্ধি করে, তাহাদের চেষ্টা হাস্যাস্পদ, সন্দেহ নাই। অভক্ত প্রলম্বাসুর ভক্তের সজ্জা লইয়া, বলদেবকেই সংহার করিয়া কংসের উপকার করিবে, মনে করিয়াছিল। তাহাতে বাস্তবিকই হাস্যরসের উদয় হয়।

স্বয়ং-রূপ ব্রজেন্দ্রনন্দনের ও তাঁহার বিশ্রম্ভসখ্যাশ্রিত ব্রজ-গোপ-বালকগণের সহিত নিরন্তর শুভ্র হাস্যরসের রসিকবিগ্রহ

শুভ্রতনু শ্রীবলদেবে হাস্যরসের নিত্য অধিদেবত্ব এবং বিশুদ্ধসত্ত্বময়ত্ব ও পরম চমৎকারিতাপূর্ণ উপাদেয়ত্বের পরিচয় পাইয়া থাকি।

মহর্ষি ব্যাসদেবের শিষ্য রোমহর্ষণ, ভগবান্ বলদেবের প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করায় আচার্য্যের প্রতি সম্মান-প্রদর্শনে কুণ্ঠিত ব্যক্তিগণের পাণ্ডিত্য ও ধর্ম্মধ্বজিতার নিরর্থকতা-প্রদর্শনের জন্য বলদেব রোমহর্ষণকে বধ করিয়াছিলেন।

ঋষের্ভগবতো ভূত্বা শিষ্যোঽধীত্য বহূনি চ।
সেতিহাসপুরাণানি ধর্ম্মশাস্ত্রাণি সর্ব্বশঃ॥
অদান্তস্যাবিনীতস্য বৃথাপণ্ডিতমানিনঃ।
ন গুণায় ভবন্তি স্ম নটস্যেবাজিতাত্মনঃ॥
এতদর্থো হি লোকেঽস্মিন্নবতারো ময়া কৃতঃ।
বধ্যা মে ধর্ম্মধ্বজিনস্তে হি পাতকিনোঽধিকাঃ॥

(ভাঃ ১০।৭৮।২৫—২৭)

ব্যাসদেবের শিষ্য হইয়া বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও যেহেতু এই ব্যক্তি দম, বিনয় ও জিতেন্দ্রিয়তাবর্জ্জিত এবং পাণ্ডিত্যাভিমান গ্রস্ত হইয়াছে, সেইজন্য ইহার অধীত ইতিহাস-পুরাণাদি ধর্ম্মশাস্ত্র-সকল নটজনের অধীত শাস্ত্ররাশির ন্যায় কোনরূপ গুণের উৎপাদক না হইয়া কেবল জীবিকা-নির্ব্বাহাদি কার্য্যের নিমিত্ত-মাত্রই হইয়াছে। আমি এতাদৃশ ধর্ম্মধ্বজিগণের দমনার্থই ইহ-লোকে অবতীর্ণ হইয়াছি। ইহারা বিশেষভাবে আমার বধযোগ্য, যেহেতু সাক্ষাৎ পাপরত ব্যক্তিগণ অপেক্ষাও ইহারা অধিক পাপানু-ষ্ঠান করিয়া থাকে।

কলিযুগ সমাগত হইলে দেবদ্বেষী তামসিক লোকসমূহের সম্মোহনের জন্য বুদ্ধ এইনামে অঞ্জন-(অজিন ?) পুত্ররূপে গয়াপ্রদেশে অবতীর্ণ হইবেন।

বুদ্ধাবতার-প্রসঙ্গ

ততঃ কলৌ সম্প্রবৃত্তে সম্মোহনায় সুরদ্বিষাম্।
বুদ্ধো নাম্নাঞ্জনসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি ॥ (ভাঃ ১।৩।২৪)

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য তাঁহার ভাগবত-তাৎপর্য্যে-- (১।৩।২৪) ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ হইতে বুদ্ধাবতারের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন,—

মোহনার্থং দানবানাং বালরূপী পথি স্থিতঃ।
পুত্রং তং কল্পয়ামাস মূঢ়বুদ্ধির্জিনঃ স্বয়ম্ ॥
ততঃ সংমোহয়ামাস জিনাদ্যানসুরাংশকান্।
ভগবান্বাগ্ভিরুগ্রাভিরহিংসা-বাচিভির্হরিঃ ॥ ইতি

(ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)

এই-সকল প্রমাণ হইতে জানা যায়, ভগবান্ বুদ্ধ বিষ্ণুর অবতার বলিয়া সনাতন-শাস্ত্রে পূজিত ; কিন্তু তামসিক প্রকৃতির অসুরগণের মোহনের জন্যই তাঁহার অবতার। শ্রৌতপথের অনাদর ও অতিজ্ঞান বৃদ্ধি পাইলে বুদ্ধাবতার হন। প্রকৃতপক্ষে যাঁহারা তাঁহাকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া জানেন, তাঁহারাই প্রকৃত বৌদ্ধ। কিন্তু, যাহারা তাঁহাকে বিষ্ণুর অবতার না জানিয়া বেদ-বিদ্বেষী হন, অথবা কেবলমাত্র নিরীশ্বর অহিংসনীতির প্রচারক হইয়া অপ্রাকৃত লীলাপুরুষোত্তম পরমেশ্বরের সেবা-বঞ্চিত হন, তাহারাই দেব ও বেদবিদ্বেষী অসুর। তাঁহাদিগের মোহনের জন্যই বুদ্ধের অবতার।

শাক্যসিংহ বৃদ্ধ ও পীড়িত ব্যক্তির মূর্ত্তি-দর্শনে পার্থিব ভোগের প্রতি বিরক্ত হইয়া তপস্যাবলে শোক ও জরারহিত অবস্থাকে বহুমানন করিয়াছিলেন। এজন্য এই বুদ্ধাবতারে শান্তরসের অধিদেবত্বের এবং শুদ্ধসত্ত্ব ও উপাদেয়ত্বের সাময়িক পরিচয় পাওয়া যায়। অচিন্মাত্রবাদে চিৎ ও জড় কোন প্রকার বিলাসেরই উপলব্ধি নাই।

কল্কি অবতার-প্রসঙ্গ

কলির দোষসমূহ বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে সমস্ত সদ্‌গুণের হ্রাস এবং অসদ্‌গুণের প্রাবল্য হইবে। কলিযুগে ধনই মানবগণের জন্ম, আচার ও গুণের উৎকর্ষজ্ঞাপক হইবে এবং ধর্ম্ম ও ন্যায়-বিষয়ক ব্যবস্থায় বলই কারণ হইবে। স্ত্রী-পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব-বিচারে রতিকৌশল, ব্রাহ্মণত্ব-নির্ণয়ে সূত্রমাত্র ও বাক্‌চাপল্যই পাণ্ডিত্য-নির্ণয়ের কারণ হইবে। উদর-তুষ্টিই পুরুষার্থ, কুটুম্ব-পালনই দক্ষতার লক্ষণ, যশোলাভের উদ্দেশ্যেই ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি আদর্শ বহুমানিত এবং অদৈববর্ণাশ্রম ও পাষণ্ডধর্ম্মের প্রাধান্য হইলে এবং কলি শেষ-প্রায় হইয়া আসিলে 'শম্ভল'-নামক গ্রামে 'বিষ্ণুযশাঃ'-নামক ব্রাহ্মণের গৃহে ভগবান্ কল্কির আবির্ভাব হইবে। তিনি দেবদত্ত নামক অশ্বে আরোহণ করিয়া অসিহস্তে সমস্ত পৃথিবী বিচরণ করিয়া কোটি কোটি রাজবেশধারী দস্যু নিহত করিবেন। তিনি নাস্তিক ও বিষ্ণুবৈষ্ণববিদ্বেষী জনগণকে বিনাশ করিয়া ভূ-ভার হরণ করিবেন। তখনই সত্যযুগের পুনঃসূচনা হইবে। শ্রীমদ্ভাগবত ১২শ স্কন্ধ ২য় অধ্যায়ে কল্কিদেবের আবির্ভাবের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে,—

চরাচরগুরোর্বিষ্ণোরীশ্বরস্যাখিলাত্মনঃ।
ধর্ম্মত্রাণায় সাধূনাং জন্ম-কর্ম্মাপনুত্তয়ে ॥
শম্ভল-গ্রামমুখ্যস্য ব্রাহ্মণস্য মহাত্মনঃ।
ভবনে বিষ্ণুযশসঃ কল্কিঃ প্রাদুর্ভবিষ্যতি ॥

(ভাঃ ১২।২।১৭-১৮

সাধুগণের কর্ম্মবিমোচন ও ধর্ম্মরক্ষার্থে চরাচরগুরু সর্ব্বান্তর্য্যামী জগদীশ্বর শ্রীহরির প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। শম্ভলনামক গ্রামবাসী সজ্জনপ্রবর বিষ্ণুযশাঃ নামক সদাশয় ব্রাহ্মণের গৃহে কল্কিরূপী বিষ্ণু অবতীর্ণ হইবেন।

এই কল্ক্যবতারে বীররসের অধিদেবত্ব এবং শুদ্ধসত্ত্ব ও উপাদেয়ত্বের সাময়িক পরিচয় পাওয়া যায়।

অষ্টম অধ্যায়

শ্রীচৈতন্যদেবের অবতারিত্ব

প্রহ্লাদ ভগবানের অবতার-তত্ত্বালোচনা-প্রসঙ্গে শ্রীনৃসিংহ-দেবকে স্তব করিয়া বলিয়াছিলেন,—

ইত্থং নৃতির্য্যগৃষিদেবঝষাবতারৈ-
র্লোকান্ বিভাবয়সি হংসি জগৎপ্রতীপান্।
ধর্ম্মং মহাপুরুষ ! পাসি যুগানুবৃত্তং
ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্ ॥ (ভাঃ ৭।৯।৩৮)

ত্রিযুগ কি ?

এইভাবে আপনি নর, তির্য্যক্, ঋষি, দেবতা, মৎস্য প্রভৃতি অবতারসমূহের দ্বারা ত্রিভুবন পালন করেন এবং জগদ্দ্রোহী-দিগকে বিনাশ করিয়া থাকেন। হে মহাপুরুষ! আপনি যুগক্রমাগত ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়া থাকেন। কলিযুগে প্রচ্ছন্নরূপে অবতীর্ণ হন বলিয়া আপনি 'ত্রিযুগ' নামে প্রসিদ্ধ।

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য গোপীনাথ আচার্য্যকে বলিয়াছিলেন,—"শ্রীচৈতন্যদেব মহাভাগবত, কিন্তু ভগবদবতার নহেন; কেন না, কলিকালে বিষ্ণুর অবতার হয় না। এজন্য তাঁহার একটি নাম 'ত্রিযুগ' অর্থাৎ তিনযুগে আবির্ভাব-হেতু ত্রিযুগ। আর এক যুগে অর্থাৎ কলিযুগে তাঁহার অবতার নাই।"

কলিতে ভগবান্ অবতীর্ণ হন কি-না?

গোপীনাথ আচার্য্য তদুত্তরে বলিয়াছিলেন,—"ভাগবত ও মহাভারত এই দুইটি প্রধান শাস্ত্রের প্রমাণ হইতে জানা যায়, কলিতে স্বয়ংরূপে ভগবান্ আবির্ভূত হন। কলিযুগে নাম-প্রেম-প্রচারক পীতবর্ণ দ্বিভুজ ভগবান্ অবতীর্ণ হন। কলিতে লীলা-বতার নাই বলিয়া ভগবানের নাম 'ত্রিযুগ' হইয়াছে। তদ্দ্বারা যুগাবতার বা সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র অবতারীর অবতার নিষিদ্ধ হয় নাই,—

মহাভাগবত হয় চৈতন্য-গোসাঞি।
এই কলিকালে বিষ্ণুর অবতার নাই॥
অতএব 'ত্রিযুগ' করি' কহি বিষ্ণু-নাম।
কলিযুগে অবতার নাহি,—শাস্ত্রজ্ঞান॥
শুনিয়া আচার্য্য কহে দুঃখী হঞা মনে।
শাস্ত্রজ্ঞ হঞা তুমি কর অভিমানে॥

ভাগবত-ভারত, দুই—শাস্ত্রের প্রধান।
সেই দুই গ্রন্থবাক্যে নাহি অবধান॥
সেই দুই কহে,—কলিতে সাক্ষাৎ-অবতার।
তুমি কহ,—কলিতে নাহি বিষ্ণুর প্রচার॥
কলিকালে লীলাবতার না করে ভগবান্।
অতএব 'ত্রিযুগ' করি' কহি তা'র নাম॥
প্রতিযুগে করেন কৃষ্ণ যুগ-অবতার।
তর্কনিষ্ঠ হৃদয়ে তোমার নাহিক বিচার॥

(চৈঃ চঃ মঃ ৬।৯৪—১০০)

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥

(ভাঃ ১০।৮।১৩)

তোমার এই বালক শুক্ল, রক্ত ও পীতবর্ণ অন্য তিনযুগে ধারণ করেন; অধুনা দ্বাপরে কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ স্তুবন্তি জগদীশ্বরম্।
নানাতন্ত্র-বিধানেন কলাবপি তথা শৃণু॥
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

(ভাঃ ১১।৫।৩১-৩২)

হে রাজন্! দ্বাপরযুগে এবম্বিধ মানবগণ জগদীশ্বরের আরাধনা করিয়া থাকেন, সম্প্রতি বিবিধ তন্ত্রবিধানানুসারে কলিযুগের আরাধনার নিয়ম শ্রবণ করুন।

যাঁহার মুখে সর্ব্বদা কৃষ্ণবর্ণ, যাঁহার কান্তি অকৃষ্ণ—অর্থাৎ গৌর ; সেই অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্ষদপরিবেষ্টিত মহাপুরুষকে সুবুদ্ধি ব্যক্তিগণ সঙ্কীর্ত্তনবহুল যজ্ঞদ্বারা যজন করিয়া থাকেন।

শ্রীগৌরাঙ্গাবতারের শাস্ত্র-প্রমাণ

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী ।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠা-শান্তি-পরায়ণঃ ॥
(মহাভারতে দানধর্ম্মে ১৪৯ অঃ সহস্রনামে ১২ সং)

সুবর্ণবর্ণ, গলিত হেমবৎ অঙ্গ, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গঠন, চন্দনমালা-শোভিত—এই চারিটি লক্ষণে গৃহস্থলীলায় লক্ষিত। তিনি সন্ন্যাসাশ্রম ও হরি-রহস্যালোচনরূপ শমগুণবিশিষ্ট, হরিকীর্ত্তনরূপ মহাযজ্ঞে দৃঢ়নিষ্ঠতারূপ কেবলাদ্বৈতবাদি-অভক্ত-নিবৃত্তিকারিণী শান্তিলব্ধ মহাভাবপরায়ণ।

যুগাবতার এবে শুন, সনাতন।
সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি-যুগের গণন ॥
শুক্ল-রক্ত-কৃষ্ণ-পীত-ক্রমে চারি বর্ণ।
চারি বর্ণ ধরি' কৃষ্ণ করেন যুগধর্ম্ম ॥
সত্যযুগে ধ্যানকর্ম্ম করায় 'শুক্ল' মূর্ত্তি ধরি'।
কর্দ্দমকে বর দিলা যিঁহো কৃপা করি' ॥
কৃষ্ণ 'ধ্যান' করে লোক জ্ঞান-অধিকারী।
ত্রেতার ধর্ম্ম 'যজ্ঞ' করায় 'রক্ত'বর্ণ ধরি' ॥
'কৃষ্ণপদার্চ্চন' হয় দ্বাপরের ধর্ম্ম।
'কৃষ্ণ'বর্ণ করায় লোকে কৃষ্ণার্চ্চন-কর্ম্ম ॥
(চৈঃ চঃ মঃ ২০।৩২৯-৩৩০, ৩৩২, ৩৩৪)

দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ ॥
নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ ॥

(ভাঃ ১১।৫।২৭,২৯)

দ্বাপরযুগে ভগবান্ পীতবসন, চক্রাদি নিজ আয়ুধসমূহ, শ্রীবৎস প্রভৃতি চিহ্ন এবং কৌস্তুভ প্রভৃতি লক্ষণে বিভূষিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

হে ভগবন্! বাসুদেবরূপী আপনাকে নমস্কার, সঙ্কর্ষণরূপী আপনাকে নমস্কার, প্রদ্যুম্নরূপী আপনাকে নমস্কার এবং অনিরুদ্ধ-রূপী আপনাকে নমস্কার করিতেছি।

এই মন্ত্রে দ্বাপরে করে কৃষ্ণার্চ্চন।
'কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন'—কলিযুগের ধর্ম্ম ॥
'পীত' বর্ণ ধরি' তবে কৈলা প্রবর্ত্তন।
প্রেমভক্তি দিলা লোকে লঞা ভক্তগণ ॥
ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তন করে ব্রজেন্দ্রনন্দন।
প্রেমে গায়, নাচে লোক, করে সংকীর্ত্তন ॥

* * *

প্রভু কহে,—"অন্যাবতার শাস্ত্র-দ্বারা জানি।
কলিতে অবতার তৈছে শাস্ত্রদ্বারা মানি ॥
সর্ব্বজ্ঞ মুনির বাক্য—শাস্ত্র-'প্রমাণ'।
আমা-সবা জীবের হয় শাস্ত্রদ্বারা 'জ্ঞান' ॥

অবতার নাহি কহে—'আমি অবতার'।
মুনি সব জানি' করে লক্ষণ বিচার॥
যস্যাবতারা জ্ঞায়ন্তে শরীরিষ্বশরীরিণঃ।
তৈস্তৈরতুল্যাতিশয়ৈর্বীর্য্যৈর্দেহিষ্বসঙ্গতৈঃ॥
(চৈঃ চঃ মঃ ২০।৩৩৭-৩৩৯ ; ৩৫০-৩৫৩)

প্রাকৃত-শরীর-হীন অপ্রাকৃত শরীরী পরমেশ্বরের অবতারতত্ত্ব—জীবের পক্ষে দুরধিগম্য ; অতুল, অতিশয় ও অলৌকিক বীর্য্যদ্বারা তাদৃশ তোমার অবতারসকল কথঞ্চিৎ পরিজ্ঞাত হন।

অবতারের স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ

'স্বরূপ-লক্ষণ' আর 'তটস্থ-লক্ষণ'।
এই দুই লক্ষণে 'বস্তু' জানে মুনিগণ॥
আকৃতি, প্রকৃতি, স্বরূপ,—স্বরূপ-লক্ষণ।
কার্য্যদ্বারা জ্ঞান,—এই তটস্থ-লক্ষণ॥
অবতার-কালে হয় জগতের গোচর।
এই দুই লক্ষণে কেহ জানেন ঈশ্বর॥
সনাতন কহে,—যা'তে ঈশ্বর-লক্ষণ।
পীতবর্ণ, কার্য্য—প্রেমদান-সঙ্কীর্ত্তন॥
কলিকালে সেই 'কৃষ্ণাবতার' নিশ্চয়।
(চৈঃ চঃ মঃ ২০।৩৫৪-৩৫৫ ; ৩৬১-৩৬৩)

গোস্বামিগণ ঐরূপ স্বরূপ ও তটস্থ-লক্ষণের দ্বারা কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীচৈতন্যের অবতারিত্ব নির্ণয় করিয়াছেন। শ্রীগৌরাবতারের অনেক শাস্ত্র-প্রমাণ আছে ; কিন্তু স্বতঃসিদ্ধ বস্তুর অন্য প্রমাণের আবশ্যকতা নাই।

নবম অধ্যায়

আনুকরণিক অবতার-বাদ

বঙ্গদেশের ইহা একটী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য ও গৌরবের বিষয় এই যে, এস্থানে প্রেমকল্পতরু স্বয়ং ভগবান্ বাঙ্গালীর বেষে অবতীর্ণ হইয়া বঙ্গভাষায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গলের বাণী আপামর সকলের নিকট প্রচার করিয়াছেন ; কিন্তু বঙ্গদেশে আবির্ভূত এই সর্ব্বপ্রথম স্বয়ং ভগবানের অবতারের অবৈধ অনুকরণ করিয়া শ্রীচৈতন্যের অপ্রকটের অব্যবহিত পরেই অনেক কল্পিত অবতার সৃষ্ট হইয়া আসিতেছে। বঙ্গদেশে এই-সকল নকল অবতারের সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। বঙ্গদেশের আদিকবি, শ্রীনিত্যানন্দ-শিষ্য ঠাকুর বৃন্দাবনদাস পূর্ব্ববঙ্গ ও রাঢ়বঙ্গে নকল অবতারের প্রাদুর্ভাবের কথা জানাইয়া অতিদুঃখে বলিয়াছেন,—

কলিযুগে বঙ্গদেশেই স্বয়ং অবতারীর অবতার

সেই ভাগ্যে অদ্যাপিহ সর্ব্ব-বঙ্গদেশে।
শ্রীচৈতন্য-সঙ্কীর্ত্তন করে স্ত্রী-পুরুষে॥
মধ্যে মধ্যে মাত্র কত পাপিগণ গিয়া।
লোক নষ্ট করে আপনাকে লওয়াইয়া॥
উদর-ভরণ লাগি' পাপিষ্ঠসকলে।
'রঘুনাথ' করি' আপনারে কেহ বলে॥

নকল অবতার

কোন পাপিগণ ছাড়ি' কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন।
আপনারে গাওয়ায় বলিয়া 'নারায়ণ' ॥
দেখিতেছি দিনে তিন অবস্থা যাহার।
কোন্ লাজে আপনারে গাওয়ায় সে ছার ?
রাঢ়ে আর এক মহা-ব্রহ্মদৈত্য আছে।
অন্তরে রাক্ষস, বিপ্রকাচ মাত্র কাচে ॥
সে পাপিষ্ঠ আপনারে বোলায় 'গোপাল'।
অতএব তারে সবে বলেন 'শিয়াল' ॥

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৪।৮১-৮৭)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের প্রাক্কালে কথিত, "অচিরেই আমার আরও দুইটী অবতার হইবে"—এই বাক্যের সুযোগ লইয়া বঙ্গদেশে অনেক নকল অবতারের ছড়াছড়ি দেখা যাইতেছে ; কিন্তু যাঁহারা শ্রীচৈতন্যভাগবতোক্ত ঐ কথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি শাস্ত্রোক্ত শ্রীচৈতন্যবাণীর সহিত আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা এই দুই অবতার কি, তাহা জানিতে পারিয়াছেন—

আরো দুইজন্ম এই সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে।
হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে ॥
'মোর অর্চ্চা-মূর্ত্তি' মাতা তুমি সে ধরণী।
'জিহ্বারূপা' তুমি মাতা নামের জননী ॥
এই মত তুমি আমার মাতা জন্মে জন্মে।
তোমার আমার কভু ত্যাগ নাহি মর্ম্মে ॥

(চৈঃ ভাঃ মঃ ২৭।৪৭-৪৯)

অর্চ্চামূর্ত্তি মৃন্ময়ী প্রভৃতি হইয়া থাকেন, আর ভগবানের নাম শব্দাত্মক ; সুতরাং শচীনন্দনের দুই অবতার—'অর্চ্চাবতার' ও 'নামাবতার'—

"কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার।"

(চৈঃ চঃ আঃ ১৭।২২)

অর্চ্চাবিগ্রহ শ্রীস্বরূপ ও শ্রীনামের সহিত অভিন্ন,—

গৌরাবতারের পুনঃপ্রকাশ

'নাম', 'বিগ্রহ', 'স্বরূপ'—তিন একরূপ।
তিনে 'ভেদ' নাহি,—তিন 'চিদানন্দ-রূপ' ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১৭।১৩১)

শ্রীগৌরসুন্দরের সন্ন্যাস-গ্রহণের অব্যবহিত পরেই শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-মাতা ও ভক্তগণ শ্রীচৈতন্যের বিগ্রহ প্রকাশ এবং তাঁহার গৌরহরি-নামের আরাধনা আরম্ভ করিয়াছিলেন ; ইহাতেই অবিলম্বে "দুই অবতারের আবির্ভাব" সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক হইয়াছে। তিনি গৌর-অর্চ্চা ও গৌর-নামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সঙ্কীর্ত্তনমুখেই অর্চ্চা-মূর্ত্তির অবতার হয় এবং শ্রীনামও সঙ্কীর্ত্তনেই সুষ্ঠুরূপে অবতীর্ণ হন।

বৈষ্ণবসাহিত্যে পরবর্ত্তী নকল অবতারগণের কথা।

এই সিদ্ধান্ত না বুঝিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের অপ্রকটের পরেই আরও কত নকল অবতারের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা তদানীন্তন বৈষ্ণব-সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী ঠাকুরের নামে আরোপিত 'গৌরগণ-চন্দ্রিকা' নামক পুস্তকে এক দ্বিজ বাসুদেব আপনাকে 'গোপালদেব' বলিয়া প্রচার করিয়া ভাগবতের শৃগাল বাসুদেবের ন্যায় 'শৃগাল'-সংজ্ঞা লাভ করিয়াছিল। পূর্ব্ববঙ্গে

বিষ্ণুদাস কবীন্দ্র নামক একব্যক্তি আপনাকে রঘুনাথের অবতার বলিয়া প্রচার করিয়াছিল। মাধব নামক এক দেবল ব্রাহ্মণ চূড়াধারী হইয়া অবতার সাজিয়া বসিয়াছিল। *

'শ্রীভক্তিরত্নাকরে'র লেখক শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরও (১৪শ তরঙ্গে) কতিপয় নকল অবতারের কথা জানাইয়াছেন,—

কেহ কহে,—অহে ! ভাই বহির্ম্মুখগণ।
হইয়া স্বতন্ত্র ধর্ম্ম করয়ে লঙ্ঘন ॥

---

*চৈতন্যদেবে জগদীশবুদ্ধীন্ কেচিজ্জনান্ বীক্ষ্য চ রাঢ়বঙ্গে।
স্বস্মেশ্বরত্বং পরিবোধয়ন্তো ধৃত্বেশবেশং ব্যচরন্ বিমূঢ়াঃ ॥
তেষান্তু কশ্চিদ্দ্বিজবাসুদেবো গোপালদেবঃ পশুপাঙ্গজোঽহম্।
এবং হি বিখ্যাপয়িতুং প্রলাপী শৃগালসংজ্ঞাং সমবাপ রাঢ়ে ॥
শ্রীবিষ্ণুদাসো রঘুনন্দনোঽহং বৈকুণ্ঠধাম্নঃ সমিতঃ কপীন্দ্রাঃ।
ভক্তা মমেতিচ্ছলনাপরাধাত্ত্যক্তঃ কপীন্দ্রেতি সমাখ্যয়ার্য্যৈঃ ॥
উদ্ধারার্থং ক্ষিতিনিবসতাং শ্রীলনারায়ণোঽহং
সংপ্রাপ্তোঽস্মি ব্রজবনভুবো মূর্দ্ধ্নি চূড়াং নিধায়।
মন্দং হ্যন্নিতি চ কথয়ন্ ব্রাহ্মণো মাধবাখ্য-
শ্চূড়াধারী ত্বিতি জনগণৈঃ কীর্ত্ত্যতে বঙ্গদেশে ॥
কৃষ্ণলীলাং প্রকুর্ব্বাণঃ কামুকঃ শূদ্রযাজকঃ।
দেবলোঽসৌ পরিত্যক্তশ্চৈতন্যেনেতি বিশ্রুতঃ ॥
অতিভব্যাদয়োঽপ্যন্যে পরিত্যক্তাস্তু বৈষ্ণবৈঃ।
তেষাং সঙ্গো ন কর্ত্তব্যঃ সঙ্গাদ্ধর্ম্মো বিনশ্যতি ॥
আলাপাৎ গাত্রসংস্পর্শান্নিঃশ্বাসাৎ সহভোজনাৎ।
সঞ্চরন্তীহ পাপানি তৈলবিন্দুরিবাম্ভসি ॥

—শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি কৃত 'গৌরগণচন্দ্রিকা'

বহির্ম্মুখগণ-মধ্যে যে প্রধান তা'রে।
রঘুনাথ সাজাইয়া ভাঁড়ায় লোকেরে ॥
স্বমত রচিয়া যে পাপিষ্ঠ দুরাচার।
কহয়ে কবীন্দ্র দেশেতে প্রচার ॥
কেহ কহে,—দেখিলাম মহাপাপিগণ।
আপনাকে গাওয়ায় ছাড়ি' শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন ॥
কেহ কহে রাঢ়দেশে এক বিপ্রাধম।
'মল্লিক' খেয়াতি, দুষ্ট নাহি তার সম ॥
সে পাপিষ্ঠ আপনারে গোপাল কহায়।
প্রকাশি' রাক্ষসমায়া লোকেরে ভাঁড়ায় ॥

চতুর্ব্বেদশিখা, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবতাদি সাত্বত শাস্ত্রের বিকৃত অনুকরণে পরবর্ত্তিকালে অসাত্বত 'মুণ্ডমালা' নামক এক অপ্রসিদ্ধ তন্ত্রে প্রকৃতি হইতেই মৎস্যকূর্ম্মাদি অবতারের উৎপত্তির কথা প্রচারিত হইয়াছে। ইহা সম্পূর্ণ অবৈদিক মতবাদ এবং বেদ, গীতা ও ভাগবতের বিরুদ্ধ কথা। প্রকৃতি হইতে যাহা উৎপন্ন তাহা প্রাকৃত, তাহা অবতার নহে,—তাহা বিকার। তবে প্রকৃতি অর্থে যেখানে ভগবানের চিচ্ছক্তি বা স্বরূপশক্তি, তাহা স্বতন্ত্র।

তামসিক তন্ত্রের অবতারবাদ অবৈদিক ও প্রাকৃত

দশম অধ্যায়

বিভিন্ন দেশের অবতার

সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বী সাত্বত-শাস্ত্রকারগণ কেবল যে সনাতন ধর্ম্মের মধ্যেই অবতারের কথা স্বীকার করেন, তাহা নহে। তাঁহারা বলেন,—'যে কোন দেশে, যে কোন কালে, যে কোন পাত্রে অবতারের উদয় হইতে পারে।' "কেবল যে এই ভারতভূমিতেই তাঁহার উদয় দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা নহে, তিনি দেব-তির্য্যগাদি সমস্ত রাজ্যেই আবশ্যকমত ইচ্ছাপূর্ব্বক উদিত হন। অতএব ম্লেচ্ছ ও অন্ত্যজদিগের রাজ্যেও উদিত হইয়া থাকেন। **সেই-সকল শোচ্যপুরুষগণ যতটুকু ধর্ম্মকে স্বধর্ম্ম** বলিয়া স্বীকার করেন, **ততটুকু ধর্ম্মের গ্লানি হইলেও তাঁহাদের মধ্যে শক্ত্যাবেশ অবতাররূপে তিনি তাঁহাদের ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া থাকেন। কিন্তু ভারতভূমিতে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মরূপে সাম্বন্ধিক স্বধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে আলোচিত হয়** বলিয়াই তদ্দেশবাসী প্রজাসকলের ধর্ম্মসংস্থাপন-করণার্থে ভগবান্ অধিকতর যত্ন করিয়া থাকেন; অতএব যুগাবতার, অংশাবতার প্রভৃতি যত রমণীয় অবতার, তাহা ভারতভূমিতেই লক্ষ্য করা যায়।" (ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কৃত 'রসিকরঞ্জন' গীতাভাষ্য ৪।৭)

ভারতের বাহিরেও শক্ত্যাবেশ অবতারসমূহ অবতীর্ণ

অতএব যীশুখৃষ্টাদি অবতারগণকেও সনাতনধর্ম্মাবলম্বিগণ ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার বলিয়া বিচার করেন।

পাশ্চাত্যদেশে অবতারবাদের বিচার একমাত্র যীশুখৃষ্টকে কেন্দ্র করিয়াই আরম্ভ হইয়াছে। যীশুখৃষ্টের প্রচারিত ধর্ম্মমতে ভক্তির সহিত ঈশ্বরকে পিতৃরূপে উপাসনার কথা ব্যক্ত হইয়াছে। নিম্নে তদ্দেশীয় মতবাদের একটী অতি সংক্ষিপ্তসার প্রদত্ত হইল,—

পাশ্চাত্যমতে অবতারবাদ

Incarnation—the usual theological term for the union of the divine nature with the human in the Divine Person of Christ.

Christ is the word used in the "New Testament" as the equivalent of the Hebrew word Messiah. Both words mean 'anointed.' * * *

In a secondary sense the word is applied to persons let apart by God for some special end.

Prior to the council of Nice (325 A. D.) various theological theories were promulgated by the Elconites to whom belonged the Nazarenes, the Corinthians and the Gnostics of the Pseudo Clementine type, by the Docetae and by the Gnostics proper. Some of these denied the Pre-existence of Christ and attributed his peculiar greatness to a supernatural endowment conferred upon him at his baptism, while others resolved his humanity into a phantom, and represented his person as composed of a spiritual Æon, these parties were, however, but short-lived.

* * *

The former denied the doctrine of the immanent Trinity. To them accordingly the higher nature of

Christ was simply absolute Deity in self-manifestation. The Arians on the other hand represented Jesus as the first and loftiest of God's creatures. In their view, he was not therefore, truely God. * * * Both Sabellianism and Arianism were pronounced heretical and the eternal sonship of Christ was solemnly asserted. * * *

Notwithstanding the adoption of the creed, controversy was not by any means brought to an end.

['Chamber's Encyclopaedia Britanica,' under the Incarnation and Christ]

ধর্ম্মশাস্ত্রে 'অবতার' বলিতে খৃষ্টের অতিমর্ত্ত্য ব্যক্তিত্বের সহিত তাঁহার মর্ত্ত্যভাবের সমাবেশকে বুঝায়।

'নিউ-টেষ্টামেণ্টে' যে খৃষ্ট-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা হিব্রু 'মেসেয়া' শব্দের প্রতিশব্দ। উভয় শব্দের অর্থই অভিষিক্ত।

গৌণ-অর্থে কোন বিশেষ কার্য্যের জন্য ভগবান্ কর্ত্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তিমাত্রকেই এই শব্দদ্বারা অভিহিত করা হয়।

৩২৫ খৃষ্টাব্দে আহূত নিসের সভার পূর্ব্বে খৃষ্টের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে ইব্‌নাইট্‌গণ বহু মতবাদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই ইব্‌নাইট্‌গণের মধ্যে নেজারিন্, সেরেন্থিয়ন্ ও তথাকথিত ক্লিমেন্-টাইন্ নস্‌টিক্ অন্তর্ভুক্ত। ডসিটি ও প্রকৃত নস্‌টিক্‌গণও এই সম্বন্ধে তাঁহাদের নানা মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ খৃষ্টের প্রপঞ্চে আবির্ভাবের পূর্ব্বে তাঁহার সত্তা অস্বীকার করিয়াছেন এবং তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা তাঁহার

দীক্ষাকালীন কোন অলৌকিক ক্ষমতা-প্রাপ্তির ফল বলিয়া ধারণা করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ তাঁহার মনুষ্যত্বকে একটী অপচ্ছায়া মাত্র গণ্য করিয়া তাঁহার বাস্তব সত্তাকে একটি চেতনময় বিগ্রহরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এই সকল মতাবলম্বীর দল অধিককাল স্থায়ী হয় নাই।

* * *

সেবেলিয়ান্‌গণ পরমেশ্বরের ত্রিমূর্ত্তির একত্ব অস্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে খৃষ্টের অলৌকিকত্ব পূর্ণ ভগবানের আত্মবিকাশ। আরিয়ান্‌গণ আবার যীশুকে ভগবানের সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বোচ্চ সৃষ্ট জীব বলিয়া মনে করেন। সুতরাং তাঁহাদের মতে তিনি বাস্তবিক ভগবান্ ন'ন।

* * *

এই উভয়দলই বিধর্ম্মী বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল এবং খৃষ্টের নিত্য পুত্রত্ব দৃঢ়রূপে স্থাপিত হইয়াছিল।

* * *

যীশুখৃষ্ট-সম্বন্ধে এই প্রকার নানা মতের প্রতিবাদ করিয়া একটী মতবাদ স্থাপিত হইলেও তাঁহার ব্যক্তিত্ব-সম্বন্ধে বিবাদ চিরতরে প্রশমিত হয় নাই।

যীশুখৃষ্ট শক্ত্যাবেশাবতার। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণেরও অনেকে তাঁহাকে তনয়েশ্বর (God the Son) বলিয়াই পূজা করেন। যীশুখৃষ্টের স্বমুখের বাক্য হইতেও প্রমাণিত হয় যে, তিনি ভগবানের দ্বারা প্রেরিত হইয়াই ভগবানের আদেশ প্রচারার্থ জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি আপনাকে শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীচৈতন্যদেবের

মত স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া অভিমান করেন নাই। I and my Father are one. অর্থাৎ আমি ও আমার পিতা অভিন্ন, অথবা I am in my Father and the Father in me. অর্থাৎ 'আমি আমার পিতার মধ্যে এবং আমার পিতা আমার মধ্যে' প্রভৃতি বাক্যও কেবল ভক্ত ও ভগবানের বা শক্ত্যাবেশাবতারের সহিত শক্তিমত্তত্ত্বের অভিন্নতার ইঙ্গিত প্রদান করিতেছে। তদ্দ্বারা তাঁহার স্বয়ং ভগবত্তা প্রমাণিত হয় না। বিশেষতঃ তাঁহার কার্য্যাবলীও তাহা প্রমাণ করে না। তিনি শক্ত্যাবেশাবতাররূপে জগতের আপেক্ষিক মঙ্গলবিধান করিয়াছেন। নীতিবিহীন জগতে নৈতিক-ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, ঐশ্বর্য্যমুগ্ধ জগতে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন। অকৃতজ্ঞ জগতে কৃতজ্ঞতার বাণী বিস্তার করিয়াছেন। সহিষ্ণুতা, দীনতা, ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা, বিধিপর-ভক্তি প্রচার করিয়া তিনি দেশকালপাত্রানুযায়ী মঙ্গল বিধান করিয়াছেন। তিনি যে ভগবানের দ্বারা প্রেরিত; স্বয়ং স্বেচ্ছায় অবতীর্ণ হন নাই,—একথা তিনি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন। শ্রীগীতোক্ত ভগবানের বাণীর সহিত যীশুর বাণীর পার্থক্য—

"I am not come of myself, but He that sent me is true whom ye know not. But I know Him ; for I am from Him and He hath sent me. I am not alone, but I and the Father that sent me. As my Father hath taught me, I speak these things. Neither came I of myself, but He sent me. I said if that they may believe that thou hath sent me. The Father which sent me, He gave

me a commandment. Words that I speak unto you I speak not of myself ; but the Father that dwellth in me. He doeth the works.

I am the resurrection and the life ; I am the way, the truth and the life. No man cometh unto the Father but by me.

Verily, verily I say unto you the servant is not greater than his Lord ; neither he that is sent greater than he that sent him".—John XIII—16.

একাদশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণাবতারের সুপ্রাচীনত্ব বা অনাদিত্ব

কেহ কেহ অত্যন্ত অজ্ঞতাবশতঃ বলিতে চাহেন যে, যীশুখৃষ্টের অনুকরণেই কৃষ্ণের অবতার কল্পিত হইয়াছে। ইতিহাসও অকাট্য প্রমাণের দ্বারা ইহার প্রতিবাদ করিয়াছে। পাণিনি খৃষ্টের পূর্ব্ববর্ত্তী ; ইহা নিঃসংশয়। সেই 'পাণিনি'তে এইরূপ দুইটি সূত্র আছে,—

'বাসুদেবার্জ্জুনাভ্যাং বুন্'—(৪।৩।৯৮)

'গোত্রক্ষত্রিয়াখ্যেভ্যো বহুলং বুঞ্'—(৪।৩।৯৯)

ভাষ্যকার পতঞ্জলি এখানে বলিতেছেন,—

"কিমর্থং বাসুদেবশব্দাদ্ বুন্ বিধীয়তে ? ন গোত্রক্ষত্রিয়াখ্যেভ্যো বহুলং বুঞিত্যেব সিদ্ধং, নহ্যস্তি বিশেষঃ বাসুদেব-

শব্দাদ্ বুঞো বা বুনো বা। তদেব রূপং স এব স্বরঃ। ইদং তর্হি প্রয়োজনং। বাসুদেবশব্দস্য পূর্ব্বনিপাতং বক্ষ্যামি ইতি, অথবা নৈষা ক্ষত্রিয়াখ্যা, সংজ্ঞৈষা তত্র ভগবতঃ ॥"

অর্থাৎ বাসুদেব যখন ক্ষত্রিয়, তখন 'বাসুদেবক' এই পদ 'বাসুদেব' শব্দের উত্তর 'বুঞ্' প্রত্যয় করিলেই সিদ্ধ হইতে পারিত; তজ্জন্য একটি বিশেষ সূত্র প্রণয়ন করিয়া সূত্রকার 'বুন্' প্রত্যয়ের কথা আনিলেন কেন? সাধারণতঃ 'বুঞ্' (ক) প্রত্যয়ের দ্বারা যে অর্থ বুঝায় 'বাসুদেব' শব্দ বলিলে সেই অর্থ বুঝাইবে না। বাসুদেবকে ভগবান্ বলিয়া গ্রহণ করা হয়, তিনি ক্ষত্রিয় মাত্র নহেন। এখানে ক্ষত্রিয়-বাসুদেব-ভক্ত নহে, ভগবদ্-বাসুদেব-ভক্ত এইরূপ বুঝিতে হইবে। এইজন্য 'বাসুদেবক'-পদের 'ক' 'বুঞ্' নহে, 'বুন্'। এখানে ভাণ্ডারকারও বলিয়াছেন যে,—"Vasudeva is to be taken here in His capacity of God, not as a mere *Kshatriya*". পাণিনি-সূত্রে শ্রীবাসুদেবের নামের সহিত শ্রীঅর্জ্জুনের নামও সংযুক্ত দেখা যায়। ইহা হইতেও প্রমাণিত হয় যে, পাণিনির যুগেও ভক্ত ভগবানের সহিত পূজিত হইতেন। ইহাই ভাগবত-ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য।

পাণিনির সূত্র বিচার

এইসকল প্রমাণ হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্ব যীশুখৃষ্ট কেন, বুদ্ধদেব অপেক্ষাও প্রাচীনতর। এ-সম্বন্ধে সাধারণ মনীষিগণও আরও অনেক অকাট্য প্রমাণ পাইয়াছেন। মধ্যভারতের গোয়ালিয়র রাজ্যের দক্ষিণ সীমান্তে অবস্থিত

বেসনগরে ইংরেজী ১৯০৯ সালে ভারত গভর্ণমেণ্টের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের স্বনামধন্য অধ্যক্ষ স্যার্ জন্ মার্সাল্ একটি শিলাস্তম্ভে উৎকীর্ণ এক শিলালিপি আবিষ্কার করেন। উহার কিয়দংশ এইরূপ—

দেব দেবস বাসুদেবস
গরুড়ধ্বজে অয়ং কারিতে ইয়
হোলিওডোরেণ ভাগবতেন্
দিয়ন পুত্রেন তক্ষশিলাকেন
যোনদাতেন আগতেন
মহারাজস অংত-লিকিতস
উপংতা সংকাশরাণো
কাশী পুতস ভাগ ভদ্রস
ত্রাতারস বসেন চণ্ডসেন রাজেন
বর্দ্ধমানস * * *

অনুবাদ—দেবতাগণের দেবতা বাসুদেবের উদ্দেশ্যে এই গরুড়ধ্বজ মহারাজ অন্তলিকিতের নিকট হইতে সঙ্কাশরাজ কাশী-পুত্র 'ত্রাতার' ভাগভদ্রের অধীনস্থ চণ্ডসেন-রাজের সহিত সমাগত দীয়নপুত্র 'যোনাদাত' তক্ষশিলা-নিবাসী ভাগবত হিলিওডোর কর্ত্তৃক উৎসৃষ্ট হইল।

ইহা হইতে জানা যায়, এই শিলালিপি যে স্তম্ভের উপর উৎকীর্ণ হইয়াছে, তাহা একটি গরুড়ধ্বজ ও সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ভগবান্ বাসুদেবের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। উৎসর্গকর্ত্তা গ্রীক্-নরপতি

অন্তলিকিতের রাজত্বকালে তক্ষশিলা হইতে আগত দীয়নপুত্র হিলিওডোরাস্ নামক একজন ভাগবত-ধর্ম্মাবলম্বী গ্রীক্। এতৎ-সম্বন্ধে স্যার্ জন্ মার্সাল্ সাহেব এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"The memorial was a *Garudadhvaja* set up in honour of Vasudeva by Heliodorus, the son of Dion, a *Bhagavata,* who came from Taxila in the reign of the king Antialkidus.

—(*Sir John Marshal in the Journal of the Royal Asiatic Society for 1910, P. 1054*)

The inscription mentions a Maharaja or great King whose name it presents as Antalikita. In this we recognise the Greek name Antialkidus and we identify the person with an Indo-Greek king of the Punjab and those parts, well-known from coins for Antialkidus there have been proposed various initial dates ranging from B. C. 175 (Cunningham) to 135 (Wilson). The Characters of our inscription are referrable to any time during that period.

—(*Do P. 1088*)

এই শিলালিপির বিষয় উল্লেখ করিয়া প্রত্নতাত্ত্বিক বার্ণেট্ সাহেব Royal Asiatic Societyর Journalএ এইরূপ লিখিয়াছিলেন,—

"It is a document of the Vasudevic cult of which, as I have endeavoured to show, the chief feature was a *Bhakti* worship of *Krishna Vasudeva* as the *Bhagavan,* the Lord. Heliodorus is described as a *Bhagavat* 'Votary of the Lord' a title common in later documents."

—(*Ibid., pp. 10934*)

খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ যেরূপ এক-জগদ্গুরুবাদ অর্থাৎ যীশু-খৃষ্টই একমাত্র জগদ্গুরু, ভবিষ্যতে আর কোন জগদ্গুরু হইতে পারেন না, বলিয়া থাকেন, তদ্রূপ তাঁহারা এক-অবতারবাদ অর্থাৎ খৃষ্টই একমাত্র অবতার ; অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতে আর কোন অবতার হন নাই বা হইবেন না,—এইরূপ বলিয়া থাকেন। কিন্তু সনাতনধর্ম্মাবলম্বিগণ বলেন,—'এক-জগদ্গুরুবাদ বা এক-অবতারবাদ স্বীকার করিলে বিভিন্নযুগে, বিভিন্নস্থানে ও বিভিন্নপাত্রে যে সকল অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব ও ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, তাহা নিবারণের পক্ষে অনেক বাধা হইয়া পড়ে। সম্মুখে জীবন্ত আদর্শ না পাইলে কেবল অতীতের আদর্শের দ্বারা ব্যক্তিগত জীবনগঠন বা সমষ্টিগত ধর্ম্মের গ্লানি বিদূরিত হওয়া সম্ভবপর নয় ; তাই, সনাতনধর্ম্মাবলম্বিগণ মহান্ত-গুরু এবং যুগে যুগে ভগবান্ ও ভক্তাবতারের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন। যখনই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, তখনই হয়, ভগবান্ স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া, না হয় নিজ ভক্তাবতার প্রেরণ করিয়া জীবের মঙ্গল বিধান করিয়া থাকেন।

এক-অবতারবাদ

সনাতনধর্ম্মাবলম্বিগণের বিচারে অধিকতর সুবৈজ্ঞানিক বিচার ও উদারতা লক্ষিত হয়। তাঁহারা জীবের সেবাবৃত্তির ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভগবদবতারের চিদ্বৈজ্ঞানিক ক্রমবিকাশ স্বীকার করেন এবং তাঁহারা সকল দেশে, সকল কালে ও সকল পাত্রে ভগবদবতারের আবির্ভাব স্বীকার করিয়া থাকেন। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বি-গণ হয়'ত অনেকেই শ্রীকৃষ্ণ-অবতার বা শ্রীচৈতন্যাবতারের মহিমা

উপলব্ধি করিতে পারেন না ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যাবতারের পূজকগণ খৃষ্টকে তদ্দেশ-কাল-পাত্রোপযোগী শক্ত্যাবেশাবতাররূপে শ্রদ্ধা করিতে কুণ্ঠিত হন না।

যীশুখৃষ্টের অবতারত্বের সম্বন্ধে তদ্ধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যে যে-সকল বিবদমান বিচার দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কোনটিতেই অবতারের অনাবিল অপ্রাকৃতত্ব স্বীকৃত হয় নাই এবং খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ নিজেরাই স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহাদের এই বিবাদ কোনদিনই প্রশমিত হইবে না, বরং নূতন নূতন মতবাদের সমস্যার উদয় করাইবে। কিন্তু সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যে সকলেই বিষ্ণুর অবতারের অপ্রাকৃতত্ব স্বীকার করিয়াছেন। অবতারের অপ্রাকৃতত্ব-সম্বন্ধে বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মধ্যে কোন মতভেদ নাই।

দ্বাদশ অধ্যায়

দশাবতার ও শ্রীকৃষ্ণ

যাঁহারা বলেন,—‘জয়দেব বা শঙ্করাচার্য্যের স্তোত্রে দশাবতারের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের নাম নাই, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ অবতার নহেন।’ ইহা সত্য; তাঁহাদের মুখেও সরস্বতী কতকটা সত্য-কথা বলাইয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ অবতার নহেন ; কিন্তু তিনি অবতারের মূলপুরুষ—

অবতারী। কৃষ্ণের অংশের অংশ, তদংশ গর্ভোদকশায়ী হইতে যাবতীয় লীলাবতার প্রকাশিত হইয়াছেন, এজন্যই জয়দেব বলিয়াছেন,—

"বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূগোলমুদ্বিভ্রতে
দৈত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্ব্বতে।
পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে
ম্লেচ্ছান্ মূর্চ্ছয়তে দশাকৃতি-কৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ॥"

উপরি-উক্ত শ্লোকে "দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ"—এই বাক্য দ্বারাই জয়দেব কৃষ্ণকে অবতারের অবতারী বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" বাক্যেও শ্রীমদ্ভাগবত কৃষ্ণকে সকল অবতারের অবতারী বলিয়া জানাইয়াছেন। এতৎ-সম্বন্ধে বিস্তৃত বিচার শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর 'কৃষ্ণসন্দর্ভে' দ্রষ্টব্য।

শ্রীচৈতন্যদেব অবতার-তত্ত্বের সম্পূর্ণ ও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিশ্লেষণযুক্ত বিচার ও সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন,—তাহা শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত, শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর সংক্ষেপ-ভাগবতামৃত, শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর ষট্-সন্দর্ভ ও শ্রীল বলদেববিদ্যাভূষণ প্রভুর 'সিদ্ধান্তরত্ন' প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায়। মোটকথা, পূর্ণরূপে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত আশ্রয় না করিলে অবতার-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-উপলব্ধি হয় না। ভক্তিশাস্ত্রে গুরু, ভক্ত, ভগবান্, শাস্ত্র—ইঁহারা সকলেই অপ্রাকৃত অবতার বলিয়া স্বীকৃত।

নিম্নলিখিত অবতারসমূহের জন্মলীলাদি-কথা বিশেষভাবে যে যে শাস্ত্রে আছে, তাহার একটী অসম্পূর্ণ তালিকা প্রদত্ত হইল—

লীলাবতার

চতুঃসন—ভাঃ ১।৩।৬ ; ২।৭।৫ ; ৩।১২ অঃ ; ব্রহ্মপুরাণ, ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

বরাহ—ভাঃ ১।৩।৭ ; ২।৭।১ ; ৩।১৮ অঃ ; ১০।৪০।১৮

নারদ—ভাঃ ১।৩।৮ ; ১।৬অঃ ; ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

নরনারায়ণ—ভাঃ ১।৩।৯ ; ২।৭।৬ ; কালিকাপুরাণ ৩০শ অধ্যায়।

কপিল—ভাঃ ১।৩।১০ ; ২।৭।৩ ; ৩।২৪-৩৩ অঃ ; পদ্মপুরাণ।

দত্তাত্রেয়—ভাঃ ১।৩।১১ ; ২।৭।৪ ; ব্রহ্মাণ্ড ও আদিত্যপুরাণ ; মার্কণ্ডেয় পুরাণ ১৫-১৯ অধ্যায় ; মঃ ভাঃ অনুঃ ৯১অঃ; মৎস্য-পুরাণ ।

হয়গ্রীব—ভাঃ ২।৭।১১ ; ১০।৬।২২ ও ৪০।১৭ ; মঃ ভাঃ শান্তি-পর্ব্ব ৩৪৭ অঃ ও ১২২।৪৭

যজ্ঞ—ভাঃ ১।৩।১২ ; ২।৭।২ ; ৪।১ অঃ; ৮।১।১৮ ; ১০।৬।২২; গরুড় ও মার্কণ্ডেয় পুরাণ।

ঋষভ—ভাঃ ১।৩।১৩ ; ২।৭।১০ ; ৫।৩-৬ অঃ।

পৃথু—ভাঃ ১।৩।১৪ ; ২।৭।৯ ; ৪।১৫-২৩ অঃ ; পদ্মপুরাণ ; মহাসংহিতা (শ্রীমধ্বকৃত)।

মৎস্য—ভাঃ ১।৩।১৫ ; ২।৭।১২ ; ৮।২৪ অঃ ; ১০।৪০।১৭ ; শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ১ম কাণ্ড ; মার্কণ্ডেয় পুরাণ ; হরিবংশটীকা ; মৎস্য পুরাণ, পদ্মপুরাণ।

কূর্ম্ম—ভাঃ ১।৩।১৬ ; ২।৭।১৩ ; ৮।৭ অঃ ; ১০।৪০।১৮ ; কূর্ম্মপুরাণ।

ধন্বন্তরি—ভাঃ ১।৩।১৭ ; ২।৭।২১ ; ৮।৮-৯ অঃ।

মোহিনী—ভাঃ ১।৩।১৭ ; ৮।৮-৯ অঃ।

নৃসিংহ—ভাঃ ১।৩।১৮; ২।৭।১৪ ; ৭।৮-১০ অঃ ; ১০।৪০।১৯; নৃসিংহপুরাণ ; নৃসিংহতাপনী ; ব্রহ্মতর্ক।

বামন—ভাঃ ১।৩।১৯ ; ২।৭।১৭ ; ৮।১৭-২৩ অঃ ; ১০।৪০।১৯; বামনপুরাণ ; ঋগ্‌বেদ।

পরশুরাম—ভাঃ ১।৩।২০ ; ২।৭।২২ ; ৯।১৫-১৬ অঃ ; ১০।৪০।২০।

হংস—ভাঃ ২।৭।১৯

ধ্রুবপ্রিয় বা পৃশ্নিগর্ভ—ভাঃ ২।৭।৮ ; ১০।৩।৩২, ৪১ ও ৬।২৫

ব্যাস—ভাঃ ১।৩।২১ ; ২।৭।৩৬ ; ১১।১৬।২৮ ; মঃ ভাঃ আদি-পর্ব্ব ৬২ অঃ ; ঐ শান্তিপর্ব্ব ৩৪৬।১১ ; বিষ্ণুপুরাণ ৩।৪।৫ ; কূর্ম্মপুরাণ ; ব্রহ্মতর্ক।

রাম—ভাঃ ১।৩।২২ ; ২।৭।২৩-২৫ ; ৯।১০-১১ অঃ ; ১০।৪০।২০ ; রামায়ণ।

কৃষ্ণ-বলরাম—ভাঃ ১।৩।২৩ ; ২।৭।২৬-৩৫ ; ১০ম স্কন্ধ ; মহাবরাহপুরাণ ; বিষ্ণুপুরাণ, মহাভারত, চতুর্ব্বেদশিখা।

বুদ্ধ—ভাঃ ১৷৩৷২৪ ; ২৷৭৷৩৭ ; ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ; সাহিত্যদর্পণ ; গীত-গোবিন্দ (জয়দেব) ; বিষ্ণুপুরাণ তৃতীয় অংশ ১৭-১৮ অঃ ; অগ্নিপুরাণ ; বায়ুপুরাণ ; স্কন্দপুরাণ ; অমরকোষ প্রথম অঃ।

কল্কি—ভাঃ ১৷৩৷২৫ ; ২৷৭৷৩৮ ; ১২৷২ অঃ।

মন্বন্তরাবতার

যজ্ঞ—(লীলাবতার মধ্যে কথিত) ভাঃ ৮৷১৷১৮

বিভু—ভাঃ ৮৷১৷২১-২২

সত্যসেন—ভাঃ ৮৷১৷২৫-২৬

হরি—ভাঃ ২৷৭৷১৫-১৬ ; ৮৷১৷৩০ ; মৎস্যপুরাণ।

বৈকুণ্ঠ—ভাঃ ৮৷৫৷৪-৫

অজিত—ভাঃ ৮৷৫৷৯-১০

বামন—লীলাবতার-মধ্যে কথিত।

সার্ব্বভৌম—ভাঃ ৮৷১৩৷১৭

ঋষভ—ভাঃ ৮৷১৩৷২০

বিষ্বক্‌সেন—ভাঃ ৮৷১৩৷২৩

ধর্ম্মকেতু—ভাঃ ৮৷১৩৷২৬

সুধামা—ভাঃ ৮৷১৩৷২৯

যোগেশ্বর—ভাঃ ৮৷১৩৷৩২

বৃহদ্ভানু—ভাঃ ৮৷১৩৷৩৫
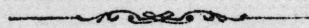
অবতারীর দেহে সব অবতারের স্থিতি।
কেহো কোনমত কহে, যেমন যার মতি॥
অবতার-অবতারী—অভেদ, যে জানে।
পূর্ব্বে যৈছে কৃষ্ণকে কেহো কাহো করি' মানে॥
একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য॥

—(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—আঃ ২।১১২; ৫।১২৮,১৪২)